আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

শীর্ষ ধনীদের তালিকা থেকে বাদ মুকেশ আম্বানি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বের শীর্ষ ১০ ধনীর তালিকা থেকে ছিটকে পড়েছেন ভারতীয় ধনকুবের ব্যবসায়ী মুকেশ আম্বানি। আগে 'ব্লুমবার্গ বিলিনিয়ার ইনডেক্সে' চার নম্বর স্থানে ছিলেন তিনি। কিন্ **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ১৪ || সোমবার || পৌষ ১৩ || ১৪২৭ || জমাদিউল আঃ ১৩ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 14 || 28 December || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



বাঁ থেকে কামাল আহমেদ, এ খালেক, আবুল কালাম আজাদ, আব্দুল হাই জিয়া, জুলকার নাইন, ডা. তৌফিকুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার খায়রুজ্জামান, আবুল বাসার পান্না, আজাদ বাকের, আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দিন, রাশিদা আহমেদ মুন ও বিনা মজুমদার

শোকের বছরঃ ঘরে ঘরে স্বজন হারানোর বেদনা

হেলাল উদ্দীন রানা ও সালাহউদ্দিন আহমেদঃ যুক্তরাষ্ট্রে উনবিংশ শতাব্দির গোড়ায় যাত্রা শুরু করা বাংলাদেশী অভিবাসী কমিউনিটি মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে এতো মৃত্যু দেখেনি আর। এ যেন সাক্ষাৎ এক বিভীষিকা। কোভিড নামক মৃত্যুদূত গোটা কমিউনিটিকে তছনছ করে ফেলেছে। গত এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে করোনায় প্রবাসী বাংলাদেশীর মৃত্যুর সংখ্যা ৩ শতাধিক। অতিমারির প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতে দ্বিতীয় ঢেউয়ের আঘাত বিপর্যস্ত করে ফেলেছে গোটা কমিউনিটি। বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশীদের ঘরে ঘরে এখন হানা দিয়ে ফিরছে এই মরণ ব্যাধি। তবে করোনার প্রকোপ সবচেয়ে বেশী বাংলাদেশী অধ্যুষিত রাজ্য নিউইয়র্ক ও মিশিগানে। মিশিগানের অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মিশিগানে কোভিড-এর চিত্র কতোটা ভয়ংকর তা উঠে এসেছে দুটি মসজিদ কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্যে। পেন্ডামিক শুরুর পর থেকে এপর্যন্ত ৩ শতাধিক বাংলাদেশী প্রাণ হারিয়েছেন। অনেক **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**



আমেরিকাকে স্তব্ধ রেখে গলফ খেলায় ব্যস্ত ট্রাম্প

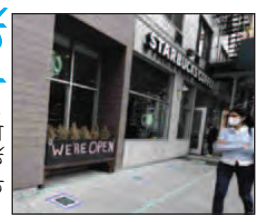
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ক্ষমতার শেষ প্রান্তে এসে অদ্ভুত খেলায় মত্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শেষ ট্রাম্প কার্ডটি খেলার চেষ্টা করছেন ডেমোক্র্যাটদের ঘাড়ে বন্দুক রেখেই। আর তাতে হাউস স্পিকার ন্যান্সি **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**

এটাই শেষ মহামারি নয়
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক।- করোনা মহামারি এখনও শেষ হয়নি। এরই মধ্যে নতুন সতর্কতা নিয়ে হাজির হলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়**

করোনার থাবা ঃ নিউইয়র্কে সুপরিচিত ব্র্যান্ডের শাখা বন্ধ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কোভিড-১৯ মহামারীতে বিধ্বস্ত হয়ে ও গ্রাহক সংখ্যা কমে যাওয়ায় চলতি বছরে নিউইয়র্ক সিটিতে যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয়ভাবে সুপরিচিত ব্র্যান্ডগুলোর প্রতি সাতটির মধ্যে কমপক্ষে একটি **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**



বিদেশ ফেরতদের তারকা হোটেলে কোয়ারেন্টিন

ঢাকা : ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে। দেশেও বাড়ছে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

দ্বিতীয় স্টীমুলাস বিল পাশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশেষে করোনা রিলিফ প্যাকেজ বিলে (দ্বিতীয় স্টীমুলাস) স্বাক্ষর করেছেন। রোববার সন্ধ্যায় তিনি বিলে স্বাক্ষর করায় তা আইনে পরিনত হল।বিলের আকার ৯০ হাজার কোটি ডলার। এতে উল্লেখ যোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। গত সপ্তাহে কংগ্রেস ও সিনেট এই বিল পাশ করে স্বাক্ষরে জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের টেবিলে পাঠিয়ে ছিল। কিন্তু ট্রাম্প **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

করোনার আরেক ধরন মিলল নাইজেরিয়ায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার পরে এবার নাইজেরিয়া। বড়দিনে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

দাদা কাদেরের জন্য দোয়া চাইল ছোট্ট লুবাবা



ঢাকা : ক্যান্সারে আক্রান্ত জনপ্রিয় অভিনেতা আবদুল কাদেরের মৃত্যুর পর থেকেই কেবল কাঁদছে তার আদরের নাতনি শিশুশিল্পী সিমরীন লুবাবা। শনিবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল মারা **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রে ক্যামেরায় ধরা পড়ল উড়ন্ত মানব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের অচেনা 'উড়ন্ত মানব' অবশেষে ভিডিওতে ধরা পড়ছে। তিনি একটি জেটপ্যাক নিয়ে কাতালিনা দ্বীপের নিকটে পালোস ভার্ডেসের ৩ হাজার **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

কালো কফি না চা, কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী?

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ -শীতকালে গরম ধোঁয়া ওঠা কফি বা চায়ের কাপে চুমুক দিতে কার না ভালো লাগে। এসব পানীয় যে শুধু শরীরে আরাম দেয় তাই নয়, এর সঙ্গে শীতকালের ঝিমুনি কাটিয়ে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

২২ বছর ধরে তাহাজ্জুদ ছাড়ি নাই : শামীম ওসমান



ঢাকা : বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের বিরোধীতাকারীদের প্রতি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

APOLLO BROKERAGE INC.
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ি ও বিজিনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার · ওয়েস্টার্ন ইউইনিয়ন · ডিডিসি · মানি অর্ডার · নোটারী পাবলিক
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com
Shamsher Ali
President & CEO

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments · Tax Liens · Charge Offs · Garnishment · Inquiries · Collections
Call us: 646-775-7008
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com
Mohammed A Kashem
Credit Consultant

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
আমেরিকার যে কোন স্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
সুপার সেল $৬৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS · 5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday //December 28 // 2020

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম দুই ভাই জেলা প্রশাসক, এক বোন এএসপি

ঢাকা ডেস্ক: দেশের ১১টি জেলায় নতুন জেলা পপ্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। নতুন নিয়োগ পাওয়াদের মধ্যে মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপ সচিব থেকে পদোন্নতি পেয়ে লক্ষ্মীপুরের জেলা প্রশাসক হয়েছেন। তার আপন বড় ভাই মোহাম্মদ কামরুল হাসানও হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক হিসেবে কর্মরত আছেন। গত ১৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



কামরুল হাসান ও আনোয়ার হোছাইন আকন্দ



প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়ায় নিউইয়র্ক ও নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের জীবনযাত্রা ব্যাহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বড় দিনের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবারের (২৪ ডিসেম্বর) রাতভর বৃষ্টি আর প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়ায় স্বাভাবিক নিউইয়র্ক ও নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয়েছে। শুক্রবার বড়দিনের প্রভাত বেলা এই দুই রাজ্যের লক্ষাধিক বাসাবাড়ীর বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কন এডিসন কর্তৃপক্ষ বলেছে শুক্রবার সকাল ১০টায় নিউইয়র্কের ১৭ হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক বিদ্যু বিচ্ছিন্ন বলে অভিযোগ করেছে। এছাড়াও নিউইয়র্কের ওয়েচচেষ্টার কাউন্টিতে ১৮ হাজার, ওরেঞ্জ কাউন্টিতে ১৬ হাজার এবং রকল্যান্ড কাউন্টিতে ১৪ হাজারের মতো বাসাভাড়ী বিদ্যুৎ বিহীন হয়ে পড়েছে। অপরদিকে নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের ৭৫ হাজার বাসাবাড়ী বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছে বলে শুক্রবার সকাল ৯টায় সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক ও নিউজার্সী অঙ্গরাজ্য সহ ট্রাইস্টেট এলাকায় থেমে থেমে ৬০-৬৫ মাইল বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায় বলে জানা গেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি বড়দিন আর আসছে নতুন বছরের প্রাক্কালে লম্বা ছুটির ফলে রাস্তায় লোকজন আর যানবাহন চলাচল কমে গেলেও বড়দিন পালনে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা নানা কর্মসুচী পালন করেছে।

এদিকে ফ্লারিডায় অবস্থানকারী বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং নিউইয়র্কের গভর্ণর এন্ড্রু কুমো আমেরিকানদের বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

করোনায় আটলান্টিক সিটির মামুন মোস্তফার ইন্তেকাল

আটলান্টিক সিটি থেকে আকবর হোসাইন: প্রাণঘাতী করোনায় মারা গেলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটির প্রবাসী বাংলাদেশীদের পরিচিতমুখ ও বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের কর্মকর্তা মামুন মোস্তফা। গত ২০ ডিসেম্বর রোববার আটলান্টিক সিটির শোর মেমোরিয়াল হাসপাতালে তিনি মারা যান। করোনার মাঝেও তার জানাজায় ছিল ভীড়। তার মৃত্যুতে স্থানীয় প্রবাসীদের মাঝে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কাদিয়ে গেলেন পুরো কমিউনিটিকে। সব মৃত্যুই দু:খের কিন্তু কিছু কিছু মৃত্যু পুরো কমিউনিটিকে কাঁদায়। সদা হাস্যজ্জল মামুন মোস্তফার মৃত্যুর সংবাদ শোনার সাথে সাথে পুরো কমিউনিটিতে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছিল পুরো কমিউনিটির বাংলাদেশীরা।



পবিত্র কোরআনে বর্নিত আছে 'কুল্লু নাফসিন জাইকাতুল মউত'। যার অর্থ- 'প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে'। মৃত্যুর কথা ভেবেই হয়ত মসজিদের সামনের সারিতে এসে বসতেন। তার মৃত্যুতে মসজিদ যেমন হারালো একজন মুসল্লী, ঠিক তেমনি কমিউনিটি হারালো হাস্যজ্জোল একজন কমিউনিটি ব্যক্তিত্বকে। যিনি নিজের আচার, ব্যবহারের মাধ্যমে মন জয় করে নিয়েছিলেন ছোট-বড় সবাইকে। কখনও কারো সাথে কটু কথা বলেনি। আটলান্টিক সিটির বাংলাদেশীদের সবচেয়ে পুরনো সংগঠন বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব আটলান্টিক সিটির ত্রাণকর্তা হিসাবে পরিচিত ছিলেন মামুন মোস্তফা। তার একান্ত প্রচেষ্টাই সংগঠনটি দুই যুগ ধরে তার কার্যক্রম চালিয়েছে অবিরামভাবে।

বাংলাদেশ-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব আটলান্টিক সিটির প্রতিবছরের পিকনিকের অনুষ্ঠানে তিনি তার সুমধুর বক্তব্য দিয়ে মাতিয়ে রাখতেন উপস্থিত সকল বাংলাদেশীদেরকে। ব্যক্তি জীবনে ছিলেন খুবই ফ্যাশন সচেতন। পারিবারিকভাবে বঙ্গবন্ধু'র গড়া দল আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও পদ নিয়ে কখনও কারও সাথে বিন্দুমাত্র মন কষাকষিতে লিপ্ত হননি। আটলান্টিক সিটির মানুষের দুঃসময় এবং বিভিন্ন সময়ে সামাজিক সংগঠনগুলোর সংকটকালীন অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য সবসময় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন। সদালাপী, হাসিখুশী মিশুক এবং সবার ভালবাসার এই মানুষটি নিউজার্সীর শোর মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তির দিন গত ২ ডিসেম্বর ভোর চারটা ১১ মিনিটে ফেস বুকে একটি পোস্ট দিয়ে সবাইকে জানিয়েছিলেন কভিট-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তির খবর। তিনি লিখেছিলেন- 'All my friens and family. I am at the Shore Memorial Hospital ICU for COVID-19 Pneumonia .Please pray for me , So your pray only bring back me to you. Ameen.' হাসপাতালে ভর্তির দিন তিনি পুরো কমিউনিটির কাছে রেখে গিয়েছিলে দোয়ার দরখাস্ত। একই দিন ভোর চারটা আঠার মিনিটে আরেকটি পোস্ট দিয়ে লিখেছিলেন 'Don't know I will come back or not, If not please forgive me for any misbehavior.' তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন এই সুন্দর পৃথিবীতে তার আর বেঁচে থাকা হবেনা। তার হাসপাতালে ভর্তির দিন থেকেই শুরু হয়েছিল সাউথ জার্সীতে বসবাসরত কয়েক হাজার বাংলাদেশীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা। শত শত মানুষের দোয়া এবং ডাক্তাদের আপ্রাণ চেষ্টা শর্তেও করোনার ছোবল থেকে রক্ষা পেলেন না কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং পরিচিত মুখ মামুন মোস্তফা।

এদিকে আটলান্টিক সিটির বাংলাদেশী পরিবারগুলোতে ঘরে ঘরে করোনার হানায় সকলেই আতংকগ্রস্ত। করোনা সংক্রমণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ বেড়েছে পুরো সিটির বাসিন্দাদের মধ্যে।বাংলাদেশী পরিবারগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে করোনার সংক্রমণ। অনেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দোয়া চেয়ে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করছেন।

সিলেটে মৃত্যুর পর নারী ভাইস চেয়ারম্যানের ফেসবুক স্ট্যাটাস নিয়ে তোলপাড়

ঢাকা ডেস্ক: সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের নারী ভাইস চেয়ারম্যান সেলিনা ইয়াসমিন মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর এনিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।



গত ৫ ডিসেম্বর দেয়া স্ট্যাটাসে তিনি তার পরিণতির জন্য তিনজনকে দায়ী করে গেছেন। সময় মতো তার মেয়ে তাদের পরিচয় প্রকাশ করবেন বলে জানান। এর আগে ১৫ নভেম্বরের এক স্ট্যাটাসে শরীর খারাপ বলে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। শুক্রবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার পর তার ঐ স্ট্যাটাসটি সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এ ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন অনেকেই।

সেলিনা ইয়াসমিনের ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডির স্ট্যাটাসটি হুবহু তুলে ধরা হল-

"আমি বারবার বলছি, আমি বিভিন্নভাবে মানুষের চাপের মুখে আছি। আমিও একজন মানুষ। আমারও পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। যদি আমার শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থ কোনো ক্ষতি হয়, তার জন্য মাত্র তিনজন মানুষ দায়ী থাকবে। সব প্রমাণ আমার মেয়ের কাছে আছে। যথোপোযুক্ত সময়ে আমার মেয়ে তা আপনাদের সামনে উপাস্থাপন করবে। মনে রাখবেন শুধু তিনজন মানুষ এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। আমার ও আমার মেয়ের জন্য সকলে দোয়া করবেন।"

ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. নুরুল ইসলাম জানান, ভাইস চেয়ারম্যান সেলিনা ইয়াসমিন ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন, শুক্রবার (২৫ ডিসেম্বর) তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

সেলিনা ইয়াসমিনের চাচাতো ভাই ফুজায়েল ইসলাম মুহিতের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, 'আসলে আপু (সেলিনা ইয়াসমিন) ঐ পোস্ট দেওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন, স্ট্রোকও করেন। আলাপ করার মতো অবস্থা ওনার ছিল না। তাই বিশেষ কিছু জানি না।'



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বিদায় ২০২০ স্বাগত ২০২১

বৃহস্পতিবার ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাতে ঘড়ির কাঁটা ১২টা ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে মহামারী করোনাকালীন বহু ঘটন-অঘটনের বছর ২০২০। ১ জানুয়ারী ভোরের সূর্যোদয় ঘটেছে নতুন আরেকটি বর্ষপরিক্রমায়। স্বাগত ২০২১। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দোলাচলে কালের আবর্তে মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেলো আরো একটি বছর। নতুন স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু হচ্ছে নতুন বছরের। বিশ্বজুড়ে এক অস্থির আর মহামারী কনোনার মতো কঠিন সময়কালে আগমন ঘটল নতুন বছরের। মানব সভ্যতার আলোকেই একদিন মানুষ এক সেকেন্ডকে সময়ের একক হিসেবে ধরে নিয়ে তারপর মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস বর্ষ শতাব্দী ইত্যাদির গণনা শুরু করে। সময় হলো অখন্ড এক চিরন্তন গতি। সময়ের ভিতরে পৃথিবীর সকল প্রাণীর জন্ম-মৃত্যু ক্রমাগতভাবে ছুটে চলছে। সময় এবং মানুষের জীবন অবিচ্ছেদ্য। কালের যে স্রোত আমরা প্রতিনিয়ত বয়ে নিয়ে বেড়াই তা জীবনেরই অংশ। আমাদের প্রতিটি অনুভবে চিন্তার যে অনুরণন, সময় তাকে পরিক্রমণ করে। সময় কারো পক্ষপাতিত্ব করে না। আমরা তাই উন্মুক্ত সময়ের মুক্ত মানুষ হয়ে কর্মফলকে বিশ্বাস করি। কথায় আছে যৎ কর্ম তৎ ফল। মানুষ মাত্রই নিরন্তর সন্ধান করে একটি নিরাপদ আশ্রয়ের। সময়ই তাকে আবর্তিত করে। সময় এবং মানুষের জীবনকে তাই কখনোই আলাদা করা যায় না।

পুরনোকে বিদায় দিয়ে নতুনকে বরণ করে নেয়াই মানুষের সহজাত ধর্ম। আবহমান কাল ধরে মানুষ পুরাতনকে শুকনো ঝরা পাতার মতো ত্যাগ করে নতুন কুঁড়ির উদগমন হৃদয়াঙ্গম করে। ইংরেজি নতুন বছর ২০২১-কে জানাই সাদর সম্ভাষণ। অতীতের স্বীয় ব্যর্থতার গ্লানিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে নতুন বছরের পথ পরিক্রমণে যাত্রাকালে চেনা এ পৃথিবীটার সবার জন্যে সুখ কামনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এক বুক অনাবিল আনন্দ সিঞ্চনে স্বাগত জানাই নতুন বছরের নবীন প্রভাতের নবীন সূর্যকে। তবে অতীতের নতুন বছরগুলোর মতো নানা আননন্দ বা নানা উৎসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে নয়, বরং করোনার কালো মেঘে বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বরণ করে নিতে জচ্ছে নতুন বছরকে।

অতীত সবসময়ই ইতিহাস। এ বছরের ভুলগুলো শুধরে সমস্ত ইতিহাস থেকে ভালো শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। অতীতের সফলতা-ব্যর্থতাকে বিবেচনায় রেখে ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য এখন আমাদের সামনে তাকানোর দিন, দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাওয়ার দিন। বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা সীমিত। কল্পলোকে বিচরণের চেয়ে বাস্তবকে তারা গুরুত্ব দেয় সব সময়ই। বাংলাদেশ এক অদ্ভুত সম্ভবের দেশ। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই এ দেশের মানুষ শ' শ' বছর ধরে টিকে আছে। বিপদে দুর্যোগে উন্নত বিশ্বের মানুষ যখন প্রযুক্তির দিকে তাকিয়ে থাকে বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা সেখানে নির্ভয়ে নেমে পড়ে অতল গহ্বরে। এ দেশের চাষি, কুলি, কামিন, মুটে মজুরেরা সোনার ফসল ঘরে তোলে। তাদের শ্রমঘামেই বাড়ছে বার্ষিক মাথাপিছু আয়। সুখবর যেমন আমাদের আন্দোলিত করে তেমন খারাপ খবরও করে তোলে ব্যথিত, বেদনার্ত।

বিদায়ী ২০২০ মহামারী করোনা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে নানা ঘটনার অঘটনের বছর হিসেবে বিশ্ববাসী মনে রাখবে। তারপরও আশার কথা করোনা ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে। মানুষ নতুন করে নিজেকে জয় করছে। বিদায় বছরের বিদায় লগ্নে সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদের প্রত্যাশা করোনামুক্ত বিশ্ব, শান্তিপ্রিয় বিশ্ব। সবাইকে ইরেজী নতুন বছর ২০২১-এর শুভেচ্ছা।

সালতামামি ২০২০

করোনা, যুদ্ধ, বিক্ষোভ ও বিস্ফোরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শেষ হচ্ছে ২০২০ সাল ঘটনাবহুল একটি বছর। যে বছর জুড়ে ছিল প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস মহামারির খবর। যা সারা পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। যন্ত্রণার কারণ হয়েছে অনেক মানুষের জন্য। চীনা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে চীনের হুবেই প্রদেশে প্রথম করোনাভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়ে। হুবেই প্রদেশে উহান শহরের একটি সামুদ্রিক খাবার ও পশুপাখির বাজারের সাথে প্রথম সংক্রমণগুলোর সম্পর্ক আছে। কিন্তু চীনা গবেষকদের এক জরিপ, যা ল্যান্সেট চিকিৎসা সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় এ বছরের গোড়ার দিকে, তাতে বলা হয় করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেশটিতে প্রথম পাওয়া যায় ২০১৯-এর ডিসেম্বরের প্রথম দিকে।

নতুন এই রোগটিকে প্রথমদিকে বিভিন্ন নামে ব্যাখ্যা করা হলেও ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটির আনুষ্ঠানিক নাম দেয় 'করোনা ভাইরাস ডিজিজ ২০১৯'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, কোভিড-১৯। প্রথম দিকে নতুন এই রোগটিকে বিভিন্ন নামে ডাকা হচ্ছিল, যেমন: 'চায়না ভাইরাস', 'করোনাভাইরাস', '২০১৯ এনকভ', 'নতুন ভাইরাস' ও 'রহস্য ভাইরাস' ইত্যাদি। পরে ২০২০ সালের ১১ মার্চ কোভিড-১৯ প্রার্দুভাবকে বিশ্ব মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

শ্বাসতন্ত্র ও ফুসফুস আক্রমণকারী এই ভাইরাস পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কেড়ে নিয়েছে অনেক মানুষের জীবন। অনেক মানুষ শিকার হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক জটিলতার। ২১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত জন্স হপকিন্সের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীব্যাপী এই ভাইরাসে সংক্রমিতের সংখ্যা সাত কোটি ৬৮ লাখ আর মৃতের সংখ্যা ১৭ লাখ।

এ ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে লকডাউন ও বিধিনিষেধের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে। কর্মহীন হয়ে পড়েছে পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষ। বলা হচ্ছে, ১৯৩০ দশকে যে বিশ্ব মহামন্দা পরিস্থিতি (যা গ্রেট ডিপ্রেশন নামে পরিচিত) তৈরি হয়েছিল, তার পর এই প্রথম করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে আবার বড় রকমের ধ্বস নেমেছে। অনেকের ধারণা, মহামারি হয়তো নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে, কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির যে মারাত্মক ক্ষতি এর মধ্যে হয়ে গেছে, তা কাটাতে লেগে যাবে অনেক বছর।

এই রোগের উৎস কোথায়, কখন চীন প্রথম এই রোগ সম্পর্কে জেনেছিল, এই রোগের বিস্তার ঠেকাতে কতটা সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, এই ভাইরাস মানুষের তৈরি নাকি গবেষণাগার থেকে দুর্ঘটনাক্রমে বাইরে চলে এসেছে, এসব নিয়ে সারা বছর ধরে চলেছে নানা জল্পনা, তথ্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া। এসব প্রশ্ন জন্ম দিয়েছে নানা বিতর্কের।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছে করোনার উৎস খুঁজে বের করতে ১০ জন বিজ্ঞানীর একটি আন্তর্জাতিক দল আগামী মাসে (জানুয়ারীতে) চীনের উহান শহর সফর করবেন।

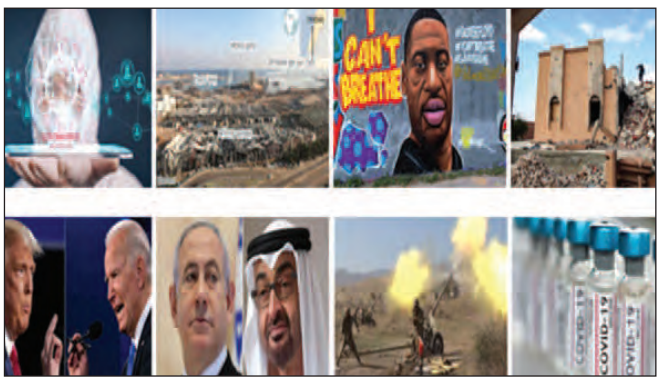
তদন্তকারী দলের একজন জীববিজ্ঞানী সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কারো উপর দোষ চাপানোর উদ্দেশে এই তদন্ত পরিচালনা করছে না, বরং ভবিষ্যত সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করাই তাদের অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, চীনের উহানে গত বছরের ডিসেম্বরে করোনাভাইরাসের আবির্ভাবের পর এ পর্যন্ত এটি অন্তত ১৭ বার মিউটেশনের মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তন করেছে। সম্প্রতি ভাইরাসটির নতুন এবং আরো বেশি সংক্রামক আরেকটি জাত আত্মপ্রকাশ করার পর নতুন করে দেশে দেশে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

বৈরুত বিস্ফোরণ: লেবাননের রাজধানী বৈরুতের বন্দরে ৪ অগাস্ট রাসায়নিক পদার্থের এক গুদামে বিস্ফোরণ ছিল এ শতাব্দীর ভয়াবহতম 'অ-পারমাণবিক' বিস্ফোরণ। বৈরুতের বন্দর এলাকায় অনেক বছর ধরে মজুত রাখা প্রায় দুই হাজার ৭৫০ টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের বিস্ফোরণে নিহত হন দুই শতাধিক মানুষ, আহত হন ছয় হাজারেরও বেশি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায় বিধ্বংসী বিস্ফোরণের ঠিক আগে বন্দরে বিশাল এক শস্যের গুদামে আগুন লাগে। তার ৩০ সেকেন্ড পরেই এক বিশাল ও ভয়াবহ বিস্ফোরণ থেকে প্রথম সৃষ্টি হয় বিশাল আগুনের গোলা, তার পর বাতাসের ঝাপটায় তৈরি হয় ব্যাঙের ছাতার মতো আকারের পানি ও বাষ্পের সাদা মেঘ। তার মুহূর্ত পরই পাক খেয়ে উঠতে থাকে লাল রঙের ধোঁয়ার কুন্ডলি। ওই সাথে শহরের সর্বত্র বিস্ফোরণের ভয়ানক কান ফাটানো তীব্র শব্দ। পুরো ব্যাপারটা ঘটে মাত্র চার সেকেন্ডের মধ্যে।

যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষক দল বলে, ওই বিস্ফোরণের আনুমানিক শক্তি ছিল কমপক্ষে ৫০০ টন টিএনটি বিস্ফোরকের সমান। টিএনটি হচ্ছে যুদ্ধে ব্যবহৃত বোমায় যে বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়- তার সংক্ষিপ্ত নাম। গবেষক দলের ড. স্যাম রিগবি বিবিসিকে বলেন,



"ওই বিস্ফোরণ ছিল যুদ্ধে ব্যবহৃত 'কনভেনশনাল' বা প্রচলিত অস্ত্রের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বড় তার চাইতেও ১০ গুণ বেশি শক্তিশালী।"

জর্জ ফ্লয়েড হত্যা ও ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন: যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে পুলিশ হেফাজেতে এক কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর জের ধরে ২০২০ সালে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন। পুলিশের হেফাজতে থাকার সময় মারা যান ৪৬ বছর বয়সী আফ্রিকান আমেরিকান নাগরিক ফ্লয়েড।

অনলাইনে ভাইরাল হওয়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, প্রায় আট মিনিট ধরে ফ্লয়েডের ঘাড়ের ওপর হাঁটু গেড়ে তাকে চেপে ধরে রেখেছেন ৪৪ বছর বয়সী শ্বেতাঙ্গ সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক শভিন। জর্জ ফ্লয়েড দম নিতে না পেরে হাঁপাচ্ছেন, আর কাতর কণ্ঠে বারবার অনুনয় করছেন, 'প্লিজ, প্লিজ, পিপ্লজ'। ভিডিওটি করেন পথচারী ১৭ বছরের তরুণী ডারনেলা ফ্রেজিয়ার।

ওই হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হন পুলিশ অফিসার ডেরেক শভিন। তাকে আদালতে নেয়ার পর এক মিলিয়ন ডলারের জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। আগামী বছর মার্চে বিচারের শুনানি হবার কথা। ওই সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকা আরো তিনজন পুলিশ কর্মকর্তাকেও বরখাস্ত করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে হত্যায় সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়।

জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। করোনাভাইরাস আতঙ্ক উপেক্ষা করে মানুষ প্রতিবাদ সমাবেশ, মিছিল ও বিক্ষোভে পথে নামে। বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি শহরে জারি করা হয় কারফিউ। যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষিত সামরিক বাহিনী, ন্যাশনাল গার্ডের সৈন্য মোতায়েনের ঘটনাও ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার পর পৃথিবীর নানা প্রান্তে পৌঁছায় এই প্রতিবাদের ঢেউ। জন্ম নেয় বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন- ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার। সমাজ ব্যবস্থা থেকে বর্ণবাদসহ সব ধরণের বৈষম্যের অবসানের দাবি তুলতে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ। এর অনুষঙ্গ হিসেবে বিক্ষোভকারীরা যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক ঐতিহাসিক নেতা বা বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের ভাস্কর্য ভাঙচুর করে কিংবা সেগুলো উপড়ে ফেলে।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন: সারা বছর ধরে বিশ্বের নজর ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে। যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৪ নভেম্বর। যুক্তরাষ্ট্রে ২০২০-সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে ছিল নজির-বিহীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিভাজন, তিক্ততা ও নোংরামি।

ফলাফল ঘোষণার পর্বও ছিল চরম নাটকীয়। ইলেকটোরাল কলেজের ভোটে এগিয়ে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন যখন দাবি করেন তিনি জয়ের পথে রয়েছেন, তখন রিপাবলিকান ট্রাম্প ভোট জালিয়াতি এবং ব্যালট চুরির অভিযোগ এনে দাবি করেন নির্বাচনে তিনিই জয়ী হয়েছেন। প্রচারণার সময়ই ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, নির্বাচনী ফলের ব্যবধান যদি খুব কম হয়, তিনি তার বিজয় ছিনিয়ে নেবার লক্ষ্যে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ আনবেন। কয়েক লাখ বৈধ ব্যালট গণনা বাকি থাকতেই তিনি নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। তার ডেমোক্র্যাট প্রতিপক্ষ জো বাইডেনও বলেন 'প্রতিটি ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত' এই নির্বাচন শেষ হবে না। তিনিও জোর দিয়ে বলেন 'ডেমোক্র্যাটরা জয়ের পথে রয়েছে।'

ইলেকটোরাল কলেজের ভোটে জো বাইডেনের পরবর্তী আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হওয়া নিশ্চিত হয় ১৫ ডিসেম্বর। বাইডেন পান ৩০৬টি ইলেকটোরাল ভোট আর বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পান ২৩২টি।

নির্বাচনের পর থেকেই ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন, ফল নিয়ে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন, আইনি পদক্ষেপসহ বিভিন্নভাবে ফল পাল্টানোর চেষ্টা করেন মামলা করার মাধ্যমে। তবে ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের পর এখনো চুপ করে আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও তিনি এখনো পরাজয় স্বীকার করেননি, বরং নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু তার মামলাগুলো একের পর এক বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের আদালতে খারিজ হয়ে গেছে।

ট্রাম্প শিবির বলছে, তাদের আইনি লড়াই চলতে থাকবে, এবং তারা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবেন- যদিও সুপ্রিম কোর্টে এরকম কোনো আপিল শোনা হবে কিনা এবং তা নির্বাচনী ফল উল্টে দিতে পারবে কিনা- তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ভোটের ফল এখন ওয়াশিংটন ডিসিতে পাঠানো হবে এবং কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর/জানু	২৮	২৯	৩০	৩১	১	২	৩
ফজর	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৫.৫৯	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৭
সূর্যোদয়	৭.১৯	৭.১৮	৭.১৮	৭.২০	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯
জোহর	১১.৫৯	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০
আসর	২.৫৭	২.৫৯	২.৫৯	২.৫৯	২.৫৯	৩.০০	৩.০১
মাগরিব	৪.৩৮	৪.৩৯	৪.৩৯	৪.৩৯	৪.৪০	৪.৪১	৪.৪২
এশা	৬.০০	৬.০১	৬.০১	৬.০১	৬.০১	৬.০২	৬.০৩

আমার দৃষ্টিতে ট্রাম্পের পরাজয়



সামছুল ইসলাম মজনু

সরকার, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল আর জনগণ নিয়েই হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যারা এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত তারা একটা আদর্শ-উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হতে চায়। কারণ এর মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে পাশাপাশি অন্যদেরকে উৎসাহিত করেন। এই রাজনীতি কতগুলো নিয়ম-কানুন মেনে এগিয়ে যায়। উন্নত বিশ্বে এ প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও, তৃতীয় বিশ্বে এই প্রচলন অর্থাৎ রাজনীতির ধারাপাত প্রায়ই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কখনো গণতন্ত্র, কখনো সমাজতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদ অথবা ধর্মীয়ভাবে রাজনীতি পরিচালিত হয়ে আসছে। যদিও এই নিয়ম-নীতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের ধ্যান-ধারণার বালাই নেই। গণতন্ত্রের আবহে একনায়ক তন্ত্র, সমাজতন্ত্রের আবহে স্বৈরতন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি নিত্য ব্যাপার। আমি যেহেতু, সে দিকে যাচ্ছি না অতএব সে ব্যাপারে আলোচনা করবো না।

আমার লেখার প্রতিপাদ্য হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনীতি। আন্তজার্তিক রাজনীতির মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র। অতএব যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি নিয়ে বিশ্বের প্রতিটি দেশ কৌতুহলী। তবে এবারের ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সারা বিশ্বে হৈ হুল্লোড় পড়ে গেছে হবেই না কেন? একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন শুধু আমেরিকানদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশ্বের কাছের তাৎপর্যপূর্ণ কারণ বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রভাব ও ভূমিকা রয়েছে। এই হই-হুল্লোড় অবস্থা আমার জন্মভূমি বাংলাদেশেও পড়েছে। অবাক হয়েছি ওখানের টক-শো, সেমিনার, আলোচনার বেশীরভাগ সময়জুড়ে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। মাঠে ময়দানে মিনিটে মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে এমন রীতিমত চায়ের কাপে ঝড় বয়ে গেছে, প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া সদা ব্যস্ত ছিল ট্রাম্প-বাইডেন নির্বাচন নিয়ে। আমি সব চেয়ে বেশী অবাক হয়েছি যে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবার সাথেই ভালো-মন্দ নিয়ে আলাপ করেছি তার বেশীরভাগই ছিল ২০২০ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে, আরও আশ্চর্য হয়েছি কিছু কিছু বন্ধুরা যারা কখনই আমাদেরকে কল দেয়নি, তারাও কল দিয়ে ট্রাম্প-বাইডেন এর মধ্যে কে জয়ী হবেন তা জানতে চেয়েছে? ৫

সই কিশোর বয়স থেকে সংগঠন, রাজনীতি নিয়ে সরাসরি যুক্ত ছিলাম। এমনকি এবিষয়ে পড়ালেখা করেছি কিন্ত ষাটোর্ধ্ব বয়সে এসে এলোমোলো রাজনীতির জোন ধারাপাতে নিজেকে মিলাতে পারিনি, আদর্শ-উদ্দেশ্য সবই তালগোল পাকানো রাজনীতি যেন অসুস্থতার আখড়া। এ রাজনীতি উল্টো পথে চলছে, সেটাই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনা, নিজেকে বেমানান মনে হয়, যেখানে উন্নত বিশ্বের ঝান্ডাধারী যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাই না, চেষ্টা করি এড়িয়ে চলার স্বাভাবিক আলোচনা এবং সরাসরি অংশগ্রহণ দুটোই ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি শুধু স্থানীয় নয়, আর্ন্তজাতিক রাজনীতিতে তার রয়েছে প্রভাব, এটা নিয়ে চর্চা করার মত সময়-সুযোগ হয় না, বিধায় যথাযথ এড়িয়ে চলি। তবে এবার ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দু/তিনটা আলোচনায় অংশগ্রহণ ছিল যৎসামান্য। শোষণহীন সমাজ, ন্যায়বিচার সমঅধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি আলোচনা খুব সুন্দরভাবে বলা যায়। বইয়ের পাতায় দিস্তা দিস্তা পাতা ভরা যায়, কিন্ত বাস্তবতা খুব কঠিন, মাঠে সরাসরি রাজনীতি আর বইয়ের রাজনীতি একটা আরেকটার বিকল্প নয় একটা আরেকটার আবশ্যাম্ভাবী আর এতে তাই নাই করে নিজেকে জাহির চর্চা থেকে বিরত থাকি এবং আমার রাজনীতিতে নিজেকে গুটিয়ে রাখি, আর এতে যদি মনে হয় অজ্ঞতা, তারই ভিন্নমত পোষণ করেই আজকের এই লিখা। এবারের ২০২০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু প্রার্থী থাকলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতা হয় জো-বাইডেন ও ডোনাল্ট ট্রাম্প এর মধ্যে। রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে থাকলেও ২০১৬ সালের নির্বাচনের চেয়ে এক কোটির বেশি ভোট পেয়েও পরাজিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী হিলারী ক্লিনটন পপুলার ভোট বেশি পেয়েও ইলেক্টোরাল ভোট কম হওয়াতে নির্বাচনে হেরে যান। সেখানে জো-বাইডেন পপুলার ভোট এবং ইলেক্টোরাল ভোট দু' জায়গায়ই বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৬ সারের নির্বাচন থেকে বেশি ভোট পাওয়াতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোট জালিয়াতির কথা বলে পরাজয় স্বীকার করতে সময় নিচ্ছেন। পপুলার ভোট এবং ইলেক্টোরাল ভোট দু' জায়গাতেই হেরে যাওয়াতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নির্বাচনী ফলাফলকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন একথা বলার অবকাশ নেই। তাকে পরাজয় মেনে নিতে হবে। আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের এ হার মানা, না মানা এবং হেরে যাওয়ার কারণগুলোই সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করব।



আপাদমস্তক জাদরেল ব্যবসায়ী যে নাকি আবাসন ব্যবসার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে ব্যবসায়ী হিসেবে বিশ্বের সেরা ধনীদের কাতারে নিজের নাম লিখেন। যে ভাবে সফল ব্যবসায়ী, ঠিক সেভাবে সফল রাষ্ট্র নায়কের খাতায় নিজের নাম লিখার জন্য ২০১৬ সালের আগেও চেষ্টা করেছেন। তখন ব্যর্থ হলেও ২০১৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজে সফল হন। নির্বাচনে তার শুরুটাই ছিল বির্তকিত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতির কারণেই ২০১৬ সালে উৎড়ে গেছেন। সাধারণত দুই একটা ব্যতিক্রম ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম দফায় নির্বাচিত হলে দ্বিতীয় দফায় জয় পাওয়া সহজ হয় যাতে করে অনেকেই দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হন। ডোনাল্ড ট্রাম্প কেন দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হতে পারলেন না। সেটাই আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। ট্রাম্পের পরাজয়ের ব্যাপারে বিশ্লেষন করে বলব ট্রাম্প তার জায়গা থেকে জয়ী হয়েছেন, তার পরাজয় তথা ডানপন্থি ঝান্ডাধারীর পরাজয় হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্ত সেই পোস্টের কাছাকাছি চলে গেছেন, চেষ্টা করেছেন পুজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ধরে রাখায় সেখানে ট্রাম্প জয়ী হয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্রায় ৪৭ শতাংশ ভোট মানে সাত কোটি ত্রিশ লাখ লোককে তিনি তার পতাকা তুলে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এই ফলাফল দেখে এটা মনে করার কারণ নেই যে ট্রাম্পকে আমেরিকানরা প্রত্যাখান করেছে। ডানপন্থা চিন্তা ধারার সমর্থন করলেও তার হার ছিল যৎসামান্য।

যুক্তরাষ্টকে বলা হয় অভিবাসীর দেশ, আর ডোনাল্ড ট্রাম্প তার যাত্রার শুরুতেই অভিবাসী বিরোধী নীতি হাতে নেন। আর এই অভিবাসীরাই তাকে প্রত্যাখান করেছেন। এক দুই প্রজন্ম অভিবাসীর তকমা থাকলেও পরবর্তী প্রজন্ম জন্মগত অধিকার নিয়ে এগিয়ে যায়, আমরা দেখেছি অভিবাসী অঞ্চলগুলোতে ট্রাম্প পরাজিত হয়েছেন বেশি। ''ব্লাক লাইভ মেটারস'' আনোদালনের কারণে ধরে নেওয়া যায় সংখ্যালুগুরা ট্রাম্পকে (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

হানি সিডনি ফানি সিডনি



হাবিব রহমান

অস্ট্রেলিয়ার ছয়টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানী সিডনি সবচেয়ে প্রাচীন, বৃহত্তম এবং ব্যস্ত শহর। এটি পৃথিবীর সুন্দর শহরগুলোর মধ্যে একটি। শহরটি প্রশান্ত মহাসাগরের কুল ঘেঁষে গড়ে উঠায় এর যে কোন স্থান থেকে সাগরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। শহরের বিভিন্ন অংশে প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন অংশ খাঁড়ির মধ্য দিয়ে শহরে ঢুকে পড়েছে। শহরের প্রায় ২০ কালোমিটার জুড়ে রয়েছে কমপক্ষে ৩০টি সৈকত।

গতকাল দুপুরের পর সিডনি এসে স্থানীয় একজন বাংলাদেশীকে নিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়িয়েছি। অফিসিয়ালি সিডনি ট্যুর আজ থেকে। এজন্য অনেকগুলো গাইডেড ট্যুর বুকিং করে এসেছি নিউইয়র্ক থেকে। এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমার সিডনির বিখ্যাত অপেরা হাউজ ট্যুর।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৮ টায় গাইড এসে তুলে নিল আমার আবাসস্থল সিডনি হিলটন হোটেলের লবি থেকে। ১৪ সিটের একটি লাক্সারি মার্সিডিজ হাইটপ ভ্যান। যে কয়েকটা সিট খালি ছিলো আমাদের হোটেল থেকে উঠা টুরিস্ট দিয়ে তা ভরে গেলো। গাড়ী ছুটে চল্লো সিডনি অপেরা হাউজের দিকে।

সিডনি শহরের রাস্তাগুলো সুপ্রশস্ত। পথচারীরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে জেব্রাক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপার হচ্ছে। কোন রিক্সা বা স্কুটার জাতীয় যানবাহন চোখে পড়লোনা। ট্যাক্সি এবং বাস চলছে রাস্তায়। রাস্তাগুলোর নামকরণ বৃটিশ স্টাইলে বৃটিশ ব্যক্তিদের নামে। অবশ্য বলা যায় দেশটি গোড়াপত্তন বৃটিশদের হাতেই। জেমস কুক নামে এক নাবিকআঠার শতকের শেষভাগে ভাগ্যান্বেষনে এখানে পা রাখেন। তারপর জাহাজ ভরে এখানে পাঠানো হলো কিছু অপরাধি। ক্রমশ আদিবাসীদের কাঁছ থেকে পুরো দ্বীপ দেশটি কেড়ে নিলো তারা। এরপর এখানে ক্রমশ ভীড় করতে লাগলো সারা বিশ্বের উচ্চাভিলাষী কিছু মানুষ। বলা যায় এভাবেই উদ্বাস্তুরাই দখল করে নিলো দেশটি।



গাইড তার দিকে সকলের দৃস্টি আকর্ষন করলো। কিছু তথ্য জানালো সিডনি শহর সম্পর্কে। বললো- ক্ষেত্রফলের হিসেবে সিডনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহরগুলোর একটি। সিডনি শহরের ক্ষেত্রফল ১৫৮০ বর্গকিলোমিটার। লন্ডন শহরের প্রায় সমান। আর নিউইয়র্ক শহরের দ্বিগুণ। নিউইয়র্ক শহরের ক্ষেত্রফল ৭৮০ বর্গকিলোমিটার। আমস্টার্ডাম শহরের ক্ষেত্রফল মাত্র ১৬৭ বর্গকিলোমিটার আর বিখ্যাত প্যারিসের মাত্র ১০৫ বর্গকিলোমিটার। সে তুলনায় সিডনি জায়ান্ট সিটি। এই শহরে মাত্র সাড়ে পঁয়ত্রিশ লাখ মানুষ বাস করে। সরকারি হিসাব মতে এখানে সাড়ে চৌদ্দ লাখ বাসা আছে। অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ঘনবসতি হলো সিডনিতে। তারপরও দেখা যাচ্ছে টোকিওর একজন বাসিন্দার চেয়ে ছয়গুণ বেশি জায়গা নিয়ে থাকে একজন সিডনিবাসী। সিডনি শহরে যারা থাকে তাদের প্রায় অর্ধেকেরই বয়স ২০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে। সিডনি যুবকদের শহর। সিডনি শহরে নাকি ১৮০টি দেশের নাগরিক বাস করে। ১৪০টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে তারা। আর এজন্যই কালচারাল মেলটিং পট বলা হয় সিডনিকে।

গাইড তার বক্তৃতা শেষ করলো। বললো- নামতে হবে গাড়ী থেকে। সামনে চেয়ে দেখলাম বিশ্বের অন্যতম নির্মান শৈলী সিডনি অপেরা হাউজ আমার সামনে। অসাধারণ স্থাপত্যে নির্মিত অপেরা হাউজটি দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিলো পানির উপর কয়েকটি সাদা নৌকার পাল ভাসছে। গাইড আমাদের অপেরা হাউজের বাইরে দাঁড় করিয়ে চলে গেলো টিকিট আনতে।

একটু পরই টিকিট নিয়ে ফিরে আসলোসে। বললো- অপেরা হাউজের ভেতরে ট্যুরটা শুরু হবে আরো আধা ঘন্টা পর। এটা তাদের নিজস্ব গাইডেড ট্যুর। আমাদের গাইড সাথে থাকবে বটে। তবে ট্যুর নিয়ন্ত্রণ করবে এদের নিজস্ব গাইড। তাঁরাই সাথে নিয়ে ঘুরে দেখাবে। ভেতরের ট্যুর শেষ হলে আমাদের গাউড হারবার ব্রীজ সহ অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখাবে। হাতে থাকা স্বল্প সময়টা কাজে লাগানো গাইড। শুরু হলো এর বর্ণনা। পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর স্থাপত্য সিডনি অপেরার অবস্থান বন্দরের বেনেলং পয়েন্টে। এটি মহাসাগরের একপ্রান্তে তৈরি করা হয়েছে যা দেখতে অনেকটা উপত্যকার মতো। ১৯৫৬ সালে অপেরা হাউজটি নির্মাণের জন্য নকশা আহ্বান করা হয়। সারা বিশ্ব থেকে ২৩৩টি নকশা জমা পড়ে। এ নকশাগুলোর মধ্য থেকে সুইডেনের স্থতি জন অ্যাডজেনের জিজাইনটি চূড়ান্ত হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫৯ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯৭৩ সালে। প্রায় ১০ হাজার কর্মী এর নির্মাণে অংশ নেন। ১.৬২ হেক্টর জায়গার উপর নির্মিত অপেরা হাউজটি লম্বায় ১৮৩ মিটার এবং প্রসঙ্গে ১২০ মিটার। উচ্চতা ৬৫ মিটার যা প্রায় ২৩ তলার সমান। অপেরা হাউজের ভেতরের অংশে রয়েছে ১০০০টি কক্ষ ২৬৯০ টি আসন সহ একটি কনসার্ট হল, পাঁচটি ড্রামা থিয়েটার এবং ৩৯৮ সিটের প্লে হাউজ এবং ৪০০ লোক কাজ করার মত স্টুডিও। কনফিগারেশন পরিবর্তন করে এইসব হলের আয়তন ও সিট ক্যাপাসিটি বাড়ানো বা কমানো যায়। প্রতিবছর প্রায় ৮০ লাখ মানুষ এই অপেরা হাউজটি পরিদর্শনে আসেন। অপেরা হাউজের ছাদ তৈরিতে ১০ লাখ টাইলস ব্যবহার করা হয়। এর নির্মাণ বাবদ খরচ হয় ১০ কোটি ২০ লাখ ডলার। ১৯৭৫ সালের ২০ অক্টোবর রানী এলিজাবেথ অপেরা হাউজটি উদ্বোধন করেন। ২০০৭ সালে ইউনেস্কো এই স্থাপনাটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্ট এর তালিকাভুক্ত করে।

একটু পর অপেরা হাউজের নিজস্ব গাইড এসে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলো। আমরা ছাড়াও এই গ্রুপে অন্য দেশ থেকে আসা কয়েকজন পুরুষ মহিলা ছিলো। একটা রুম পেরিয়ে যাবার সময়ে রুমের কার্যক্রমের বর্ননা দিচ্ছিলো গাইড। তিনি জানান, সিডনি অপেরা হাউজটি এখন সিডনির সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনের মঞ্চ নাটক বা দুনিয়াখ্যাত শিল্পীদের স্টেজ শো'র পাশাপাশি নববর্ষের প্রথম প্রহর উদযাপনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে সিডনির বেনেলং পয়েন্ট। এখানেই রয়েছে হারবার ব্রিজ। পুরো এলাকায় আলোকসজ্জার পাশাপাশি লেজার শো'র আয়োজন করা হয়। চীনা চন্দ্রবর্ষ উদযাপনেও এখানে লেজার শো'র আয়োজন করা হয়। এসবের পাশাপাশি সিডনির সবচেয়ে উপাদেয় খাবারও পাওয়া যায় এখানকার রেস্টুরেন্টে। সিডনির সবচেয়ে নামী শেফরাই এখানে খাবার তৈরী করেন। এখানকার অপেরা কিচেনে রয়েছে মোট ৬০টি ডিশ।

বেনেলং পয়েন্টে নৌবন্দরের পাশে বসে খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। নদীর পারে অপেরা হাউজের চারদিকেই আছে এই রেস্টুরেন্ট। হালকা খাবার, কফি, মিস্টান্ন সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে সেখানে।

অপেরা হাউজের ভেতরটা ঘুরে দেখে আমরা বাইরে এলাম। আজকের মত ট্যুর এখানেই শেষ। কাল সকাল থেকে আবার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাবে গাইড। আমাদের গন্তব্য স্থল সিডনি হোটেল খুব দূরে নয়। তাই গাইডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম হোটেলের দিকে।

লেখক: সাংবাদিক, সিইও বাংলা ট্যুর।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ: স্বাধীনতা ও অগ্রগতির ৫০ বছর

মো. নাজমুস সাকিব খান

ভাবুন এমন এক বিশ্বের কথা, যেখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা অত্যন্ত উচ্চমানের জীবন যাপন করছে এবং রাস্তার একেবারে বিপরীত কোণে রয়েছে এক দরিদ্র বাঙালী শিশু, যার বাবা-মাকে পাকিস্তান সেনারা নির্মমভাবে খুন করেছে- সে একমুঠো ভাতের জন্য লড়াই করছে। ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত এটাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের চিত্র। পশ্চিম পাকিস্তান ২৪ বছরের শাসনব্যবস্থায় বাঙালীদের জন্য ব্যাপক বৈষম্য তৈরি করে; সম্পদের বরাদ্দ এবং বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই বৈষম্য করে পাকিস্তানী শাসকরা।

এমনকি আজও বাংলাদেশে বৈষম্যের উপস্থিতি দৃশ্যমান। এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যা ধনী ব্যক্তিদের বৈষম্যমূলক আচরণ করতে শেখায় এবং দরিদ্ররা সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অভিজাতদের জীবনধারার সঙ্গে মিশতে পারে না। তবে বিশ্বকে বাংলাদেশ সর্বকালের অন্যতম সেরা অর্থনৈতিক উদ্ভাবন উপহার দিয়েছে। সেটি হলো ক্ষুদ্র ঋণ। এটি সারা বিশ্বজুড়ে আর্থিক সক্ষমতা বাড়িয়ে লাখ লাখ পরিবারকে উন্নত জীবনের ছোঁয়া পেতে সহায়তা করেছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তার 'দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ' গ্রন্থে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ কিভাবে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল তা পাঠকদের জন্য বাস্তবিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন তিনি। গ্রন্থটিতে বিশ্বব্যাপী সমস্যার শিকড় খুঁজে পেতে অর্থনীতিতে খাদ্যপ্রাপ্যতার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা হয়। তবে এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার গর্বের সঙ্গে ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে জায়গা দিয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে একটি অনুকরণীয় কীর্তি উপস্থাপন করছে। বাংলাদেশে খাদ্য অভাবের অস্তিত্ব নেই। সবার জন্য শিক্ষার অধিকার জাতীয় এজেন্ডা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষতার হার এবং মাথাপিছু খাদ্য তৈরির হারে প্রসার ঘটেছে। পিপিপির ভিত্তিতে এই গ্রহের ৪৩তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে দেখিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।

গ্রামকেন্দ্রিক ঋণদান নীতি গ্রামীণ বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সহায়তা করার জন্য জরুরি। মাইক্রোক্রেডিট এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা এখন ছোট বা মাঝারি ধরনের ব্যবসা শুরু করার জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে পারছে। এই আর্থিক প্রকল্পগুলো প্রাথমিকভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষকে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনন্য দক্ষতা এবং প্রতিভা ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে সরকার।



২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি মাথাপিছু ৩২২ ডলারে উন্নীত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে আইএমএফ, যেখানে পাকিস্তান তার বর্তমান অবস্থা থেকে অর্ধেকেরও বেশি উন্নতি করতে পারবে। আইএমএফের এমন তথ্য বলছে, যে গড় বাংলাদেশী নাগরিকরা পাকিস্তানীদের তুলনায় বেশি ধনী। বাংলাদেশের মাথাপিছু ঋণ (৪৩৪ ডলার) পাকিস্তানের (৯৭৪ ডলার) তুলনায় অনেক কম। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরপরই পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করে। তবে ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের পর থেকে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে। বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যায়। ২০০৪ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত স্বল্প প্রসারিত হয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি পাকিস্তানের তুলনায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বেড়েছে। ২০১২ সালে বাংলাদেশের মোট সঞ্চয় (জিডিপির%) ছিল ৩৯ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ২০১২ সালে পাকিস্তানের ছিল ২০ দশমিক চার শতাংশ। আর ২০১৩ সালে পাকিস্তানের মোট সঞ্চয় ছিল ২০ দশমিক আট শতাংশ। এটি যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রত্যাশা করা যেতে পারে যে ৪২তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ থেকে বাংলাদেশ ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হবে।

২০১৭ সালের মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই) অনুসারে, বাংলাদেশের মান প্রায় শূন্য দশমিক ৬০৮-এর কাছাকাছি ছিল। আর ২০১৮ সালের পাকিস্তানের এইচডিআই মান ছিল শূন্য দশমিক ৫৬০, যা দেশকে মাঝারি মানব উন্নয়ন বিভাগে রেখেছে। সে অনুসারে ১৮৯ দেশ ও অঞ্চলগুলোর মধ্যে ১৫২ নম্বরে অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান।

বিদেশি সহায়তার ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা কমেছে। ১৯৭২ সালে ৮৮ শতাংশ ছিল। সেখানে থেকে ২০১০ সালে মাত্র ২ শতাংশ কমেছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের গঠনের পর থেকে আফগানিস্তানের রাজনীতিতে এবং পার্সিয়ান উপসাগরের ঘনিষ্ঠতার কারণে বিদেশি সহায়তার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করছে দেশটি।

পদ্মা বহুমুখী সেতুর সফল অগ্রগতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে বাংলাদেশ তার প্রাসঙ্গিকতার এক নতুন অর্থ জাগিয়ে তুলেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বকে দেখিয়েছে তার সক্ষমতা। বিদেশি সংস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন ছাড়াই মেগা অর্থনৈতিক প্রকল্প চালু করার ক্ষমতা রয়েছে বাংলাদেশের- সেটাও দেখিয়েছে। বাংলাদেশের দুর্বল প্রশাসন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিষয়টি সাধারণ। তবে পাকিস্তানে যতটা অগোছালো ততটা নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সন্ত্রাসবাদী হুমকির মূলোৎপাটন করার জন্য সরকার স্পষ্টভাবে কাজ করেছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার ক্ষেত্রে পাকিস্তান একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র। সেই সঙ্গে দেশটিতে শান্তি ও সহনশীলতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত শোচনীয় পরিস্থিতি দেখা গেছে। বাংলাদেশ নিজেকে ধর্মীয় সহনশীলতা এবং শান্তির আদর্শ উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল বিএনপি জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার কারণে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। জামায়াতের রাজনীতি এবং সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গত কয়েক দশকে দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। এ ছাড়া একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের সদস্যরা যে গণহত্যা চালিয়েছিল, তা ছিল একেবারে নির্মম। 'ইসলাম' একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম, এবং একাত্তরে জামায়াত যে প্রচেষ্টা ও কাজ করেছিল তা ইসলামের মূল্যবোধের মধ্যে পড়ে না। বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত পাকিস্তানের।

কোনোভাবেই এটা অস্বীকার করার মতো বিষয় নয় যে, ১৯৭১ সালে তৈরি করা ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য বাংলাদেশের কাছে ইসলামাবাদের নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এই ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারটি এখনও হতে পারে। আর এটি হতে পারে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পারিক সমঝোতার মাধ্যমে।

এই ৪৯ বছরে এসে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বাংলাদেশের পথচলা ছিল সুন্দর। আমরা অবশ্যই আশাবাদী হতে পারি, বাংলাদেশ তার 'গন্তব্য' বা উন্নয়নমূলক গতিতে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। সুন্দর যাত্রার মতোই দেশ ধারণ কারবে তার সুন্দর রূপ।

নিবন্ধটি পিস ফর এশিয়ায় প্রকাশিত (সংক্ষেপিত)

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

আমার দৃষ্টিতে ট্রাম্পের পরাজয়

(৫ পাতার পর)

প্রত্যাখান করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেখানেও ট্রাম্প ৩৮ শতাংশ অর্থাৎ গতবারের চেয়েও ৭ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, কর ফাঁকি দেওয়া। বলা হয়ে থাকে আমেরিকায় দুটি শক্তিশালী বিভাগের একটি কর বিভাগ, এখানেও আইনের ফাঁক-ফোকর বের করে সরকারি কর ফাঁকি দিয়েছেন। এ বিষয়ে যখন আলাপ-আলোচনা হয় তখন বিভাগীয় লোকজনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য দেখিয়েছেন যা অনেকে ভালো ভাবে নেয়নি। তাছাড়াও সরকারী করের সাথে বেতনের কর সংগ্রহ করা হয় যা নাকি সোসাল সিকিউরিটি ফান্ডের উৎস, সেটা বন্ধ করার চেষ্টা সেটা জনমনে সংশয় দেখা যায়। বেটার সিটিজেন বেটার লাইফ এর সাথে সোসাল সিকিউরিটি অঙ্গা-অঙ্গি ভাবে জড়িত। মহামারি করোনা নিয়ে উপহাস, চায়না ভাইরাস বলে তাচ্ছিল্য করা, মহামারী করোনা কালে স্বাস্থ্যবিধিত না মানা, তার ওপর এবিষয়ে যারা বিশারদ বিশেষ করে ডা. ফাডার্স, ডা. ডেব্রো সহ সংশ্লিষ্টদের ইডিয়েট বলে গালাগাল দিয়েছেন। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় তার কামখেয়ালী আচরণের কারনে অনেক আমেরিকান নাগরিক তার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। বিশেষ করে যে সকল পরিবার করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন । সীমাহীন নির্লজ্জ হীনতার আশ্রয় নেয়া স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অবজ্ঞা করে তাদের উপদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখান যা অনেক নাগরিকই ভালো ভাবে নেয়নি। রাজনীতিতে ধনী-গরিব, মেধাবী-অর্ধশিক্ষিত সবার অংশগ্রহণ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু কোন নেতা বা নেতৃত্বকে নিয়ে কটাক্ষ করা, বিদ্রুপ করা সাধারণ জনগোষ্ঠী ভালোভাবে নেয় না, ট্রাম্প তার নির্বাচনী সভাগুলোতে খোলাখুলিভাবে কোন রাখঢাক ছাড়া জন-প্রিয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কটূক্তি করেছেন। প্রবীণ রাজনীতিক সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স, আলেকজেন্দ্রিয় ওকাসিও, ন্যন্সি পলিসিব-এর মত জনপ্রিয় ডেমোক্র্যাটদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যর দৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক নেতা বানিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা, তাদেও নিয়ে হর-হামসা তির্যক মন্তব্য এটাও আমেরিকানরা ভালোভাবে নেয়নি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালনা না করে ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালান। রাষ্ট্র এবং ব্যবসা দুটো ভিন্ন জিনিস এটা হয়ত ভুলে গেছেন, নয়ত অবজ্ঞা করেছেন। বিচারক নিয়োগ দিয়ে সেখানে অনৈতিক কাজ করার প্রয়াস চালান যা নাকি তৃতীয় বিশ্বের দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতারা করেন, সেরকম আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা যা সত্যি দুঃখজনক। ফলশ্রুতিতে একজন বিচারক ট্রাম্পকে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সাথে তুলনা করেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করে তার আধিপত্য বজায় রাখতে। এই আন্তর্জাতিকীকরণ করতে গিয়ে কিছু কিছু স্পর্শকাতর বিষয় তিনি সামনে নিয়ে এসেছেন যা বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ থাকলেই দম্ভ করে ইটকারী সিদ্ধান্ত নেন। এতে করে কিছু বন্ধু রাষ্ট্র ক্ষেপে যায়, যেমন পরিবেশ খাত, স্বাস্থ্য খাত বরাদ্দের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তকে অনেক আমেরিকান ভালো চোখে দেখেননি।

সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব প্রেসিডেন্টের কথা বার্তা মার্জিত স্বভাবের। রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার পরও তার ভদ্র চরিত্র মার্জিত, রাষ্ট্রনায়কচিত ব্যবহার আরো বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যতিক্রম, অন্যদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী জো-বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে তাকে স্তরে স্তরে নিজ যোগ্যতায় এগিয়ে এসেছেন। তৃনমূল থেকে উঠে আসা বাইডেনের রয়েছে অগাধ অভিজ্ঞতা। খুব সাধারণ পরিবারে জন্ম নেয়া বাইডেনকে অনুমানের অধিনে (আন্ডার এষ্টিমেট) করা,ট্রাম্প সেটাই করেছেন। দলীয়ভাবে নির্বাচন না হয়ে, এককভাবে হলে তবে বাইডেন আরো বেশি ভোট পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম রাষ্ট্রপ্রধান জো-বাইডেনকে অভিনন্দন, সাথে সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি এই আহ্বান। রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবিলা করার মানসিকতা নিয়ে ২০২৪ সালের মনোনয়ন চাইলেই হয়ত প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক হবে, এটাই আশা করি। যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ জীবি হোক, গণতন্ত্রের জয় হোক।

লেখক: প্রাক্তন সহ সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

মহামারীতে মহাসংকটে দেশের

(৯ পাতার পর)

নিট বিক্রি সাড়ে ১৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তবে এই সময়ে প্রবাসী আয় ১০ দশমিক ৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি আশার আলো জুগিয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতি পরিস্থিতি: কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে মন্দা বিরাজ করছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা আইএমএফ পূর্বাভাসে বলেছে, বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশ হবে। বিশ্বব্যাংক বলেছে, জ্বালানি মূল্যের দাম কমে যাওয়ায় দুনিয়াজুড়ে ২০ শতাংশ রেমিটেন্স আয় কমবে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বলেছে, করোনার কারণে ১৩ থেকে ২০ শতাংশ হ্রাস পাবে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে, কোভিড-১৯ এর কারণে ১৯ কোটি ৫০ লাখ লোক চাকরি হারাবে। এছাড়া উন্নত এবং উন্নয়নশীলসহ বিশ্বব্যাপী বিদেশি বিনিয়োগ ৫ থেকে ১৫ শতাংশ কমবে বলে আঙ্কটাড হিসাব দিয়েছে।

সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ: নতুন অর্থবছরে অর্থনীতিতে গতি ফিরিয়ে আনতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন ও দ্রুত টিকা বিতরণ হচ্ছে অর্থনীতি খাতে প্রধান চ্যালেঞ্জ। আর এসব অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে। যদিও বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি নিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলো যে পূর্বাভাস দেয়, তার সঙ্গে সরকারের প্রাক্কলনের বড় ধরনের ফারাক রয়েছে। বিশ্বব্যাংক বলছে, করোনার প্রভাবে চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি হতে পারে ২ শতাংশের নিচে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতে, প্রবৃদ্ধি হবে ৪ শতাংশের কাছাকাছি। আরেক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) অবশ্য বলছে, প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬.৮ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ও বিআইডিএস'র সাবেক ডিজি এমকে মুজেরী বলেন, চলতি বছর করোনার বিরূপ প্রভাব ছিল অর্থনীতিজুড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের নেয়া পদক্ষেপে অনেকটা রক্ষা হয়েছে। ভারতের জিডিপি অনেক হ্রাস পেলেও দেশের প্রবৃদ্ধি সেভাবে কমেনি। করোনা না থাকলে অর্থনীতি আরও ভালো হতো। এখন ভ্যাকসিন এসেছে অনেক দেশে। যত দ্রুত এনে মানুষকে সুরক্ষা দেয়া যাবে অর্থনীতি সেভাবে দ্রুত পুনরুদ্ধার হবে এবং সেটিই হবে অর্থনীতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এতে স্বাভাবিক উন্নয়নের গতিধারাও ফিরবে। এদিকে এখন সরকারকে নজর দিতে হবে। মূল লক্ষ্য থাকতে হবে পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিকে আগামী বছর পূরণ করতে হবে।

এদিকে আরও যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের আস্থাহীনতা দূর, মনিটরিং ব্যবস্থা চালু ও বিলম্বে বাস্তবায়নের কারণ শনাক্ত, রফতানি খাতে নজর ও শ্রমিকদের সহায়তা দেয়া। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাকে (এসএমই) আরও সহায়তা দেয়া, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্যাকেজের সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা, করোনায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ঋণের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত, নতুন গরিবসহ দরিদ্র মানুষকে সহায়তা করতে দেশব্যাপী ওএমএস কর্মসূচি চালু, কৃষিতে আগ্রহ বাড়াতে ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা ও প্যাকেজ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরও সহজ করা।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ



অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চাকার, টিটি মুরগী ও রাজা মোরগ, বাদি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49lb
লাইভ বাফেলো $3.49lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99lb
দেশী রুই $1.79lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49lb
Porgy $1.49lb
লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ
স্পেশাল
রেশমী বাসমতি রাইস $17.99
আমিন বাসমতি রাইস $17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস $9.99
ডোনার বাসমতি রাইস $18.99
বাহার বাসমতি রাইস $13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস $12.99
কচুর লতি (৩ প্যাক) $4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ $4.99
১ ডজন ডিম .99c
আয়োডাইজড সল্ট (২টি) .99c
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ফিরে দেখা ২০২০

মহামারীতে মহাসংকটে দেশের অর্থনীতি

মিজান চৌধুরী

২০২০ সালের শুরুটা ভালোই ছিল। অর্থনীতির সবগুলো সূচক উর্ধ্বমুখী ছিল। এ পরিস্থিতিতে প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ২ শতাংশ অর্জন হবে এমনটি প্রত্যাশা ছিল সরকারের। কিন্তু মার্চ থেকে শুরু হয় করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ৬৬ দিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন সরকার। এতে বড় ধরনের ধস নামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উৎপাদনে। ধস নামে আমদানি ও রফতানি এবং রাজস্ব আহরণে। ফলে শেষ পর্যন্ড় গেল অর্থবছরের শেষ তিন মাস (এপ্রিল-জুন) এই বিপর্যয়ের কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়নি। অর্থবছর শেষে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ। যা ২০০৮ সালের পর জিডিপিতে এত বড় আঘাত আর আসেনি। কিন্তু এবার কোভিড-১৯'র অতিমারিতে অর্থনীতির বিপর্যয়ে বিশ্ব প্লাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশও।



এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনার কারণে রফতানি পণ্যের অর্ডার বাতিল হয়। এতে রফতানি আয়ে বিরূপ প্রভাব পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদন হ্রাসের কারণে ধস নামে রাজস্ব আহরণে। অপরদিকে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় এ বছর স্বাস্থ্য খাতসহ বিভিন্ন খাতে সরকারের অস্বাভাবিক ব্যয় বেড়েছে। আয় ও ব্যয়ের এই ভারসাম্যহীনতার প্রভাব পড়েছে অর্থনীতির ওপর। এই ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার ঋণনির্ভর হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ব্যাংক ও সঞ্চয়পত্র থেকে অনেক বেশি মাত্রায় ঋণ নিয়েছে সরকার।

এদিকে করোনায় অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকার ১ লাখ ২১ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। ২১টি প্যাকেজের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত সব খাতকে ঋণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। অক্টোবর পর্যন্ত এসব প্যাকেজের আওতায় ৫৪ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তবে ডিসেম্বর শেষ নাগাদ এটি ৬০ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন। তবে অনেক উদ্যোক্তা মনে করছেন এই প্যাকেজ বাস্তবায়ন আরও দ্রুত করা দরকার।

আলাদা বসা দরকার। কেন মানছে না সেটি জানতে হবে। অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে প্যাকেজ দ্রুত বাস্তবায়ন দরকার।

এদিকে প্রণোদনা প্যাকেজসহ নানা উদ্যোগে অক্টোবর থেকে অর্থনীতির গতি কিছুটা ফিরতে থাকে। তবে রাজস্ব আহরণেও তেমন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে নভেম্বর থেকে করোনার দ্বিতীয় ধাক্কা শুরু হয়েছে। যা আবারও একটি অনিশ্চিত পরিবেশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বিজিএমইএ'র প্রেসিডেন্ট ড. রুবানা হক একই সুরে বলেন, আরও একটি করোনা ধাক্কা এগিয়ে আসছে। এ নিয়ে শঙ্কিত তৈরি পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তারা। ইতোমধ্যে ইউএস, জার্মান, জাপান, ইতালি, কানাডা, স্পেনে রফতানি কমেছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে রফতানি আয়ের বড় খাত পোশাক শিল্পের ওপর।

চাপের মুখে সামষ্টিক অর্থনীতি: করোনার কারণে বছরজুড়ে চাপের মুখে রয়েছে সামষ্টিক অর্থনীতি। যে কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রফতানি আয় ১৬ দশমিক ৯ শতাংশ, আমদানি ব্যয় কমেছে ৮ দশমিক ৬ শতাংশ। এই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত রফতানি প্রবৃদ্ধি কমেছে ৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ। আয় কমেছে বৈদেশিক মুদ্রায় ২২৮ কোটি ইউএস ডলার। পাশাপাশি অর্থবছরের পাঁচ মাসে বিভিন্ন পণ্য আমদানিতে মোট ২২২০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে বাংলাদেশ। গত বছর একই সময়ে ব্যয় হয় ২ হাজার ৩৪৩ কোটি ডলার। করোনায় আমদানি ব্যয় কমেছে ১২৩ কোটি ডলার।

এদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে মোট রাজস্ব আহরণ কমছে ২৫ হাজার ৮৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে আমদানি ও রফতানি খাতে রাজস্ব কমেছে ১০ হাজার ৫৮৪ কোটি টাকা, স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট খাতে আয় কমেছে ৯ হাজার ৮২ কোটি টাকা এবং আয় ও ভ্রমণ কর খাতে কমেছে ৬ হাজার ২৩৬ কোটি টাকা।

একদিকে রফতানি আয় কমছে, অন্যদিকে কমছে রাজস্ব আহরণ। ফলে ব্যয় মেটাতে গিয়ে সরকারের ঋণনির্ভরতা বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত অক্টোবর শেষে মোট ব্যাংক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৭৮ হাজার ৭৬৮ কোটি টাকা, যা ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে ছিল এক লাখ ৭৭ হাজার ৮২৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে জুলাই থেকে অক্টোবর এই চার মাসে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ মাত্র ৯৪৫ কোটি টাকা। পাশাপাশি সঞ্চয়পত্র বিক্রি চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। বাজেটে ২০ হাজার কোটি টাকা বিক্রির লক্ষ্য থাকলেও প্রথম চার মাসেই (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই
এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে
FARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
FARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।
❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা বাংলায় কথা বলি
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে মিতালী হকের প্রশ্নঃ

আমার বোন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছিলো। তারপর বাংলাদেশে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের বিষয়টি এম্বেসীকে জানানো হয়নি। এরপর আমার বোন এদেশে এসে থাকার পর আবার বাংলাদেশে গেছে। আমার বোনের এবারের বাংলাদেশে অবস্থানের মেয়াদ এক বছর পেরিয়ে গেছে। তাই আমার জানার ইচ্ছা আমার বোনটি স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছা করলে আবার এদেশে চল আসতে পারবে? সে কি ঢাকা ইউএস এম্বেসীতে গিয়ে প্রয়োজনে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে পারবে? আমার বোন তার স্বামীকে এদেশে আনতে চায়। এসব বিষয়ে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় রইলাম। এমন প্রশ্ন আগেও দেখেছি বলে আজ আমিও লিখলাম।

মিতালী হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউসের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে গ্রিনকার্ডধারীরা বিনা অনুমতিতে এক বছরের কম সময় এদশে বাইরে অবস্থান করতে পারেন। এক বছর বা তার বেশি সময় এদশের বাইরে অবস্থান করলে গ্রিনকার্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ইমিগ্রেশন ইউএস এর প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

তবে রি-এন্ট্রির ব্যাপারে যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী ইউএস এর বাইরে গিয়ে একবছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করতে চাইলে দুই বছরের জন্যে অনুমতি সাপেক্ষে রি-এন্ট্রি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রিনকার্ডধারীকে এদেশের বাইরে যাবার আগেই এখান থেকেই তাকে রি-এন্ট্রির জন্যে আবেদন করতে হবে।

এই রি-এন্ট্রির আবেদনের সময় আবেদনকারীকে অবশ্যই এদেশে উপস্থিত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনে একজন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।

আপনি আপনার বোনের বিষয়ে আরো যা জানতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে স্পস্ট করে করে সবকিছু উল্লেখ করতে হবে। যা হয়তো সাক্ষাতে আলোচনা ক রার সময় আপনি উল্লেখ করতে পারবেন। এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইলে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য জানা দরকার।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পউসের জন্যে ইমিগ্রেশনের আইন অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সেই আবেদনকারী স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে যথাযথ গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে বসবাস করতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে আবু হামিদের প্রশ্নঃ

আমি আজ এই চিঠিটি লিখছি আমার এক বন্ধুর জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে। আমার বন্ধুর চাচা একজন ইউএস সিটিজেন। তিনি আমার বন্ধুর বাবার জন্যে অর্থাৎ তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে ঐ ভাইয়ের সন্তানেরাও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাবা অর্থাৎ আবেদনকারীর ভাই মারা গিয়েছেন। সে কারণে জানতে চাওয়ার বিষয় হচ্ছে এখন ঐ আবেদনের অবস্থা কেমন হবে?

আবু হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ



প্রথমেই আমাদের জানা থাকা দরকার যে একজন সিটিজেন এবং গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীর সন্তানদের আবার দুটি ক্যাটেগরী আছেঃ

১। ২১ নিম্ন এবং

২। ২১ উর্ধ বয়সের সন্তান।

২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা ২-এ এবং ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটেগরিতে পড়ে।

একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্যে আবেদন করতে পারেঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

সন্তান (২১ নিম্ন/২১ উর্ধ)বিবাহিত ও অবিবাহিত

মা-বাবা এবং

ভাইবোন

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী ইউএস সিটিজেন তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর পড়েন বলে এই ক্যাটেগরীর আত্মীয়দের অপেক্ষা করতে হয়না।

তবে ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।এই ক্যাটেগরীর অপেক্ষার সময় আনুসাঙ্গিক দশ বছরের বেশি। আপনার বন্ধুর চাচা তার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

এখন দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে আপনার বন্ধুর বাবা ছিলেন বেশি-ফিশিয়ারী এবং তিনি মারা গেছেন। এর ফরে অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর কারণে আবেদনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে আবেদনের অন্তর্ভূক্ত আর কেউ এদেশে আসার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

কুইন্স থেকে ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নঃ

আমি কিছুদিন হয় পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড পেয়েছি। সেকারণে বাংলাদেশে গিয়ে আমার পছন্দের একজন মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীকে এখানে আনার ব্যাপারে আমি উপযুক্ত হবো কিনা? আর গ্রিনকার্ড নিয়ে ঝামেলাহীনভাবে দেশে গিয়ে কতদিন অবস্থান করতে পারব?

ইমতিয়াজুল খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউস এবং অবিবাহিত সন্তান-এর জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট সেজন্যে আপনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রীর জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

পিটিশনার যদি ইউএস এর গ্রিনকার্ডধারী হন তবে শুধু আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশান ফাইল করতে পারেন। আর বেনিফি-শিয়ারী যদি ইউএস সিটিজেন হন আর বেনিফিশিয়ারী যদি বাংলাদেশী হন হবে আই-১৩০ পিটিশান ফাইলের দরকার নেই। ইউএস সিটিজেনের স্পাউস হবার কারণে বিয়ের পরেই তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে ফাইল করা যাবে।

গ্রিনকার্ডধারীর স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) দ্বিতীয় প্রেফারেন্সে পড়েন। আর আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী তাই আপনি দেশে একবছরের কম সময় সেখানে অবস্থান করতে পারেন কোন অনুমতি ছাড়াই। আপনার যদি এক বছর বা তার বেশি সময় থাকার পরিকল্পনা থাকে তবে দুই বছরের অনুমতি নিয়ে দেশে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন। তবে এতে করে গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও আপনাকে আবারো একাধারে ক্রমাগত পাঁচ বছর এদেশে অবস্থান করতে হবে।

প্রয়োজনবোধে আপনি একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে কথা বলে আপনার প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

আর একটি কথা আমরা প্রায় সবসময় বলে থাকি আর তা হচ্ছে যে আপনার যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আমেরিকার নির্বাচন ২০২০ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

ড. দোলোয়ার হোসেন

সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে সর্বশেষ ইলেকটোরাল কলেজের আনুষ্ঠানিক ফলাফল অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নানা অভিযোগ, ষড়যন্ত্র ও রিপাবলিকানদের নানা কার্যকলাপের ফলে উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবে এ ফল এখনো মানতে পারছেন না ট্রাম্প ও তার সমর্থকরা। এবং কয়েক ডজন আইনি লড়াইয়ে পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছেন। তবু দমে নেই ট্রাম্প। বিশেষ কিছু অঙ্গরাজ্যে মার্শাল ল করে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান কিংবা কারচুপির অনুসন্ধানে বিশেষ কৌঁসুলি নিয়োগের কথাও আসছে। ট্রাম্প শিবির বাইডেনকে 'ওয়াকিং ডেড' বা হাঁটাচলা করা লাশ বলে পরিহাস করলেও শেষ হাসি বাইডেনই হেসেছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অতীতের সব ট্রাক রেকর্ড ভেঙে তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

বিশ্বব্যাপী আমেরিকান নীতির প্রভাব সর্বজনবিদিত। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি শুধু একটি দেশ বা অঞ্চলের পররাষ্ট্রনীতিই নয়, বরং বিশ্বরাজনীতির গতি-প্রকৃতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারাকে প্রভাবিত করে। দেশটির ক্ষমতার পালাবদলে পররাষ্ট্রনীতিতে কী পরিবর্তন আসবে এবং বাইডেনের নেতৃত্বে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে- এটা এক বড় প্রশ্ন। দেশটির পররাষ্ট্রনীতি প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি পররাষ্ট্র বিভাগ, পেন্টাগন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কাউন্সিল সর্বোপরি কংগ্রেসের ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল। এটি এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার বিষয়। প্রণিধানযোগ্য, নির্বাচনের আগে বাইডেনের বক্তব্যে বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত যেসব বিষয় স্থান পেয়েছে তিনি সেসব বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। নতুন আমেরিকান নেতৃত্বে বিশ্বে বিশেষত দক্ষিণ এশিয়া নীতি কী হবে তা এখন আলোচ্য বিষয়। ট্রাম্পের স্বৈরতান্ত্রিক ও একগুঁয়ে শাসনের ফলে আমেরিকা ঘরে ও বাহিরে দুর্বল হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই বাইডেনকে সে জের টানতে হবে। বাইডেন প্রথমত সেটি পুনরুদ্ধারে নিবেদিত হবেন। গত মার্চে ফরেন পলিসি সাময়িকীতে 'Why America Must Load Again' শিরোনামে লেখা এক নিবন্ধে বাইডেন তেমন একটি নীতিরই আভাস দিয়েছিলেন।

অভ্যন্তরীণ নীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এটা বেশ অনুমিত। মধ্যবিত্তদের অর্থনৈতিক স্বস্তির প্রতি নজর আমেরিকান মূল্যবোধে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা, স্বাস্থ্যসেবায় ওবামাকেয়ারের, ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনসহ আমেরিকান প্রগতিশীলদের সমর্থন এবং সীমান্তে দেওয়াল নির্মাণের বিরোধিতা, শেতাঙ্গদের উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও জাতিগত বিভাজনের প্রতি অসমর্থন এটির আভাস দেয় যে বাইডেন ট্রাম্প প্রশাসনের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তগুলো দূরে ঠেলে গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হবেন।

বাইডেন বিশ্বাস করেন যে, বহির্বিশ্বে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে অভ্যন্তরীণভাবে শক্তিশালী হতে হবে। এই লক্ষ্যে তিনি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মনোনিবেশের পাশাপাশি বহির্বিশ্বে নজর দিবেন। বাইডেনের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হবে ট্রাম্পের আমেরিকা প্রথম নীতির দরুন ইউরোপের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু সম্পর্কে জীবন ফিরিয়ে আনা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিত্ররাও সম্পর্কের পালে হাওয়া দিতে উন্মুখ হয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাইকো মাশ চিফ বলেন, আমরা একটি নতুন ট্রান্স এ্যাটল্যান্টিক সম্পর্ক শুরু করেছি এবং একটি নতুন চুক্তির জন্য আমাদের সহযোগিতায় বিনিয়োগ করতে চাই। অধিকন্তু বাইডেনের বিদেশ নীতির অন্যতম প্রধান্য হবে ন্যাটোর সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার যা ট্রাম্পের আমলে তলানিতে ঠেকেছিল। একটি বিবৃতিতে ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল জেনস স্টলটেনবার্গ বাইডেনের নির্বাচনকে উষ্ণভাবে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন আমরা যে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি সেগুলো মোকাবিলায় আমাদের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন।



বাইডেনের প্রেসিডেন্সি আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং বহুপাক্ষিকতাবাদকে প্রসারিত করতে প্রয়াস পাবে। ট্রাম্প যে পদক্ষেপ এবং প্রতিষ্ঠানগুলো ত্যাগ করেছিলেন সেগুলোতে তিনি আবারও যোগ দিতে আগ্রহী। তার প্রথম কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হবে ২০১৫ সালের প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ফিরে আসা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হয়ে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী আরো শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া তৈরি করা। বাইডেন তিন ইউরোপীয় শক্তি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি এবং পাশাপাশি রাশিয়া ও চীনকে নিয়ে ২০১৫ সালের ইরান পারমাণবিক চুক্তিকে আরো শক্তিশালী করতে কাজ করতে চান যেটি ট্রাম্প ২০১৮ সালে ত্যাগ করেছিলেন। ইরানের রাষ্ট্রপতি হাসান রুহানি বলেন, বাইডেনের নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রকে অতীতের ভুলগুলো শুধরানো এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দায়বদ্ধতার পথে ফিরে আসার একটি সুযোগ তৈরি করবে। যেহেতু বৈশ্বিক রাজনীতির দাবার কোর্ট ক্রমেই ইউরোপ থেকে এশিয়াতে স্থানান্তরিত হচ্ছে, সেহেতু বাইডেনের নীতি স্বভাবতই এশিয়াকে প্রাধান্য দেবে। এশিয়ার বিকাশমান অর্থনীতি, ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা এবং ভূকৌশলগত গতিশীলতা বাইডেনের এশিয়া নীতিকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করবে। বাইডেন বিশ্বাস করেন যে আমেরিকার স্বার্থ নিহিত মিত্রতা এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতার মধ্যে। তার প্রধান মিত্র বিশেষত জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় আমেরিকার প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করতে তিনি সচেষ্ট হবেন। চতুর্ভুজীয় সুরক্ষা সংলাপ (কোয়াড) সম্প্রসারণের বিষয় তার বিবেচনায় থাকবে, যার সঙ্গে আমেরিকা, জাপান, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়াসহ দক্ষিণ এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনামের মতো অন্যান্য এশীয় দেশ যুক্ত রয়েছে।

জাপান ও ভারত বাইডেনকে নিয়ে কিছুটা হলেও উদ্বিগ্ন। এর যৌক্তিকতা মেলে জাপানের সতর্কতার মাধ্যমে। জাপানি কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপে প্রধানমন্ত্রী সুগা এ অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি ক্রমেই গুরুতর হওয়ার ব্যাপারে জোরালোভাবে সতর্ক করেন। এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে তার এই সোজাসাপটা বক্তব্যের জবাবে বাইডেন জাপানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে ও কয়েক দশকের পুরোনো ওয়াশিংটন-টোকিও চুক্তিগুলো মেনে চলা নিয়ে নিজের গভীর প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন বলে জানান। বাইডেনের ঘোষিত কার্যতালিকায় চীনকে সামরিকভাবে মোকাবিলার কথা নেই। তবে তিনি ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধকে অযৌক্তিক মনে করেন এবং তিনি এই ব্যাপারে চীনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজার কথা বলেন। চীন সম্পর্কে তার অভিমত হলো, প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে চীনের প্রভাবকে মোকাবিলা করা হবে তার কৌশল।

বাইডেন যদি চীনের সঙ্গে সমঝোতা করে রাশিয়ার সঙ্গে টানাটানিতে লিপ্ত হন তাতে এশিয়ার বর্তমান নিরাপত্তাব্যবস্থা আগের মতো নাও থাকতে পারে। ইসরাইলের কথায় চলেও ট্রাম্প কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যকে দম ফেলার সুযোগ দিয়েছেন। বাইডেন তা নাও করতে পারেন। এশিয়া ও পাশ্চাত্যের বন্ধুদের আশ্বস্ত করতে বাইডেন অবশ্য চীনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর কথা বলেছেন, বাণিজ্যে চীনকে পেছনে ফেলার কথা বলেছেন। আমেরিকান পত্রিকা ফরেন পলিসির ভাষায় বললে, বাইডেন হয়তো চীনের ব্যাপারে কঠোর কিন্তু নতুন শীতলযুদ্ধ তিনি চান না।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আমেরিকা পররাষ্ট্র নীতিনির্ধারকদের জন্য দক্ষিণ এশিয়া ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এর কারণ অংশত এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। বাইডেন দক্ষিণ এশিয়ায় বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন, সেটি হতে পারে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের নিযুক্ততা বা এই অঞ্চলের চীনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসি প্রভাবকে মোকাবিলা করা। নির্বাচনে জো বাইডেনের জয় তালেবানদের জন্য দুঃসংবাদ, যারা আশঙ্কা করছে যে বাইডেন আফগানিস্তানে সীমিত হারে সেনা উপস্থিত রাখতে পারেন। তালেবান এটাও মনে করে যে জো বাইডেন সম্ভবত আমেরিকান তালেবান শান্তিচুক্তিতে অটল থাকবে না। ওয়াশিংটনস্থ আফগান রাজনৈতিক বিশ্লেষক হাশিম ওয়াহদায়িতার মনে করেন, আফগান সরকার স্পষ্টতই চাইবে যে বাইডেন প্রশাসন তালেবানদের সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করবে, কারণ তারা বিশ্বাস করে না যে তালেবান আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা মানবাধিকারকে সম্মান করে।

৯/১১-উত্তর যুগে পাকিস্তান সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হয়ে ওঠে এবং আমেরিকানদের থেকে সামরিক ও বেসামরিক সহায়তা পেয়ে আসছে। বাইডেন দেখেছেন, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বেসামরিক সহায়তার পরেও কীভাবে পাকিস্তানের কৌশলগত ক্যালকুলাস পরিবর্তন হয়নি অথবা চীনের প্রতি পাকিস্তানের অবস্থানের কোনো নড়চড় হয়নি। বাইডেন প্রশাসনে পাকিস্তানের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা কম এবং বাইডেন সন্ত্রাসবাদ-সম্পর্কিত ইস্যু, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অর্থ পাচার বিষয়গুলোতে ইসলামাবাদকে চাপ দেবে। আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার ওয়াশিংটনের সঙ্গে পাকিস্তানের সুবিধাকে আরো কমিয়ে দিয়েছে।

বাইডেনের জয় ভারতের বর্তমান শাসক দলের জন্য চিন্তার বিষয় হতে পারে। ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনসহ আমেরিকান প্রগতিশীলদের সমর্থন দিয়ে বাইডেন যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তাতে আপাতদৃষ্টিতে এটা মনে হয়, বাইডেনের প্রশাসন চাইবে না তাদের বড় মিত্র হোমফ্রন্টে সংখ্যালঘু নির্যাতন করে যাক কিংবা সংবিধান বদলে ধর্মীয় রাষ্ট্রের চেহারা নিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিসকে ভারতের পক্ষে কাজে লাগানোর চেষ্টা হতে পারে। অধিকন্তু ভারতের কৌশলগত অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের আধিপত্য বিস্তার রোধে ও ছটঅউ-এর অংশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে কৌশলগত অগ্রাধিকারমূলক সম্পর্ক বজায় রাখবে। এছাড়াও ইন্দো প্যাসিফিক এলাকায় আমেরিকার স্বার্থরক্ষায় ভারত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর একটি হওয়ার কারণে এবং রোহিঙ্গা সংকটের ভূরাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত বাস্তবতায় বাংলাদেশ বাইডেন প্রশাসনের নজরে থাকবে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচারে যুক্তরাষ্ট্র সোচ্চার থাকবে। কিন্তু রোহিঙ্গা বিষয়ে ক্রিয়াকলাপের ওপর কার্যকর ও শক্তিশালী চাপ প্রয়োগের নীতি অবলম্বনের সম্ভাবনা কম। বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে চীনের কৌশলগত নীতি এবং বেল্ট অ্যান্ড রোডের বাস্তবতায় আমেরিকা বাংলাদেশের ওপর দৃষ্টি রাখবে। অন্যদিকে বাংলাদেশও সন্ত্রাসবাদ দমন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং রোহিঙ্গা প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ককে অনন্য উচ্চতায় নিতে সচেষ্ট থাকবে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মানবাধিকার- এমন আরো নানা ইস্যুতে বাইডেন সরকারের অবস্থান বেশ বলিষ্ঠ। বাংলাদেশ এ থেকে উপকৃত হবে।

বাইডেনের জয় বিশ্বব্যবস্থায় ট্রাম্পের অনুসৃত বিষয়গুলোকে নতুন করে ভাবার প্রয়াস পাবে। তথাকথিত আমেরিকা প্রথম নীতির মাধ্যমে ট্রাম্প আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতিতে বহুত্ববাদ ও সহযোগিতার মূলে যে কুঠারাঘাত করেছিলেন, বাইডেন প্রশাসন সেটি পুরুদ্ধারে সচেষ্ট হবে এবং এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করবে। ভূরাজনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত স্বার্থ বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় তার অবস্থান সুসংহত করার প্রয়াস পাবে। দক্ষিণ এশিয়ার চীনের আধিপত্য নিয়ন্ত্রণে কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত সম্পদ বিনিয়োগ করবে। সর্বোপরি এটি মনে করা ঠিক হবে না যে বাইডেনের জয় মানেই রাতারাতি বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতির পট পরিবর্তন হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বহুত্ববাদ ও সহযোগিতার প্রয়াস অনেক সময় নির্ধারিত হয় সময়, স্থান ও প্রেক্ষাপটের বাস্তবতায়। এটি মনে রাখা জরুরি যে যুক্তরাষ্ট্রও তার জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে নয়। তবে দক্ষিণ এশিয়াসহ সমগ্র বিশ্বে মআমেরিকান আচরণ ও কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভবিষ্যতে বাইডেন প্রশাসনকে অভ্যন্তরীণ গরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে একটি বড়ো সময় ব্যস্ত থাকতে হবে। ফলে বিশ্বব্যাপী আমেরিকান প্রভাবের নিম্নমুখিতায় রাশ টেনে ধরা তত সহজ হবে না। আমেরিকান রাজনীতিতে ট্রাম্প সিনড্রোম একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখতে পারে। নির্বাচনোত্তরকালে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও Systemic racism-এর বিলুপ্তিসহ গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ ইস্যু নিয়ে আমেরিকান রাজনীতি উত্তপ্ত থাকবে, যার সুবিধা চীন কিংবা রাশিয়া পেতে পারে। সর্বোপরি ২০২০ আমেরিকান নির্বাচন বিশ্ব রাজনীতিতে একটি নতুন সময় নিয়ে আসছে এ কথা নিশ্চত করে বলা যায়।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

MITU DISABILITY CENTER





ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

২০২০, আমাদের মুক্তি দাও



মুহম্মদ জাফর ইকবাল

২০২০ সাল যাই যাই করছে, পৃথিবীর সব মানুষ পারলে অনেক আগেই এটাকে ঠেলে বিদায় করে দিত! কারণটা সবাই জানে, করোনা ভাইরাস এখন সবার নার্ভের ওপর চেপে বসে আছে। মার্চ-এপ্রিলের দিকে এটা প্রথমবার হামলা করেছে, সবাই কোনোভাবে সেই হামলা সামলে নিঃশ্বাস ফেলার আগেই দ্বিতীয় হামলা, মনে হচ্ছে আগের থেকেও বেশি তেজি হয়ে ফিরে এসেছে। তার মধ্যে খবর পাওয়া যাচ্ছে ধুরন্ধর ভাইরাস তার রূপ বদল করে আরো বেশি সংক্রামক হয়ে যাচ্ছে, একেই নিশ্চয়ই বলে, 'গোদের উপর বিষফোড়া!'

২০২০ সাল যখন প্রথম এসেছিল, তখন সেটার ওপর আমাদের অনেক আস্থা ছিল। সংখ্যাটাই ছিল সুন্দর ছন্দময় একটা সংখ্যা ২০২০, যখন চোখের দৃষ্টি নিখুঁত হয় সেটাকে ২০২০ ভিশন বলা হয়। আমাদের জন্যও সেটা বিশেষ একটা বছর ছিল, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। তার জন্মদিন ১৭ মার্চ একটা রক্তদান কর্মসূচিতে হাজির থেকে সেই যে ঘরে ঢুকেছি আর বের হতে পারিনি। ভাগ্যিস এই করোনার দুঃসময়ের কারণে অনেক অনুষ্ঠান পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন করার জন্য আরো নয় মাসের জন্য সময় নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর জন্যও বছরটির ভালো অবদান খুব বেশি নেই। ডোনাল্ড ট্রাম্প নামের মানুষটি ইলেকশনে হেরেছে, সেটি ভালো একটা খবর হতে পারত, কিন্তু সেই দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ বর্ণবাদী, তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভক্ত জানার পর স্বস্তি পাওয়ার সুযোগ কোথায়? শুধু তা-ই নয়, পৃথিবীর বড় বড় দেশ যে আসলে ভুয়া ধরনের এবং প্রচন্ড স্বার্থপর- সেটাও এই ধাক্কায় টের পাওয়া গেছে। তারা ভাইরাসের টিকা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি শুধু যে কিনে রেখেছে তা-ই নয়, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই, বেছে বেছে দরিদ্র ও বুড়ো মানুষদের রীতিমতো অবহেলায় মারা যেতে দিয়েছে! (বুড়ো মানুষদের অবহেলার ব্যাপারে আমাদের দেশ খুব পিছিয়ে আছে, সেটাও বলা যাবে না; এই দেশেও জ্বর উঠেছে বলে একটা আস্ত পরিবার জঙ্গলে তাদের বৃদ্ধ মাকে ফেলে চলে গিয়ে ছিল- এ রকম অমানবিক উদাহরণ সারা পৃথিবী খুঁজেও আরেকটি পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।)

২০২০ বছরটিকে আমাদের দেশের জন্য একটা দুঃখের বছর বলা যায়। পৃথিবীর হিসেবে, আমাদের দেশে করোনায় খুব বেশি মানুষ মারা যায়নি কিন্তু প্রিয় মানুষের মৃত্যুর হিসেবে এই বছরটি রীতিমতো একটি অভিশপ্ত বছর হিসেবে থেকে যাবে। শুধু যে প্রিয় মানুষেরা মারা গেছেন তা নয়, তাদের মৃত্যুর পর আমরা যে তাদের জন্য আমাদের ভালোবাসাটুকু দেখাব, সেটাও সম্ভব হয়নি।

২০২০ সালের করোনার কালে যে ভালো কিছু একেবারেই ঘটেনি তা নয়। কে জানত পুরোপুরি ঘরে আটকা থেকেও ইন্টারনেটে এত রকম মিটিং করা যায়! আমি নিজের দেশে তো বটেই পৃথিবীর আরো কত দেশে যে কত রকম মিটিং করেছি, কত বক্তৃতা দিয়েছি সেটা বলে শেষ করা যাবে না।

কাজেই ২০২০ সালকে শুধু গালাগাল করা মনে হয় ঠিক হবে না। এই বছরের করোনার সময় দেশের অনেক মানুষের ভেতরকার শুভ বোধগুলো নতুন করে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যকে সাহায্য করার জন্য কত ভিন্ন ধরনের কাজ মানুষ করেছে সেগুলো দেখে মানুষের মনুষ্যত্ববোধের ওপর নতুন করে বিশ্বাস ফিরে এসেছে।

২.

২০২০ সাল নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি খারাপ বছর নয় কিন্তু এই বছরে আমাদের দেশের দুটি ঘটনা আমার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে গেছে। দুঃখটা অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে দেখি যে মানসিক যন্ত্রণা একটুখানি হলেও কমানো যায় কি না।

প্রথমটি সবাই নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবে, সেটি হচ্ছে



হেফাজতে ইসলামের নেতাদের ভাস্কর্য নামে শিল্পের একটি বিশেষ ধারার বিরুদ্ধে হুংকার। দেশে এটা নিয়ে একটা বিশাল প্রতিক্রিয়া হয়েছে, কিন্তু আমার জানার কৌতূহল হচ্ছে যদি এটা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য না হয়ে সাধারণ ভাস্কর্য হতো, তাহলে প্রতিক্রিয়াটা কী রকম হতো।

হেফাজতের নেতৃবৃন্দের নানা ধরনের কাজকর্ম দেখে আমি মোটেই অবাক হই না। আলাদাভাবে আমার বিরুদ্ধে তাদের একধরনের বিশেষ ক্রোধ আছে, আমি সেটাও জানি। কোনো একটি প্রতিষ্ঠান ভূমিকম্পের সময়ে কীভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হয়, সে সম্পর্কে কিছু কথা লিখে আমার একটা বিশাল ছবিসহ সিলেট শহরের মোটামুটি কেন্দ্রস্থলে একটা বিলবোর্ড তৈরি করে টাঙিয়ে রেখেছিল। একদিন হেফাজতের একটি মিছিল সেটাকে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

২০১৩ সালে মে মাসের ৫ তারিখ গভীর রাতে হেফাজতের একজন কর্মী আমাকে একটা এসএমএস পাঠিয়ে জানিয়েছিল আজ রাতে প্রধানমন্ত্রীসহ আমাদের সবাইকে জবাই করা হবে, সেই এসএমএসটিতে একটা টেলিফোন নম্বরও দেওয়া ছিল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেই এসএমএস কিংবা টেলিফোন নাম্বারটিতে আগ্রহ আছে কি না আমার জানা নেই। অতি সম্প্রতি যখন আমাদের বাংলাদেশের গণমাধ্যমে হঠাৎ করে হেফাজতের এই নেতাদের বাড়াবাড়ি সমাদর করে তাদের সব ধরনের অনুষ্ঠানে ডাকাডাকি শুরু করে দিল, তখন আমি আবার আমার নামটি দেখতে পেলাম।

তারা আলাদাভাবে আমার সম্পর্কে নানা ধরনের বক্তব্য রেখে যাচ্ছে, ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধরনের বক্তব্য রাখা যায় কি না, সেটি নিয়েও কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। সেই ধরনের বক্তব্য জঙ্গিদের সেই মানুষটিকে খুন করে ফেলতে উৎসাহী করে, কিন্তু তাতে কী আসে যায়? হয়তো সেটাই সত্যিকারের লক্ষ্য। ডোনাল্ড ট্রাম্প সারা পৃথিবীকে দেখিয়েছেন যে ভালো-খারাপ বলে কিছু নেই, ক্রমাগত টেলিভিশনে কিংবা সংবাদমাধ্যমে হেডলাইন হয়ে থাকতে হবে, তাহলেই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। হেফাজতের ভাস্কর্যবিরোধী নেতারা সেটা ভালোভাবে জানেন এবং আমাদের সংবাদমাধ্যম তাদের ফাঁদে পা দিয়ে ক্রমাগত তাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে খবর পরিবেশন করে যাচ্ছেন! এখন সবাই তাদেরকে চেনে।

আমার এই বিষয়গুলোর কোনোটি নিয়েই বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি শুধু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি, তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে! মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেখা পায়নি কিন্তু তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেখা পেয়েছে। অন্য কেউ এভাবে বঙ্গবন্ধুর অবমাননা করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হতো, কিন্তু হেফাজতের নেতারা বঙ্গবন্ধুর অবমাননা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিজের হাতে আমাদের দেশের আদর্শ এবং সংস্কৃতিবিরোধী দাবিদাওয়া দিয়ে আসতে পেরেছে। কী অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার! নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না যে তাদেরকে এই দেশে এভাবে মাথায় তুলে রাখা হয়।

৩.

দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে আমি এক ধরনের যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি সেটি নিয়ে দেশে খুব একটা আলোচনা হয়নি, যদিও তার কারণটি আমি বুঝতে পারছি না। সারা পৃথিবীর জ্ঞানসূচকে ২০২০ সালে বাংলাদেশ পৃথিবীর ১৩৮টি দেশের ভেতর ১২১ নম্বরে স্থান পেয়েছে। সেটা কতটুকু খারাপ সেটা বোঝার জন্য এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছয়টি দেশের ভেতরে বাংলাদেশ সবার পেছনে। এমনকি আমরা পাকিস্তানেরও পেছনে যে, পাকিস্তানে জঙ্গিরা মেয়েদের লেখাপড়া করতে দেবে না বলে নিয়মিতভাবে মেয়েদের স্কুল পুড়িয়ে দেয়। যে দেশে মালালা নামে একটা মেয়ের মাথায় গুলি করে তাকে নোবেল পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছে। যে পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, সারা পৃথিবীর একটি করুণার পাত্র, আমাদের দেশের লেখাপড়া সেই দেশ থেকেও খারাপ। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী বার্ষিকীতে আমরা এই মুকুটটি মাথায় নিয়ে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত হব। এই সূচকে পৃথিবীর গড় ৪৬.৭ এবং আমাদের সূচকের মান ৩৫.৯, দেখে মনে হয় আর্তনাদ করে বলি, 'হে ধরণী তুমি দ্বিধা হও আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি!'

কেউ কি অবাক হয়েছে? অবাক হওয়ার কথা নয়, সারা পৃথিবীতে যে দেশে লেখাপড়ার পেছনে সবচেয়ে কম টাকা খরচ করা হয়, আমরা সেরকম একটি দেশ। এই দেশের সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়ে শুধু হতদরিদ্র ছেলেমেয়েরা। যাদের একটুখানিও টাকাপয়সা আছে তারা পড়ে 'কিন্ডারগার্টেনে'। মাধ্যমিক স্কুলের সব ছেলেমেয়ে ঢালাওভাবে কোচিংয়ে পড়াশোনা করে বলেই তাদের যাবতীয় সৃজনশীলতা বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে, তারা শুধু পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করে পরীক্ষা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের নিয়োগ পুরোপুরি রাজনৈতিক। তারা নিজেদের দলের লোকদের নিয়ে ব্যস্ত, ছাত্রদের ভালোমন্দ বা তাদের লেখাপড়া নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। অনেক নাক-উঁচু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সারা দেশে ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার উপযোগী কাউকে খুঁজে না পেয়ে বিদেশ থেকে ভাইস চ্যান্সেলর আমদানি করেন!

তাহলে আমাদের দেশের লেখাপড়া যদি সারা পৃথিবীর তুলনায় সবচেয়ে খারাপ লেখাপড়া হয়, অবাক হওয়ার কিছু আছে? নেই।

এর সমাধান কিন্তু কঠিন নয়, বেশ সোজা। এই দেশের সরকারকে লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের দেশের লেখাপড়ার অবস্থা খুব খারাপ। একটা সমস্যা সমাধান করার প্রথম ধাপ হচ্ছে যে, সমস্যাটি বোঝা। (মনে আছে, যতদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বীকার করেনি যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, ততদিন সেই সমস্যার সমাধান হয়নি। যখন স্বীকার করেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতো সমাধান হয়েছে।) এখানেও তাই, আমরা যদি মেনে নিই যে, আমাদের দেশের লেখাপড়া নিয়ে বড় ধরনের সমস্যা আছে, শুধু তাহলেই এর সমাধান হবে।

৪.

এবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ব্যক্তিগত একটা বিষয় বলে শেষ করি। আমি ২০১৩ সাল থেকে প্রতি দুই সপ্তাহে একবার করে 'সাদাসিধে কথা' নাম দিয়ে পত্রপত্রিকায় লিখে আসছি টানা আট বছর। এই দেশের প্রায় সব পত্রপত্রিকায় সেগুলো একই দিনে প্রকাশিত হয়ে আসছে। আমার মনে হয়েছে এখন একটু বিরতি দেওয়ার সময় এসেছে, তাই সেই পত্রপত্রিকা, পোর্টাল এবং পাঠকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপাতত নিয়মিত লেখায় বিরতি দিতে চাই।

আহমদ ছফা বেঁচে থাকলে খুশি হতেন, তিনি একেবারে চাইতেন না যে আমি 'বুদ্ধিজীবী' হওয়ার ভান করে পত্রপত্রিকায় কলাম লিখি! সব সময় আমাকে বলতেন, 'তুমি বিজ্ঞানী মানুষ, লিখতে হলে বিজ্ঞান নিয়ে লিখবে, কেন বুদ্ধিজীবী সেজে কলাম লিখতে যাও?' কিছু দিন থেকে মনে হচ্ছে আহমদ ছফা ভুল বলেননি!

২৫ ডিসেম্বর ২০২০

লেখক : শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক

হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ

ঢাকা : ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক) অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান বাবুল চিশতী পরিবারের প্রায় হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। ওই পদে থাকাকালীন দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়েছেন তিনি। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা ছয়টি মামলায় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের আদেশে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদগুলো সম্প্রতি ক্রোক ও ফ্রিজ করা হয়। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে ঋণ জালিয়াতির একাধিক মামলাও রয়েছে।

জানতে চাইলে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ যুগান্তরকে বলেন, সাধারণত জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই তদন্তকারী কর্মকর্তারা আসামিদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও ফ্রিজের উদ্যোগ নেন। যাতে তারা ওইসব সম্পদ বেহাত করতে না পারেন। মামলাগুলোর তদন্ত কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

দুদকের তদন্ত সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আদালতের আদেশে বাবুল চিশতী পরিবারের সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও ফ্রিজ করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা অ্যাকাউন্টগুলোতে আর লেনদেন করতে পারবেন না। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারও হস্তান্তর বা বিক্রি করতে পারবেন না। একই সঙ্গে জমির মালিকানাও পরিবর্তন করতে পারবেন না।

দুদকের আইনজীবী মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর ফুাগুন্তরকে বলেন, তদন্তকারী কর্মকর্তারা আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়ার বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিত হয়েই এসব আবেদন করে থাকেন। আদালতের আদেশে দুর্নীতিবাজদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক করা হলে তাদের ক্ষমতার দাপটও কমে যায়। এছাড়া বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে অবৈধ সম্পদগুলো রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা অনেকটা সহজ হয়।

বাবুল চিশতী, তার স্ত্রী রোজী চিশতী, ছেলে রাশেদুল হক চিশতী, মেয়ে রিমি চিশতী, পুত্রবধূ ফারহানা আহমেদ ও শ্যালক মো. মোস্তফা কামালের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদের অভিযোগে পৃথক ছয়টি মামলা করা হয়। আদালতের আদেশে তাদের জব্দ করা সম্পদের বর্ণনা নিচে দেয়া হল-বাবুল চিশতী : মাহবুবুল হক চিশতী ওরফে বাবুল চিশতীর বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর ৩৭ কোটি ৩৮ লাখ ৩ হাজার ২৫৬ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা হয়। মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত বাবুল চিশতীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও ফ্রিজের আদেশ দেন। বাবুল চিশতীর জব্দ করা স্থাবর সম্পদগুলো হল- জামালপুরের বকশীগঞ্জের বিভিন্ন মৌজায় ৪৯ শতাংশ, ৩৪ শতাংশ, ৩৬ শতাংশ, ৩ হাজার বর্গফুট, ৭৩ শতাংশ, ১৫ শতাংশ, ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ, ৮ শতাংশ, ২৮ শতাংশ, ৫৮ শতাংশ, ২৪ শতাংশ, একটি টিনশেড ঘর, ৩০০ শতাংশ, ৩৩ শতাংশ, ১০ শতাংশ, ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ, ৮ শতাংশ, ২৮ শতাংশ, ২ শতাংশ, ১০ শতাংশ, ১৩৮ শতাংশ, ৪৬ শতাংশ, ৭২ শতাংশ, ২৫ শতাংশ, ১৮ শতাংশ, ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ, ৩৩ শতাংশ, ১৪ শতাংশ, ২২ শতাংশ, একটি তৃতীয়তলা ভবন, দুটি টিনশেড ঘর, ৪০ শতাংশ, ১১১ শতাংশ, ১১০ শতাংশ, ২৫ শতাংশ, ৩০ শতাংশ, ১১ দশমিক ১৫ শতাংশ, ২২২ দশমিক ৫০ শতাংশ, ৫৫ শতাংশ, ৩৬ শতাংশ, ৯১ শতাংশ, ২৬ শতাংশ, ৩৯ শতাংশ, ৩৭ শতাংশ ও শেরপুরের শ্রীবরদীর মাধবপুর মৌজায় ২০০ শতাংশ জমি। এছাড়া একটি জিপগাড়ি, দুটি প্রাইভেট কার ও দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। আর অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে- একটি শটগান, একটি পিস্তল, ২০ কোটি ১১ লাখ টাকা মূল্যের একটি তেল ট্যাংকার। এছাড়া দি ফারমার্স ব্যাংক, পদ্মা ব্যাংক, এবি ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া ও ন্যাশনাল ব্যাংকের ২৮টি হিসাবে জমাকৃত অর্থ, পদ্মা ব্যাংকের ২ কোটি শেয়ার, সিএন নিউজ লিমিটেডের ৫ হাজার শেয়ার, কারেন্ট নিউজ ডটকম ডট বিডি লিমিটেডের ৬ হাজার ৫০০ শেয়ার, এমএম জেড আইটি সোর্স অ্যান্ড সার্ভিস লিমিটেডের ১ হাজার ২০০ শেয়ার, চ্যানেল ২৬ লিমিটেডের ২০ হাজার শেয়ার, ফিউশন ফুডওয়্যার লিমিটেডের ৫০০ শেয়ার, পদ্মা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের একটি শেয়ার ও বাবুল চিশতী স্টিল মিল লিমিটেডের ৫০০ শেয়ার স্ত্রী রোজী চিশতী : বাবুল চিশতীর স্ত্রী রোজী চিশতীর বিরুদ্ধে গত ২৩ জানুয়ারি ৩৭ কোটি ৩৮ লাখ ৩ হাজার ২৫৬ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত রোজী চিশতীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও ফ্রিজের আদেশ দেন। রোজী চিশতীর জব্দকৃত স্থাবর সম্পদগুলো হল- রাজধানীর মিরপুরের চাকুলী মৌজায় মিরপুর হাউজিং এস্টেটের ৩৫০ বর্গগজের জমি ও জমির ওপর নির্মিত সাততলা ভবন, রাজধানীর উত্তরখান মৌজার ১৫ শতাংশ জমি।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372



Sultan's Dine
سلطان داین
সুলতান ডাইন

SULTAN 001
বাংলা পত্রিকা 25% off
The Weekly Bangla Patrika
অফারটি পেতে পত্রিকাটি সাথে আনুন

যে কোন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান,
ক্যাটারিং, টেইক আউট, ডাইন ইন-এর বিশ্বস্ত নাম

অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট ও
শেফ-এর তত্বাবধানে পরিচালিত

সুলতান ডাইন-এ পাবেন সত্যিকারের স্বাদ। দোসা, থালি, বেঙ্গলি রিচ ফুড, স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, বিফ রেজালা, চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি, আফগানি কাবাব, তান্দুরি কাবাব। পাবেন স্পেশাল ডিশ বিয়ে বাড়ির রোস্ট পোলাও। পাবেন পুরান ঢাকার খাবার সাথে ট্রেডিশন বোরহানি।

শতভাগ হালাল খাবার আমরা পরিবেশন করে থাকি।

● নিরিবিলি পরিবেশ ● রয়েছে পার্কিংয়ের সু-ব্যবস্থা।

সর্বনিম্ন ১৫ ডলারে দেয়া হয় ফ্রি ডেলিভারি।

Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭দিনই খোলা আমাদের রেস্টুরেন্ট।

ভ্রমণ সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service Is Our Goal

Hajj & Umrah Specialist

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে ওমরাহ্‌র সুযোগ নিন
ওমরাহ্ ভিসা ও হোটেলের ব্যবস্থা করে থাকি

Emirates · KUWAIT AIRWAYS · IATA · QATAR AIRWAYS · Biman BANGLADESH AIRLINES · TURKISH AIRLINES · SAUDIA

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই
দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

১০০% সীট কনফার্ম করার পর টিকিট বিক্রয় করে থাকি

Placid Express
WORLDWIDE MONEY TRANSMITTER

Mowlana M K Rahman Mahmud
President & CEO
Tel: 718-205-3270
718-205-2677
Cell: 646-322-1654
718-205-3271

দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর
৩০টি দেশে অর্থ পাঠানোর সু-ব্যবস্থা

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza) Jackson Heights, NY 11372,
Email: rahmaniatravel@yahoo.com

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!



আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court,
CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

দ্রুত ফিরে আসার প্রত্যাশায়



মতিউর রহমান চৌধুরী

মনটা খারাপ। বড্ড খারাপ। এমনিতেই আট মাস ধরে ঘরে বন্দি। অফিসে যেতে পারি না। সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হয় না। প্রতি মুহূর্তে নানা খবর আসে। মন ভালো থাকার কোনো সংবাদ নেই। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

একমাত্র সন্তান তার সঙ্গেও এক বছর হয়ে গেল দেখা নেই। স্কাইপে কথা বলে মন ভরে না। শান্তি পাই না। কি খায়, না খায়! সেও ১০ মাস ধরে বিলেতে একঘরে আটকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাস নেয়াও এখন বন্ধ। তাকে নিয়ে আমরা দুজন বিচলিত থাকি সব সময়। এক অজানা, অচেনা ভাইরাস তামাম দুনিয়াকে কাবু করেছে। গোটা পৃথিবী এখন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়েছে। এ নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। আরো কতদিন থাকতে হবে তা কে জানে। ভ্যাকসিন এসে সব পাল্টে দেবে- এমন নিশ্চয়তাও নেই। যাইহোক মনে হচ্ছে, এই ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আসলে এসব নিয়ে ভেবে আর কোনো লাভ নেই। শুরুতে বলেছিলাম মনটা খারাপ। আসলে আমার প্রিয় দুই সহকর্মীর খবরে সত্যি আমি আবেগ আপ্লুত। অন্তহীন দুশ্চিন্তায় জীবন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। মিজানুর রহমান খান ও পীর হাবিবুর রহমান। দুই পেশাদার সাংবাদিক। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই দুইজনের সঙ্গে কাজ করার। মিজান এসেছিল আগে। যোগ দিয়েছিল বাংলাবাজার পত্রিকায়। আমি তখন পত্রিকার সম্পাদক।





অনেক দিন ছিল। চিফ রিপোর্টারের দায়িত্বও পালন করেছিল কিছুকাল। এ থেকেই ঘনিষ্ঠতা। আজ অব্দি অটুট। সহকর্মীর সম্পর্ক রূপ নিয়েছে পারিবারিক বন্ধনে। মিজান প্রথম আলোর ডেপুটি এডিটর। আপাদমস্তকে একজন নির্ভেজাল সাংবাদিক। দলের তকমা তার গায়ে লাগেনি কখনো। যা সত্য তা বলার চেষ্টা করে। মাঝে-মধ্যে বিপদও আসে। আইনের ছাত্র না হয়েও আইন-বিশারদ হয়ে গেছে। প্রয়াত প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল আমাকে বলেছিলেন, 'মিজান যা জানে, অনেক আইনবিদও তা জানেন না। তার কোনো জুড়ি নেই।' বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয় আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে। গর্বে বুকটা ভরে যায়। টেলিভিশন টক শোতেও সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চ্যানেল আই'র আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে প্রথম যেদিন তাকে হাজির করেছিলাম, সে তখন কিছুটা নার্ভাস। কারণ আমার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অভয় দিয়ে বলেছিলাম, টেক ইট ইজি। শতভাগ সফল হলো প্রথম রাতেই। দর্শকদের ফোন পেলাম অনেক। সবার প্রশ্ন-এই ভদ্রলোককে আনেন না কেন। এই মুহূর্তে মিজান অসুস্থ।

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে। এখন নিবিড় পরিচর্যায় রয়েছে। সবাই জানেন আবেগ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। সেই আবেগ স্পর্শ করেছে আমাকেও। আবেগহীন মানুষের কাছে মানবিকতার কোনো মূল্য নেই।

আরেক সহকর্মী পীর হাবিবুর রহমান। বাংলাদেশ প্রতিদিনের কার্যনির্বাহী সম্পাদক। কোভিড নয়, তার শরীরে মরণব্যাধি ক্যান্সার ঢুকে পড়েছে। সে নিজেই খবরটা দিয়েছে কলাম লিখে। দুর্দান্ত সাহস বটে। লেখায়, বলায় তার মধ্যে ভিন্নতা খুঁজে পাইনি কখনো। এমনকি টেলিভিশন টক শোতেও। রিপোর্ট বা কলাম লেখায় সে আলাদা এক মানুষ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা শেষ করে যখন সুনামগঞ্জ যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক তখনই একদিন বাংলাবাজারে এলো আমার সঙ্গে পরিচিত হতে। একথা, সেকথা বলার পর বললো, আমি সাংবাদিকতা করতে চাই। বললাম, খুব ভালো কথা। বার্তা সম্পাদককে ডেকে বললাম, ওর নাম পীর হাবিবুর রহমান। কাজ করতে চায় রিপোর্টিংয়ে। অল্পদিনের মধ্যেই সে তার যোগ্যতার প্রমাণ রাখলো। এরপর অনেক দিন হয়ে গেল। হাবিব অন্য পত্রিকায়। নতুন ধরনের কলাম লেখা শুরু করলো। রিপোর্টারদের সমস্যাটাই এখানে। একবার রিপোর্টার হয়ে গেলে কলামেও তার ছাপ থেকে যায়। আমি আজও মুক্ত হতে পারিনি। প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক পীর হাবিবকে মূল্যায়ন করেছেন অন্যভাবে। তার কথা, 'চরম সত্য যে কোনো মুহূর্তে অবলীলায় বলতে পারা পীর হাবিবের বড় গুণ। তার লেখার ভক্ত-পাঠকরা হয়তো স্বীকার করবেন যে, বাংলাবাজার পত্রিকা পর্ব থেকে, অর্থাৎ তার সাংবাদিকতার শুরু থেকে তিনি কোন পথে কীভাবে হাঁটবেন এটা তার কাছে পরিষ্কার ছিল। কি বলে শেষ করবো জানি না। মিজান-পীর হাবিবের জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন। ওরা যেন আমাদের মধ্যে দ্রুত ফিরে আসে। এ জাতি-রাষ্ট্রের জন্য যা খুবই প্রয়োজন।

কঠিনতম বছর অর্থনীতির



লিখেছেন- *মানিক মুনতাসির*

ইতিহাসের কঠিনতম একটি বছর পার করল বাংলাদেশের অর্থনীতি। মহামারী করোনাভাইরাসের ছোবলে অর্থনীতির এমন কোনো খাত নেই যেটি আক্রান্ত হয়নি। এমনকি সে ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই আবার নতুন করে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ লেগেছে। গত মার্চ থেকে মে সময়ে কৃষি আর জরুরি খাদ্যপণ্য বাদে প্রায় সব ধরনের উৎপাদন বন্ধ ছিল টানা দুই মাসের বেশি। অথচ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হলো উৎপাদন। মাসের পর মাস কলকারখানায় ঝুলেছে তালা। খোলেনি মার্কেটের প্রধান ফটক। দোকানপাটের শাটারও ওঠেনি। কর্মীরা ছিলেন দিশাহারা। কর্মহীন হয়ে পড়েন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। পরিবহন খাতের চাকাও ঘোরেনি। ইঞ্জিন বন্ধ ছিল লঞ্চ, বিমান, হেলিকপ্টারসহ সব ধরনের যানবাহনের। সরকারি-বেসরকারি অফিসেও ছুটি-অর্ধছুটি ঘোষণা করা হয় মহামারীর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে। পরবর্তী সময়ে প্রায় শতভাগ অফিশিয়াল কার্যক্রম চলে আসে অনলাইনে, যার কিছু অংশ এখনো বিদ্যমান। ফলে মানুষ ছিল ঘরবন্দী। এমন রুদ্ধশ্বাস নিয়েই প্রায় পুরো একটি বছর পার করেছে দেশের অর্থনীতি।

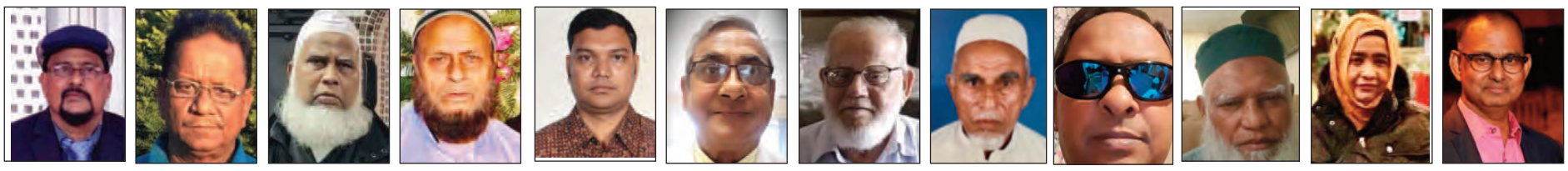
করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্ব অর্থনীতিও স্মরণকালের ভয়াবহ রকমের সংকটময় একটি বছর পার করল। দু-একটি বাদে বিশ্বের প্রায় সব দেশই নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে চলে গেছে করোনার ধাক্কায়। বাংলাদেশের অর্থনীতিও বছরের শুরুতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সব শ্রেণির মানুষের কর্মস্পৃহা ও সরকারের চেষ্টায় দ্রুততম সময়েই আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতি। তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর বাস্তবায়নে দ্রুত সংকট সামলে নেয় সামষ্টিক অর্থনীতি। ফলে মহামারীতেও ৫ শতাংশের ওপরে প্রবৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশ। তবে আইএমএফ বলছে, ডিসেম্বর শেষে প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ, যদিও কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের পথ এখনো রুদ্ধ। দ্রুত বাড়ছে বেকার ও দারিদ্র্যের হার। নতুন কর্মসংস্থান প্রায় বন্ধ। বিদেশেও নতুন করে যাচ্ছে না কোনো কর্মী। তবে প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে বছরের শুরুতে ভাটা পড়লেই পরবর্তী সময়ে তা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে নতুন নতুন রেকর্ড হয়েছে সংকট সত্ত্বেও। ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেকর্ড ৪২ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে রিজার্ভ।

তবে বিশ্বব্যাপী এ মহাসংকট সত্ত্বেও স্বল্প সময়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতি, যদিও এ সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে গেছে দারিদ্র্যের হার। প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষের আয় কমে গেছে। শিল্প খাতে নেমে এসেছিল স্থবিরতা। বড় বড় শিল্পের মালিক থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এখনো ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। পাশাপাশি ধস নেমেছে বিদেশি বিনিয়োগ নিবন্ধনে। কর্মহীন হয়ে পড়েছে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী। বিদেশফেরত কর্মীদের নিয়েও দিশাহারা সরকার। বছরের শুরুতে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে স্মরণকালের নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখল বিশ্ব অর্থনীতি, বিপর্যয় কাটেনি এখনো থমকে ছিল সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, সংকট সত্ত্বেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি, করোনার ধাক্কায় এক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ দারিদ্র্যের হার, ধস বিদেশি বিনিয়োগ নিবন্ধনে, কর্মহীন হয়ে পড়েছে বিপুলসংখ্যক মানুষ, বিদেশফেরত কর্মীদের নিয়েও দিশাহারা সরকার।

ভয়াবহ সংকটের আভাস দেয় বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ বিভিন্ন সংস্থা। তবে এশিয়াসহ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় অভাবনীয় সফলতার সঙ্গে করোনা মোকাবিলা করেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। অনেক উন্নত দেশে লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়েছে। চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়ে প্রায় ৩ দশমিক ৫ কাটি মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে দেশের ব্যাংক-বীমাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কমানো হয় কর্মীদের বেতন। কোথাও কোথাও চলে গণছাঁটাই। গণমাধ্যম ও রপ্তানি খাতও বাদ যায়নি এমন পরিস্থিতি থেকে। তৈরি পোশাক খাতের কয়েক বিলিয়ন ডলারের অর্ডার স্থগিত/বাতিল হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে সেগুলো আবার ফিরে পায় বাংলাদেশ। ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার লড়াইয়ে অনেকে শক্তিশালী দেশের তুলনায় এগিয়েই রয়েছে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে এ দেশের মানুষের চাহিদার বেশির ভাগই মেটানো হয় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। আর বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশের কৃষির অবস্থান খুবই শক্তিশালী। ফলে মহাসংকট সত্ত্বেও বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি হয়নি। না খেয়ে থাকেনি কোনো মানুষ। হয়তো প্রয়োজনের চেয়ে কম খেয়েছে। এর আগের বছর ২০১৯ সালের শুরুটা ছিল দেশের অর্থনীতির জন্য খুবই স্বস্তিদায়ক। কেননা সে সময় টানা ১১ বছর ধরে একই মতাদর্শের সরকার দেশ শাসন করায় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজ হয়ে আসছিল বেশ দ্রুতগতিতে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ছিল উচ্চ। মাথাপিছু আয়ও দ্বিগুণের বেশি হয়েছিল। কিন্তু অনিয়ম-দুর্নীতি আর বিশ্বমন্দার বাড়তি মাত্রা যোগ হওয়ায় সে বছরের শেষ দিকে এসে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা সামষ্টিক অর্থনীতি আচমকা হোঁচট খেয়ে বসে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় চলতি বছরের শুরু থেকেই চলে আসা করোনা মহামারীর প্রচন্ড ধাক্কা। এক ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সামগ্রিক অর্থনীতি, যার রেশ এখনো শেষ হয়নি। বরং প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কা পুরোপুরি কেটে ওঠার আগেই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা। ফলে একমাত্র প্রবাসী আয় ছাড়া এখন পর্যন্ত দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সব প্রধান সূচক নেতিবাচক ধারায় রয়েছে। এর ফলে সামনের দিনগুলোয় অর্থনীতির গতিবিধি কী হতে পারে তা অনুমান করাটাও মুশকিল বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে প্রায় টানা এক দশক ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে দেশ। ২০০৯ সালে ৫ শতাংশের বৃত্ত ভেঙে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে নতুন এক অধ্যায় শুরু করে বাংলাদেশ। সব শেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। এরপর করোনা মহামারীতে বিশ্বের প্রায় সব দেশই নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশ ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। আর চলতি অর্থবছর শেষে বাজেটের টার্গেট অনুযায়ী ৮ দশমিক ২ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২২ সালের আগেই ডবল ডিজিট (২ অঙ্ক) প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একইভাবে ২০০৯ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৭০৯ ইউএস ডলার। এখন তা ১৯০০ ডলার অতিক্রম করেছে। সে সময় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। এখন তা ৪২ বিলিয়ন অতিক্রম করেছে। রপ্তানি ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। ২০১৯ সালে তা ৩৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আগামীতে ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। স্থায়ী কর্মসংস্থানে খুব একটা আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি না হলেও অস্থায়ী কর্মসংস্থান, বিকল্প কর্মসংস্থান এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে কর্মক্ষম মানুষ আর শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে সরকার। কিন্তু করোনা মহামারী এসে এসব অর্জনে প্রচন্ড আঘাত হানে। ফলে ২০২০ সালে বহুসংখ্যক মানুষ বেকার হয়। দেশে দারিদ্র্যের বাড়ে দ্বিগুণ হারে। এ বছর ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ মানুষের আয় কমে গেছে, যার একটা বড় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর। এদিকে আসন্ন দিনগুলোও দেশ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য হবে কঠিন চ্যালেঞ্জের। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম থেমে গেছে। একই সঙ্গে পরিবহন, পর্যটন, হোটেল, মোটেল, বিশ্ব চিত্রজগৎ, বিনোদন কেন্দ্রসহ সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে। বিপুল লোকসানের মুখে পড়ে বহু কোম্পানি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মহামারী রূপ নেওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কতটা দীর্ঘায়িত হবে এর ওপর নির্ভর করছে অর্থনীতির ক্ষতির বিষয়টা। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলেছে, করোনাভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অন্তত আড়াই কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বলছে, ২০০৮-২০০৯ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাকেও হার মানাবে এবারের করোনাভাইরাসের আর্থিক ক্ষতি। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সব সদস্য দেশকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছে। সংস্থা দুটি বলেছে, বিশ্ববাণিজ্য থমকে গেছে।

সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বলেছে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি মন্দার মুখে পড়তে পারে। অবস্থা খারাপের দিকে গেলে ৩০২ কোটি ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশ। সংশ্লিষ্টরা জানান, করোনার কারণে যে সংকট চলছে তাতে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বৈশ্বিক জিডিপি। কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, উৎপাদন হ্রাস, সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার কারণে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যও কমে যাচ্ছে। এ জন্য বছরজুড়েই বিনিয়োগকারীরা ছিলেন উদ্বিগ্ন।



শোকের বছর ঃ ঘরে ঘরে স্বজন হারানোর বেদনা

(প্রথম পাতার পর)

পরিবার হারিয়েছেন একাধিক সদস্য। কেউ হারিয়েছেন মা-বাবা, কেউ বা আপন সন্তানের অকাল বেদনাময় মৃত্যুতে শোকে পাথর। আবার কেউ একমাত্র উপার্জনকারী হারিয়ে দিশাহারা। মৃতের তালিকায় আছেন মুক্তিযোদ্ধা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সমাজসেবী সহ সকল শ্রেনী পেশার মানুষ। বলা যায় বিদায়ী ২০২০ সাল ছিলো শোকের বছর। ছিলো ঘরে ঘরে স্বজন হারানোর বেদনা।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কমিউনিটির অনেকেই করোনায় মৃত্যু লোকলজ্জার কারণে গোপন রাখতে চান। যার ফলে মৃত্যু বা আক্রান্তের সঠিক তথ্য-পরিসংখ্যান পাওয়া খুবই কঠিন। কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্টরা মৃত্যুর এই সংখ্যা আরো অনেক বেশী হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ২শ ৮৫ জন বাংলাদেশীর মৃত্যুর তথ্য জনসমক্ষে এসেছে। এই পরিসংখ্যান কমিউনিটির বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া।

এদিকে মহামারী করোনার টিকার প্রয়োগ শুরু হলেও থেমে নেই মৃত্যুর মিছিল। প্রথম ধাপে ভ্যাকসিন পাচ্ছেন ডাক্তার, নার্স সহ যারা ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছেন কেবল সেইসব লোকজন। সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য হতে কয়েক মাস সময় লাগবে। তারপরও ভ্যাকসিন নিলেই কোভিড থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে সেটাও পরিস্কার নয়। চলতি মাসের গত ২৮ দিনে ৪৫ জন অবিভাসীর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে ঘাতক করোনা। এই মৃত্যু নিউইয়র্কে বেশী। এরপর রয়েছে মিশিগান, নিউজার্সী ও ভার্জিনিয়া। প্রায় ২শ বাংলাদেশী করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্ক ও মিশিগান সহ বিভিন্ন রাজ্যের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সাথে লড়ছেন।

মহামারী করোনায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'মাদার সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কামাল আহমেদ, সহ সভাপতি আবুল খায়ের খয়ের ও কার্যকরী সদস্য বাকির আজাদ, প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি অব্দুল হাই জিয়া, ছাতক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ও নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের স্টারলিং বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দীন, নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের নর্থ শোর এলএইজের প্যাথোলজিক্যাল বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সাবেক সভাপতি ডা. তৌফিকুল ইসলাম, ফটো সাংবাদিক এ হাই স্বপন, সঙ্গীত শিল্পী বীনা মজুমদার, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার বিদ্যুৎ দাস, ডা. রেজা চৌধুরী, ডা. শামীম আল মামুন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের শশুর প্রবীণ প্রবাসী আব্দুস সালাম খান প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে হারিয়েছি।

বিদায়ী বছরের বিদায়ী মাসের মধ্যে গত সপ্তাহে মিশিগানে নিজ বাসায় মারা যান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জন্মভূমি পত্রিকা'র সম্পাদক বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ও আশির দশকে সিলেটের মোস্তফা আল্লামা গোল্ডকাপ খ্যাত বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা আল্লামা (৭৭)। স্থানীয় পুলিশ তাঁর বাসার দরোজা ভেঙে লাশ উদ্ধার করে। মৃত্যু পর পরীক্ষায় তাঁর করোনা পজেটিভ রিপোর্ট আসে। মোস্তফা একাই বসবাস করতেন। তাঁর বাড়ী সিলেটের গোলাপগঞ্জে।

গত ২৩ ডিসেম্বর বুধবার মিশিগানে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন আরেক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এমএজি ওসমানীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর এবাদুর রহমান (৭৪)। তাঁর বাড়ী মৌলভীবাজারের বড়লেখার বর্ণি গ্রামে। এবাদুর রহমানের পুরো পরিবার করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী ও ২ ছেলে বেশ কয়েক দিন হাসপাতালে থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠছেন। তিনি নিজ প্রায় ৩ সপ্তাহ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ে হেরে যান। তিনি হ্যামট্রামিক শহরের বাংলাদেশ এভিনিউ সহ বায়তুল মামুর মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

প্রায় ১ মাস হাসপাতালে থেকে করোনার কাছে পরাজয় বরণ করে নেন মিশিগান ষ্টেটস বিএনপির সাবেক আহবায়ক শামীম আখতার খান (৬২)। তার দেশের বাড়ী সিলেট শহরতলির দক্ষিণ সুরমার পাঠান পাড়া গ্রামে। এনামুল হক (৫৫)। তার গ্রামের বাড়ী সিলেটের বিয়ানীবাজা উপজেলার মাথিউরায়। এনামুল হক ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রিয় মেম্বার ছিলেন।

করোনা ছিনিয়ে নিয়েছে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের নর্থ শোর এলএইজের প্যাথোলজিক্যাল বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান ডা. তৌফিকুল ইসলাম (৬১)-কে। তিনি নিউইয়র্ক বাংলাদেশী কমিউনিটির অত্যন্ত প্রিয় মুখ এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সাবেক সভাপতি ছিলেন। তিনি ২ সপ্তাহ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থেকে গত ১৩ ডিসেম্বর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বাংলাদেশী চিকিৎসকদের মধ্যে তিনি উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। ডা. তৌফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সাবেক সভাপতি। তার স্ত্রী ডা. নাঈমা ভূঁইয়া একজন খ্যাতনামা ডেন্টিস্ট।

গত ২১ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের কোনি আইল্যান্ডের বাসিন্দা ইমিগ্রেশন আইনজীবি সাঈদ আলী হায়দার (৪২) করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনি ঢাকার বাসিন্দা। হায়দার যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ সুহেলের শ্যালক।

ওয়াশিংটন মেট্রো আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইফতেখার আহমদ খসরু করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ৯ ডিসেম্বর। তিনি ভার্জিনিয়ায় মারা যান। তার ছোট ভাই লেখক-সাংবাদিক ইশতিয়াক রুপু। খসরুর দেশের বাড়ী সুনামগঞ্জ।

গত ১৯ ডিসেম্বর মাত্র ৩ ঘন্টার ব্যবধানে করোনায় নিউইয়র্কে মারা যান পিতা-পুত্র। ব্রুকলীনের বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ খাইররুজ্জামান (৬৭) ও তার একমাত্র ছেলে আবুল বাশার পান্না সিপিএ (৪৫)। তাদের দেশের বাড়ী সন্দ্বীপে। বাবা ও ছেলের করুণ মৃত্যুতে নিউইয়র্কে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

এছাড়াও করোনা কেড়ে নেয় নিউইয়র্কের বোর্ড অব এডুকেশনের ক্যারিকুলামে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথিকৃত কুইন্স কলেজের খন্ডকালীন ও লং আইল্যান্ড সিটি হাই স্কুলের শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ (৭১) মারা যান ৩০ নভেম্বর। দীর্ঘ ২১ দিন মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে লড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন নিউইয়র্ক জ্যাকসন হাইটসের বাসিন্দা গোলাম রহমান সেলিম (৪৮)। ভাগ্নির বিয়েতে ঢাকায় বেড়াতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এলমহার্স্টের শেফালী বেগম (৫৫)।

ব্রঙ্কসের বাংলাদেশী মোহাম্মদ জাফরের মৃত্যুতে বাংলাদেশীদের সাথে কেঁদেছে আমেরিকার মানুষও। সিএনএন জাফরকে নিয়ে মর্মস্পর্শী একটি প্রতিবেদন প্রচার করলে কেউই চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। আমেরিকা যাদের রক্ত ঘামে রঙিন ও মহান হয়ে উঠেছে জাফর ছিলেন তাদের একজন। নিজে অসম্ভব পরিশ্রম করে ছেলেকে পাঠিয়ে ছিলেন বিখ্যাত হার্ভাডে। পেশায় ইয়েলো ক্যাবি জাফর নিউইয়র্কের রাস্তায় ট্যাক্সি চালাতেন। মেয়েকে পড়াতেন সেরা ট্রিনিটি স্কুলে। তার জীবনের গল্প থামিয়ে দিয়েছে করোনা। জাফরের দেশের বাড়ী সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া।

পেনসেলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে সিলেটের অতি প্রিয়মুখ জুলকারনাইন জায়গীরদারের। তিনি প্রায় ৩ সপ্তাহ হাসপাতালে থেকেও আপনজনদের সান্নিধ্যে ফিরে আসতে পারেননি। সিলেটের হাউজিং ষ্টেটসের বাসিন্দা জুলকারনাইন ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ সংগঠক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান মিশিগান কমিউনিটির অন্যতম একজন মুরব্বী কামরুজ্জামান (কমই মিয়া)। তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ স্বপরিবারে মিশিগান রাজ্যের ওয়ারেন শহরে বসবাস করে আসছিলেন।

এছাড়া করোনা ছিনিয়ে নেয় মিশিগান কমিউনিটির সুপরিচিত শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. মোহাম্মদ হোসেনের পিতা সানাওর আলী, আওয়ামী লীগ নেতা ও বিশিষ্ট সংগঠক সিরাজম মুনির, দুদু মিয়া, মদরিছ আলী, বড়লেখা সমিতির উপদেষ্টা চুনু মিয়ার মা নেওয়ারুন নেসা ও পিতা মনির উদ্দীন, আনোয়ার হোসেনের মা, বিয়ানী বাজার সমিতির সভাপতি নুরুজ্জামান এখলাসের শ্বাশুড়ী সামসুন নেহার, লুৎফুর রহমান, আব্দুল আহাদ লোদী ও সুফিয়া খাতুন। মারা গেছেন মসজিদের মুয়াজ্জিন মন্তাজ খান। অত্যন্ত ধর্ম পরায়ন মন্তাজ খান ছিলেন ড্রেটয়েট শহরের মসজিদুন নুরের দীর্ঘ কালীন মুয়াজ্জিন। এদের সকলের দেশের বাড়ী বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন স্থানে।

ড্রেটয়েট শহরের অন্যতম মসজিদ আল ফালাহর খতিব ও বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আব্দুল লতিফ আজম জনান, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মসজিদের ফিউনারেল হোমে কোভিড-১৯-এ মৃতদের লাশ আসছে প্রতিনিয়ত। তারা প্রায় প্রতিদিন জানাযা পড়াচ্ছেন। করছেন দাফন কাফনের ব্যবস্থা।

নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) আর মিশিগান কমিউনিটির সব থেকে পুরনো মসজিদ মসজিদুর নুরেও প্রায় প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে মৃতদের নামাজে যানাজা। মসজিদ নুরের প্রবীন সদস্য কমিউনিটি নেতা ইকবাল হোসেন চৌধুরী এ তথ্য জানিয়ে বলেন, কেবল ডিসেম্বর মাসেই কম করে প্রায় ৩০ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন মিশিগানে।

করোনা অতিমারিতে নাকাল যুক্তরাষ্ট্রে এখন গড়ে প্রতি ৩৩ সেকেন্ডে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন একজন। মোট আক্রান্ত প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ। এ পর্যন্ত মৃত্যু প্রায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার।

করোনার থাবা ঃ নিউইয়র্কে সুপরিচিত

(প্রথম পাতার পর)

তাদের শাখা বন্ধ করে দিয়েছে।

চলতি সপ্তাহে প্রকাশিত সেন্টার ফর আরবান ফিউচারের 'স্টেট অব চেইন' শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গত ১২ মাসে নিউ ইয়র্ক সিটির কমপক্ষে এক হাজার ৫৭টি চেইন স্টোর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ডুয়েন রিডসের ৭০টি, স্টারবাকসের ২২টি এবং পেপ্রাইসিসের ২২টিসহ রেকর্ড সর্বোচ্চ চেইন স্টোর তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর আরবান ফিউচার ১৩ বছর আগে তথ্য সংগ্রহ শুরু করার পর থেকে পূর্ববর্তী সব রেকর্ড ভেঙে এবার ১৩.৩ শতাংশ চেইন স্টোর কমেছে। গত বছর চেইন আউটলেট বন্ধ হয়েছে ৩.৭ শতাংশ। যা ২০১৮ সালে ছিল মাত্র ০.৩ শতাংশ।

সেন্টার ফর আরবান ফিউচারের নির্বাহী পরিচালক জোনাথন বোলেসের বরাত দিয়ে নিউইয়র্ক পোস্ট বলছে, 'জাতীয় চেইন শপগুলো যদি এভাবে বন্ধ হয়ে যায় তবে আমাদের ধারণা হচ্ছে স্টোরে কেনাকাটা করতে যাদের ক্ষমতা বা অর্থের পর্যাপ্ত যোগান নেই তাদের জন্য দ্বিগুণ খারাপের খবর হবে এটি।'

প্রতিবেদনে বলা হয়, শহরের পাঁচটি ব্যুরোর মধ্যে ম্যানহাটনে সবচেয়ে বেশি ৫২০টি চেইন শপ বন্ধের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শহরটির প্রায় অফিসের অর্ধেক কর্মী, পর্যটক এবং বাসিন্দা শহরের বাইরে চলে গেছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রয়েছে স্যান্ডউইচ তৈরির দোকানগুলো, যারা বিভিন্ন অফিসের কর্মীদের মধ্যে খাবার সরবরাহ করত। মার্চ থেকে বাসায় বসে কর্মীরা কাজ করার ফলে তাদের অর্ডার কমে গেছে।

অন্যদিকে, প্রায় ৪০টি চেইন-শপ তাদের বহরে নতুন স্টোর খুলতে পেরেছে। তার মধ্যে ফাস্টফুডের নেতৃত্বদানকারী পেপ্রাইসিস ফ্রাইড-চিকেন ১১টি নতুন স্টোর খুলেছে।

জোনাথন বোলেস বিশ্বাস করেন যে খাদ্য-খাতে চাহিদাটা কমে যাওয়াটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাময়িক মহামারি শেষে আবার অফিসগুলো খুলে দেয়া হলে এবং কর্মীরা যোগ দিলে পুনরায় বাড়বে।

শীর্ষ ধনীদের তালিকা থেকে বাদ মুকেশ আম্বানি

(প্রথম পাতার পর)

এবার তালিকার সেরা দশ থেকে ছিটকে এগার নম্বর স্থানে চলে গেছেন আম্বানি। তার মোট সম্পত্তির পরিমাণও কমে গেছে।

এনডিটিভি জানিয়েছে, আম্বানির বর্তমান সম্পত্তির মূল্য ৭ হাজার ৬৫০ কোটি ডলার। ভারতীয় রুপিতে এটি ৫ দশমিক ৬৩ লাখ কোটি।

বছরের শুরতে আম্বানির সম্পদ ৯ হাজার কোটি ডলার। এ হিসেবে তার সম্পদ কমেছে এ লাখ কোটি রুপির। এর কারণ হচ্ছে হঠাৎ রিলায়েন্সের শেয়ার দর কমে গেছে ১৬ শতাংশ। এর পেছনে রয়েছে আমাজন। মার্কিন ই-কমার্স জায়ান্ট 'ফিউচার গ্রুপে'র সঙ্গে রিলায়েন্সের চুক্তির প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

তাদের বক্তব্য ছিল, ২০১৯ সালেই ওই সংস্থার অধীনস্থ 'ফিউচার কুপনসে' প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে তারা। এই অবস্থায় 'ফিউচার গ্রুপ' তাদের সব সম্পত্তি অন্য কাউকে বেচে দিতে পারে না।

এই বিতর্ক ও প্রতিবাদের ধাক্কাতেই কমে গেছে আম্বানির সংস্থার শেয়ার দর।

কে এই মুকেশ আম্বানি?

মুকেশ আম্বানি শুধু ভারতের নয় বরং পুরো বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের একজন। তার ভাই অনিল আম্বানিও ভারতের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। তাদের এই ধনী হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে রিলায়েন্স গ্রুপ।

আর এ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ধিরুভাই আম্বানি। তিনি আম্বানি ব্রাদারসের পিতা।

ধিরুভাই আম্বানির বড় ছেলে মুকেশ আম্বানি মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর যুক্তরাষ্ট্রের স্টানফোর্ড থেকে এমবিএ করেন।

১৯৮০ সালে পড়াশোনা শেষ করার পর বাবা তাকে দেশে ফিরতে বলেন এবং একটি পলেস্টার কারখানার দায়িত্ব দেন। মুকেশ তার বাবার কোম্পানিতে সুতা উৎপাদনের ব্যবসায় ব্যুৎপত্তি লাভ এবং ভারতের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত এ ব্যবসাকে সম্প্রসারণ করেন।

তার নেতৃত্বগুণে কোম্পানির ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী বছরগুলোতে রিলায়েন্স পেট্রোকেমিক্যাল, পেট্রোলিয়াম পরিশুদ্ধকরণ, টেলিকমিউনিকেশন, বিনোদন, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ইত্যাদি ব্যবসায় নিজেদের সম্প্রসারিত করে।

ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত রিলায়েন্স কোম্পানির ভিত মজবুত হয়ে উঠতে শুরু করে। চারদিকে ব্যবসা ছড়িয়ে দিয়ে মুকেশ আম্বানি আলোড়ন তোলেন গোটা ভারতে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে।

আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। তবে এই রিলায়েন্সের গতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয় ধিরুভাই আম্বানির মৃত্যুর পর। ২০০২ সালে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর পর দুই ভাই মুকেশ ও অনিলের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধ কোম্পানির মালিকানাকে কেন্দ্র করে। রিলায়েন্সকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ শেষ হয় তাদের মায়ের হস্তক্ষেপে এবং একটি মধ্যস্থতা হয়। মধ্যস্থতার মাধ্যমে অনিল রিলায়েন্সের টেলিকমিউনিকেশন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বিনোদনের মালিকানা পান।

মুকেশ পান কোম্পানির তেল, টেক্সটাইল এবং সব শোধনাগারের ব্যবসা।

তেল ছাড়াও, টেলিকম পরিসেবা এবং খুচরা ব্যবসায় আম্বানি সাফল্যের মুখ দেখেছেন। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল গ্রাহকের দেশে টেলিকম পরিসেবা ক্ষেত্রে মুকেশ আম্বানির সংস্থা বিনিয়োগও করেছে বিপুল পরিমাণে।

আমেরিকাকে স্তব্ধ রেখে

(প্রথম পাতার পর)

পেলোসির সমর্থনও পেয়ে গেছেন তিনি। করোনাভাইরাসের জেরে জনপ্রতি ৬০০ ডলারের নগদ সাহায্যের দাবির পরিবর্তে ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি নগদ দু'হাজার ডলার দিতে ইচ্ছুক। না হলে করোনাভাইরাসের ৯০০ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য তহবিলের বিলেও স্বাক্ষর করবেন না বলে হুমকি দিয়েছেন তিনি। এই চালে দুই দলের আইন প্রণেতাদের সমঝোতা ভণ্ডুল করে দেয়ার চতুর চাল চেলেছেন ট্রাম্প। এই ঘোষণা করেই বড়দিনের ছুটিতে ফ্লোরিডায় পাড়ি দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারাও একমত নন। উভয় দলের মধ্যেই চেষ্টা চলছে, আপাতত সমঝোতার। সাহায্যের প্যাকেজে যেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্বাক্ষর করেন। জানা গেছে, ফ্লোরিডার মার-আ-লাগো রিসর্টে পাঠানো ফেডারেল সরকার পরিচালনার অর্থ বিল স্বাক্ষর না করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। ফলে মঙ্গলবার থেকে ফেডারেল সরকারের বহু কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে বা থমকে যাবে। ফেডারেল সরকার পরিচালনার অর্থ বিল নিয়ে এমন অচলাবস্থা আগেও হয়েছে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে সমঝোতার জন্য প্রেসিডেন্টসহ আইনপ্রণেতারা সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন। এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আর কয়েক সপ্তাহ ক্ষমতায় আছেন। ২০ জানুয়ারি দুপুরে নতুন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। অথচ, এখনও নির্বাচনে পরাজয় মেনে নেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে অবস্থা ক্রমশ জটিল হচ্ছে।

অভিযোগ উঠছে, আমেরিকান জনগণকে বিভ্রান্তিতে রেখে ফ্লোরিডার রিসর্টে গলফ খেলায় ব্যস্ত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অথচ, শনিবার থেকে প্রায় মিলিয়ন আমেরিকান কর্মহীন মানুষের ভাতা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে এই শীতেও চড়ছে রাজনীতির পারদ।

উল্লেখ্য, চার মাস আলোচনার পর উভয় দলের সমঝোতায় সাহায্য প্যাকেজে কংগ্রেসে ও সিনেটে গৃহীত হয়। ৬০০ ডলারের পরিবর্তে জনগণের জন্য দু'হাজার ডলারের নগদ সাহায্যের প্রস্তাব গত বৃহস্পতিবার খারিজ করেছেন সিনেট রিপাবলিকানরা। তারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সমঝোতার বিলেই স্বাক্ষর করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এরপরই বেঁকে বসেন। রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা দলের প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবেন, না প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিপক্ষে অবস্থান নেবেন।

এটাই শেষ মহামারি নয়

(প্রথম পাতার পর)

আধানম গেব্রিয়েসুস। তিনি বলেন, করোনাই শেষ মহামারি নয়। এটা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্ববাসীকে এখনই পরবর্তী মহামারির জন্য প্রস্তুত হতে হবে, যাতে পরবর্তী মহামারি এলে আমরা আরও ভালোভাবে এর মোকাবিলা করতে পারি। খবর এএফপির।

রোববার বিশ্বজুড়ে পালিত হয় প্রথম মহামারি প্রস্তুতি দিবস। এখন থেকে প্রতিবছর ২৭ ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে দিবসটি পালিত হবে। এ উপলক্ষে এক ভিডিও বার্তায় আধানম বলেছেন, ইতিহাস সাক্ষী, এটাই শেষ মহামারি নয়। মহামারি আমাদের জীবনের অঙ্গ। এই মহামারি মানুষ, পশু এবং পরিবেশের স্বাস্থ্যের মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পরিবেশ, পশুপাখি সবকিছুর ওপর যে বিপদ নেমে আসছে, সেটা আগে প্রতিরোধ করতে হবে।

মহামারি রুখতে বিশ্ব যে পন্থা অবলম্বন করছে, তাতেও সন্তুষ্ট নন আধানম। তিনি বলেন, যখনই কোনো মহামারি আঘাত হানে, আমরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করি। তারপর থেমে যায়। ওই মহামারির কথা ভুলে যাই এবং এরপর যে মহামারি আসছে, তার সঙ্গে লড়াই করার প্রস্তুতি নিই না। এটা বিপজ্জনক অদূরদর্শিতা এবং কেন এটা হয়, বোঝা কঠিন।

আধানম বলেন, এবার সময় এসেছে এই পরিস্থিতি বদলানোর। তিনি বিশ্বের সব দেশের কাছে অনুরোধ করেছেন, দয়া করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আরও বেশি বিনিয়োগ করুন। বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যে। যাতে আমাদের সন্তান এবং তাদের সন্তানরা মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি জোগাড় করতে পারে। তিনি বলেন, গত ১২ মাসে বিশ্ব বদলে গেছে। মহামারির প্রভাব শুধু রোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমাজ ও অর্থনীতির ওপরও পড়েছে। তাই এই মহামারির কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP
প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্সটিটিউট, ইন্ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহ:
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (শুধুমাত্র ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সংক্ষিপ্ত (শুধুমাত্র প্রধান এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজসক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ: সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ: বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (শুধুমাত্র শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা
ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগ:
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
রিগোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলোভার্ড (৯ম তলা)
রিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোন: ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোন: ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



বসনিয়ার জঙ্গলে মৃত্যুর মুখে বহু

(শেষের পাতার পর)

জেঁকে বসেছে শীত। বিপজ্জনক আবহওয়ায় বসনিয়া-ক্রোয়েশিয়ার সীমান্তবর্তী শহর ভেলিকা ক্লাদুসার একটি জঙ্গলে কয়েক মাস ধরে অবরুদ্ধ হাজারো অভিবাস প্রত্যাশী। বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ মধ্যেপ্রাচ্য থেকে আসা কয়েক দেশের নাগরিক রয়েছেন। উন্নত জীবনের খোঁজে যারা অবৈধভাবে ইউরোপে প্রবেশের স্বপ্ন বুনছিলেন তাদের এক বেলা খাবারই জোটছে না। অনেকটা রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে পড়ে গেছেন অভিবাসন প্রত্যাশীরা।

গত কয়েক দিন আগে বসনিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলে অভিবাসীদের অস্থায়ী লিপা আশ্রয়শিবির আগুনে পুড়ে যাওয়ায় প্রবল তুষারপাতে খোলা আকাশের নিচেই কাটছে অভিবাসন প্রত্যাশীদের জীবন। শনিবার (২৬ ডিসেম্বর) থেকে আবহাওয়ার চরম অবনতিতে মৃত্যুর মুখে তারা। যাদের লক্ষ্য ছিল ক্রোয়েশিয়া হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করা।

সঙ্গে থাকা কম্বল এবং ব্যাগের মধ্যে ঢুকেই তীব্র শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা এক হাজারের মতো অভিবাসন প্রত্যাশী। বিভিন্ন জায়গা থেকে যেই সামন্য খাবারটুকু সহায়তা হিসেবে আসছে তা খেয়েই কোনো রকম বেঁচে আছেন তারা।

বসনিয়া সরকারও তাদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না। এখানে প্রচন্ড তুষারপাত হচ্ছে। তাপমাত্রা প্রতিনিয়ত কমছে। শীত নিবারণের জন্য কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা নেই। এক টুইটবার্তায় এমনটাই বলছিলেন বসনিয়ার আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার প্রধান পিটার ভন দুর অরায়ের্ট। তিনি আরও যোগ করেন, জীবনযুদ্ধে এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অভিবাসন প্রত্যাশীদের জীবন বাঁচাতে সাহসী রাজনৈতিক পদক্ষেপ জরুরি।

পশ্চিম ইউরোপে পৌঁছানোর প্রত্যাশায় হাজারো অভিবাসীর পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বসনিয়া। বেশির ভাগ বসনিয়ার উত্তর-পশ্চিম ক্রাজিনা অঞ্চলে আটকে আছেন। কারণ জাতিগতভাবে বিভক্ত জাতিটির অন্যান্য অঞ্চল অভিবাসীদের দায়িত্ব নিতে চাইছে না।

ঠান্ডায় অভিবাসীদের মানবেতর অবস্থা হবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বসনিয়াকে সতর্ক করেছে আগেই। রাজনীতিবিদদের একটি ঐকমত্যে আসারও আহ্বান জানানো হয়। তবে তারা কোনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি এখনো।

জীবন 'পশুর' মতো:

শনিবার (২৬ ডিসেম্বর) বসনিয়ার আন্তর্জাতিক রেডক্রসের একটি দল বিপর্যস্ত অভিবাসীদের পানি এবং কিছু ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে। খাবার বিতরণে সহযোগিতা করে সেখানে থাকা দায়িত্বরত পুলিশ। এক পাকিস্তানী অভিবাসন প্রত্যাশী কাছিম বলেন, 'আমরা এখানে পশুর মতো জীবনযাপন করছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একটা পশু আমাদের থেকে ভালোভাবে বেঁচে থাকে। আমরা যদি সাহায্য না পাই এখানে মৃত্যু অবধারিত। দয়া করে আমাদের বাঁচান।'

আরেকজন জানান, 'তিন দিন ধরে আমাদের কম্বল নেই, ঘুমানোর জায়গা নেই। সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। আশ্রয়শিবিরের ভেতরে তুষার পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে আমরা সবাই মারা যাব।'

তাদের পুনর্বাসনের জন্য বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায়ার বিহাক শহরের মধ্যাঞ্চলের এলাকা বেছে নেওয়া হয়েছিল, তবে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করলে অভিবাসন প্রত্যাশীদের সেখানে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিভিন্ন সূত্র বলছে, ২০১৯ সালের জানুয়ারী থেকে এ বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মানব পাচারকারী চক্রের খপ্পরে পড়ে অন্তত দেড় হাজার বাংলাদেশী ইতালি যাওয়ার উদ্দেশে বলকানের চার দেশে পৌঁছান। এদের মধ্যে অন্তত এক হাজার ৩০০ বাংলাদেশী গেছেন বসনিয়ায়। আর ক্রোয়েশিয়া সীমান্তবর্তী বসনিয়ার জঙ্গলসহ আশপাশে অভিবাসীদের উপস্থিতির কথা বলা হচ্ছে, তাদের বড় অংশই বাংলাদেশের নাগরিক।

সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপে যাওয়া গত কয়েক বছর ধরে বিপজ্জনক হয়ে উঠায় এখন স্থলপথ বেছে নিচ্ছেন অনেকে। দালালদের খপ্পরে পড়ে অনেকে সীমান্ত হয়ে ইউরোপ ঢোকার চেষ্টা চালান। এর মধ্যে বসনিয়া হয়ে ক্রোয়েশিয়ার প্রবেশের অন্যতম একটি পথ। কিন্তু ক্রোয়েশিয়া সরকার সীমান্তজুড়ে কঠোর নজরদারির আওতায় আনায় ইউরোপে প্রবেশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সীমান্তরক্ষীদের নির্মম নির্যাতনের মুখে পড়ছে অভিবাসন প্রত্যাশীরা। সূত্র: ভয়েস অব আমেরিকা

করোনার আরেক ধরন মিলল নাইজেরিয়ায়

(প্রথম পাতার পর)

আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশে করোনাভাইরাসের নতুন একটি ধরনের আবির্ভাবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, অন্য দুটি দেশের চেয়ে নাইজেরিয়ার ধরনটি চরিত্রগতভাবে ভিন্ন। অর্থাৎ আলাদা 'ভেরিয়্যান্ট'। কিন্তু মিল একটাই–বাকি দুটির মতো এটিও মিউটেশন ঘটিয়ে সংক্রমণ ক্ষমতা বাড়িয়েছে। আফ্রিকা সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের পরিচালক জন কেনগাসং বলেন, ব্রিটেন ও দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে এটি ভিন্ন স্ট্রেন।

নাইজেরিয়ায় যে স্ট্রেনটি দেখা যাচ্ছে, সেটি সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া গেছে। তবে এটিতেও দক্ষিণ আফ্রিকার '৫০১.ভি২' স্ট্রেনের মতো '৫০১ মিউটেশন' ঘটেছে। নতুন স্ট্রেন সম্পর্কে গবেষণা চলছে বলে জানিয়েছেন কেনগাসং। নাইজেরিয়ায় ২০ কোটিরও বেশি মানুষের বাস। অন্য অনেক দেশের তুলনায় এখানে সংক্রমণ কম ছিল এত দিন। সম্প্রতি দৈনিক সংক্রমণ হাজার ছাড়িয়েছে এ দেশে।

করোনাভাইরাসের নিত্যনতুন চমকে কার্যত নাজেহাল গোটা বিশ্ব। মোট সংক্রমণ আট কোটি ছাড়িয়েছে। সাড়ে ১৭ লাখ মৃত্যু। এই পরিস্থিতিতে প্রায় মলিন বড়দিন। বেথেলহেমে ক্রিসমাস ইভে বড় শোভাযাত্রা হয়। এবারও ব্যান্ড-বাজনা সবই ছিল, কিন্তু দেখার জন্য লোক ছিল হাতে গোনা।

বিদেশ ফেরতদের তারকা হোটেলে

(প্রথম পাতার পর)

সংক্রমণের হার। এর মধ্যে যোগ হয়েছে করোনার শক্তিশালী একটি ধরন। যুক্তরাজ্যে করোনার যে নতুন রূপ পাওয়া গেছে, তার কাছাকাছি শক্তিশালী ধরনের অস্তিত্ব মিলেছে বাংলাদেশেও। এ অবস্থায় শীত মৌসুমে করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় কঠোর অবস্থানে সরকার। প্রথম ঢেউয়ের ভুলত্রুটি বিশ্লেষণ করে প্রণয়ন হচ্ছে কর্মপরিকল্পনাও। এর অংশ হিসেবেই একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা বাস্তবায়নে হার্ডলাইনে যাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো।

পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোর আদলে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের সুরক্ষা দিতে এবং তাদের মাধ্যমে অন্যরা যেন আক্রান্ত না হন সে লক্ষ্যে দেশের কয়েকটি তারকা মানের হোটেলে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে যাচ্ছে সরকার। গত বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের ভার্চুয়াল মিটিংয়ে এ সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদেশ ফেরত যাত্রীরা দেশে নামতেই তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজ খরচে উন্নত মানের (টু-স্টার, থ্রি-স্টার, ফাইভ-স্টার) হোটেলে বাধ্যতামূলক ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারিন্টেনে থাকার সুযোগ পাবেন।

ওই হোটেলেই তাদের থাকা-খাওয়া থেকে শুরু করে চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হবে। কোনো যাত্রী হোটেলে যেতে না চাইলে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য পাঠানো হবে সরকার নির্ধারিত দিয়াবাড়ি বা হজক্যাম্পে। পুরো বিষয়টি মনিটরিং করবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

ওই মিটিংয়ে অংশ নেওয়া বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রসহ সব দেশের যাত্রীরা বাংলাদেশে ঢুকলেই তাদের যেতে হবে বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে। তবে বিদেশি বা বাংলাদেশি বিত্তশালীদের স্বাচ্ছন্দ্যে কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেশের কয়েকটি তারকা হোটেলে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। যেহেতু তারা পশ্চিমা বিশ্বের লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত। বিমানবন্দরে অবতরণের পর যাত্রীদের ইচ্ছা বা আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন তারকা হোটেলে পাঠানো হবে। সেখানে গিয়েই স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের করোনা স্যাম্পল সংগ্রহ এবং আনুসাঙ্গিক সেবা প্রদান করবেন। কোনো যাত্রীর করোনা পজিটিভ হলে তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় হাসপাতালে পাঠানো হবে। যাত্রীদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাব্যবস্থার দেখভালে থাকবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর প্রশিক্ষিত সদস্যরা।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় করণীয় সংক্রান্ত ওই সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়, এখন থেকে বাংলাদেশে এলে করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট থাকলেও সব বিদেশিকে নেওয়া হবে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে। ১৪ দিনের সতর্কতামূলক এ ব্যবস্থার সব খরচও বহন করতে হবে নিজেদের। এটি বাস্তবায়নের জন্য দেশের কয়েকটি তারকা হোটেলের সঙ্গে চুক্তিতে যাচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

অন্যদিকে বিদেশফেরত প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও কোয়ারেন্টিন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এ জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে সরকারি কোয়ারেন্টিন কেন্দ্র। সেখানে সরকারই তাদের খরচ বহন করবে। তবে প্রবাসীদের কেউ তারকা হোটেলে কোয়ারেন্টিন করতে চাইলে নিজেকেই বহন করতে হবে সব খরচ। আর কোয়ারেন্টিন এড়াতে কারও পক্ষে যদি তদবির আসে, তা হলে উভয়ের বিরুদ্ধেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জানা গেছে, দেশের সব বন্দরে ইমিগ্রেশন সম্পন্নের পর থাকবে চুক্তিবদ্ধ হোটেল ও কোয়ারেন্টিন সেন্টারের তালিকা। সে অনুযায়ী আগতরা নিজেদের পছন্দমতো হোটেলে উঠতে পারবেন। ১৪ দিন কোয়ারেন্টিন সম্পন্নের পর রিয়েল টাইম পিসিআর টেস্ট হবে। তাতে করোনা নেগেটিভ এলেই কেবল মিলবে মুক্তি। যদি পজিটিভ আসে তা হলে আরও ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন ও চিকিৎসার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া দেশের সব স্থল, নৌ ও বিমানবন্দরে থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বিমানবন্দরে করোনার সার্টিফিকেটের সত্যতা যাচাইয়ে বসেছে বার কোড স্ক্যানার। খুব সহজেই এতে বোঝা যাবে সার্টিফিকেট আসল না নকল। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মফিদুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় কোয়ারেন্টিন ব্যবস্থা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এ জন্য উন্নতমানের হোটেলগুলোর সঙ্গে চুক্তি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেখানে বিদেশিদের নিজ খরচে থাকতে হবে। আর প্রবাসী বাংলাদেশিরা সরকারি ব্যবস্থাপনায় কোয়ারেন্টিনে থাকবেন। আবার ইচ্ছা করলে নিজ খরচে তারকামানের হোটেলেও থাকতে পারবেন। করোনাকালেও বিদেশফেরত যাত্রীরা যেন দেশে ফিরে উন্নত বিশ্বের আদলে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে থাকতে পারেন সে লক্ষ্যে এ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কালো কফি না চা, কোনটি

(প্রথম পাতার পর)

শক্তিও বাড়ায়। কারো পছন্দ দুধ-চিনি দিয়ে চা-কফি, কেউ আবার দুধ-চিনি ছাড়াই কালো চা বা কফি খেতে ভালোবাসেন। এ দুটি পানীয়ের মধ্যে কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী তা নিয়ে অনেকেরই দ্বিধান্বিত হন। কালো চা বা কফি খেলে যেসব স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়-

কালো কফি : যারা ফিটনেস নিয়ে বেশি ভাবেন তারা কালো কফি খেতে খুবই পছন্দ করেন। বিশেষ করে ভারী ব্যায়ামের পর এক কাপ কালো কফি আদর্শ পানীয় হতে পারে। এটি ব্যায়াম করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়। সেই সঙ্গে বিপাকের হার বাড়ায়। কালো কফির মধ্যে ক্যাফেইন ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়াম রয়েছে। ওইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ এপিডেমিয়োলজিতে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, যারা নিয়মিত কালো কফি খান, তাদের মধ্যে স্থূলতা এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ড় হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। এ ছাড়া এক কাপ কালো কফিতে জিরো পরিমাণে ক্যালরি থাকে।

কালো চা : কালো কফির তুলনায় কালো চায়ের মধ্যে ক্যাফেইনের পরিমাণ কম থাকে। কালো চায়ের মধ্যে কোনো স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে না। কালো চা রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে ওইউরোপিয়ান জার্নাল অফ নিউট্রিশনে প্রকাশিত নিবন্ধ অনুযায়ী, যারা নিয়মিত কালো চা পান করেন, তারা অতিরিক্ত ক্যালরি ঝরাতে পারেন। এক কাপ কালো চায়ে ২ ক্যালোরি থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কালো কফি এবং কালো চা, দুটিই স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসেবে বিবেচিত। যারা যার পছন্দ অনুযায়ী পানীয় বেছে নিতে পারেন। যদি সকালে ওয়ার্ক আউট বা ব্যায়াম করেন, তাহলে কালো কফি খেতে পারেন। কারণ সকালে কালো কফি খেলে বিপাকের হার অনেকটাই বেড়ে যায়। কিন্তু আপনি যদি খুব বেশি ক্যাফেইন গ্রহণ করতে না চান তাহলে কালো চা খাওয়াই ভালো। যারা উচ্চ রক্তচাপ এবং অতিরিক্ত উৎকণ্ঠায় ভোগেন তাদের কালো কফি এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। তবে সন্ধ্যার পর কারোরই কালো কফি খাওয়া উচিত নয়। কারণ এতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

২২ বছর ধরে তাহাজ্জুদ ছাড়ি নাই : শামীম

(প্রথম পাতার পর)

সংসদ সদস্য এ.কে.এম শামীম ওসমান। তিনি বলেছেন, 'আয়, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে হাত দে। সাধারণ মানুষ হিসেবে একটু লড়াই করি। আমাদেরকে ইসলাম বোঝান। ২২ বছর ধরে তাহাজ্জুদ ছাড়ি নাই। ধর্ম সবার। ধর্মের জবাব আল্লাহর কাছে দেবো।'

আজ শনিবার নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের নাভানা ভূঁইয়া সিটি বালুর মাঠে থানা আওয়ামী লীগ আয়োজিত কর্মী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। শামীম ওসমান বলেন, 'ওরা আজকে বলছে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য মানিনা। কালকে বলবে নারীরা ঘর থেকে বের হতে পারবে না। পরশু বলবে একুশে ফেব্রুয়ারিতে ফুল দেওয়া যাবেনা। তারপর বলবে ১৬ ডিসেম্বরে শহীদদেরকে শ্রদ্ধা জানানো যাবে না। তারপর বলবে পহেলা বৈশাখ করা যাবে না। একটার পর একটা কথা তারা বের করবে। এই কথাগুলো একটি চক্র বাংলাদেশের কিছু আলেমদের দিয়ে বলাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেমরা এদের সঙ্গে নেই। এদের জন্য বাহির থেকে টাকা আসছে।'

কর্মী সম্মেলনে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশকে একটা ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র বানাতে আবারও মরিয়া হয়ে উঠেছে একটি চক্র। এর আগে তারা শেখ হাসিনাকে মাইনাস করতে চেয়েছিল। কিন্তু এবার তারা শেখ হাসিনাকে না, আওয়ামী লীগকে না। পুরো দেশটাকেই অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাচ্ছে।'

শামীম ওসমান আরও বলেন, 'এই দেশটাকে সিরিয়া ও তালেবান রাষ্ট্রের মতো বানাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা। আমাদের ভবিষ্যত বংশধররা একটা নতুন তালেবান ও সিরিয়ার মতো একটি দেশে বসবাস করবে। ওরা আমাদের দেশটাকে সেই জায়গায় নিতে চায়।'

সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামীলীগ ও সকল সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে আয়োজিত ওই কর্মী সভায় সভাপতিত্ব করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন মিয়া।

এ ছাড়া সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, নাসিক ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ওমর ফারুক, ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাহজালার বাদল, ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আরিফুল হক হাসান, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র-২ ও ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মতিউর রহমান, ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রুহুল আমিন মোল্লা, ১০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ইফতেখার আলম খোকনসহ স্থানীয় অনেক নেতৃবৃন্দ।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্যামেরায় ধরা পড়ল

(প্রথম পাতার পর)

ফুট উপর দিয়ে উড়ছিলেন। এর আগে এই রহস্যময় উড়ন্ত মানবকে অন্তত দুবার দেখা গিয়েছিল। তবে এই প্রথম তাকে ক্যামেরায় ধারণ করা গেছে। একটি স্থানীয় বিমান চালনা স্কুল 'স্লিং পাইলট একাডেমির' ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এই ভিডিওটি শেয়ার করা হয়েছে।

স্কুলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভিডিওটি তাদের একজন ফ্লাইট প্রশিক্ষক সোমবার ধারণ করেছেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে একা একজন মানুষ ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে পানির উপরে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। যদিও এটি দেখে মনে হচ্ছে একজন মানুষ বিশেষ পোষাক পরে আকাশে উড়ছেন তবে ১০০% নিশ্চিত বলা যাবে না যে সে আকাশে অনুপ্রবেশকারী। স্কুলটি জানায়, ভিডিওতে দেখে এটাকে জেট প্যাক মনে হলেও এটা ড্রোন বা অন্যকিছুও হতে পারে।

যদি এটি জেট প্যাকের লোক হয় তবে এটির আইনী অনুমতি নিয়ে পরীক্ষার উড্ডয়ন কিনা যাচায় করতে হবে। অথবা লস অ্যাঞ্জেলেস বিমান বন্দরে সাম্প্রতি দেখা জেট প্যাকটি কিনা, যেটা বিমান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেছিল। জেট প্যাকগুলি বাস্তবে রয়েছে। এমনকি লস অ্যাঞ্জেলেসের কাছাকাছি এর প্রস্তুতকারকও রয়েছে।

গত আগস্টের শুরুর দিকে স্থানীয় পুলিশ, এফবিআই এবং ফেডারেল এভিয়েশন প্রশাসন লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ৩,০০০ উচুতে সন্দেহভাজন জেটপ্যাক ভ্রমণকারীকে দেখতে পায়। এটি নিয়ে তারা তদন্তের ঘোষণা দিয়েছে। দুটি পৃথক বিমান সংস্থার ক্রু রাও এটিকে দেখার কথা জানিয়েছিল, কিন্তু তখন কোনো ভিডিও ছিল না। আরো এয়ারলাইন্সের ক্রুরা অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে এটিকে ৬০০০ ফুট ওপরে দেখার কথা জানিয়েছিল।

এ ব্যপারে কারো কাছে কোনো তথ্য থাকলে লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

দাদা কাদেরের জন্য দোয়া চাইল ছোট্ট

(প্রথম পাতার পর)

যান অভিনেতা আবদুল কাদের। সকালেই তার মরদেহ মিরপুরের বাসভবনে নেওয়া হয়। দুপুর ১টার দিকে প্রথম জানাজার জন্য যখন আবদুল কাদেরের মরদেহ নেওয়া হচ্ছিল সে সময় লুবাবা আরও বেশি ভেঙে পড়ে। গণমাধ্যমকর্মীরা লুবাবার কাছে গেলে কাঁদতে কাঁদতে সবার কাছে দাদুর জন্য দোয়া চায় সে।

ফুঁফিয়ে কাঁদতে কাঁদতে লুবাবা বলে,আমার দাদুর জন্য সবাই দোয়া করবেন। তাকে যেন আল্লাহ বেহেশত দান করেন।

দাদার সঙ্গে সর্বশেষ কী কথা হয়েছিলে জানতে চাইলে লুবাবা জানায়, দেশে আসার পর দাদার সঙ্গে আর কথা হয়নি তার।

ক্যান্সারে আক্রান্ত অভিনেতা আবদুল কাদের শনিবার সকাল ৮টা ২০ মিনিটে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

ছেলের ঘরের নাতি সাদমান এহসাস ও নাতনি সিমরীন লুবাবা ছিল আবদুল কাদেরের প্রাণ। তাদের নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন তিনি। এমনটিই জানিয়েছেন কাদেরের স্ত্রী খাইরুন নিসা।

তিনি বলেন,সব কাজ শেষ করে যেতে পারেননি উনি, কিছু কাজ তো বাকি আছে। নাতি-নাতনিরা তার জান ছিল, সব সময় বুকে আগলে রাখতেন, পাগল ছিলেন... শেষবারের মতো উনি দেখে যেতে চাইতেন, নাতি-নাতনি পড়াশোনা করবে; নাতনি এখন যে অভিনয় করছে, ওটা নিয়মিত করবে। তারপর সে গান শিখবে। তারপর তার ইচ্ছে ছিল, সে ডাক্তার হবে। এই কাজগুলো তিনি করে যেতে পারলেন না। নাতনিকে নিজে কেঁদে-কেঁদে অভিনয় করে দেখাতেন... এভাবে করবে...', বলছিলেন অভিনেতা আবদুল কাদেরের স্ত্রী খাইরুন নেসা।

শনিবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল মারা যান অভিনেতা আবদুল কাদের। সকালেই তার মরদেহ মিরপুরের বাসভবনে নেওয়া হয়। সেখানেই গণমাধ্যমের সামনে অভিনেতার স্ত্রী খাইরুন নেসা স্বামীর অপূর্ণ ইচ্ছের কথা জানান।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

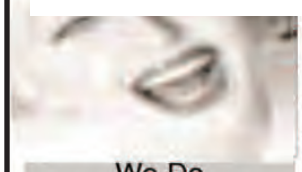
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



আমার পরিবারের সবার জন্য দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of NATP AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights



দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ বিল : প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাক্ষরে নতুন করে শর্তযুক্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনা মহামারিতে বিপর্যস্ত আমেরিকানদের সহায়তায় দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ কংগ্রেসে পাস হলেও বিলটিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বাক্ষরে নতুন করে শর্তযুক্ত আপত্তি দেয়ার ফলে আটকে গেছে জনপ্রতি ৬০০ ডলারের দ্বিতীয় স্টিমুলাস বিল। সোমবার (২১ ডিসেম্বর) কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে ৩৫৯-৫৩ এবং উচ্চকক্ষ সিনেটে ৯১-৭ ভোটে বিলটি পাস হয়। বিলটি পাশের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প জনপ্রতি ২০০০ ডলার প্রনোদনা দেয়ার প্রস্তাব করলে হাউজের ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্যরা তা বাস্তবায়নে সম্মত হলেও ট্রাম্পের এই শর্ত মানতে না রাজ ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান সদস্যরা। ফলে নতুন করে সঙ্কট দেখা দিয়েছে দ্বিতীয় স্টিমুলাস বিল পাশে। আমেরিকার রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা বিষয়টিকে বৃহৎ দুই দলের রাজনৈতিক খেলা হিসেবে অভিহিত করছেন।

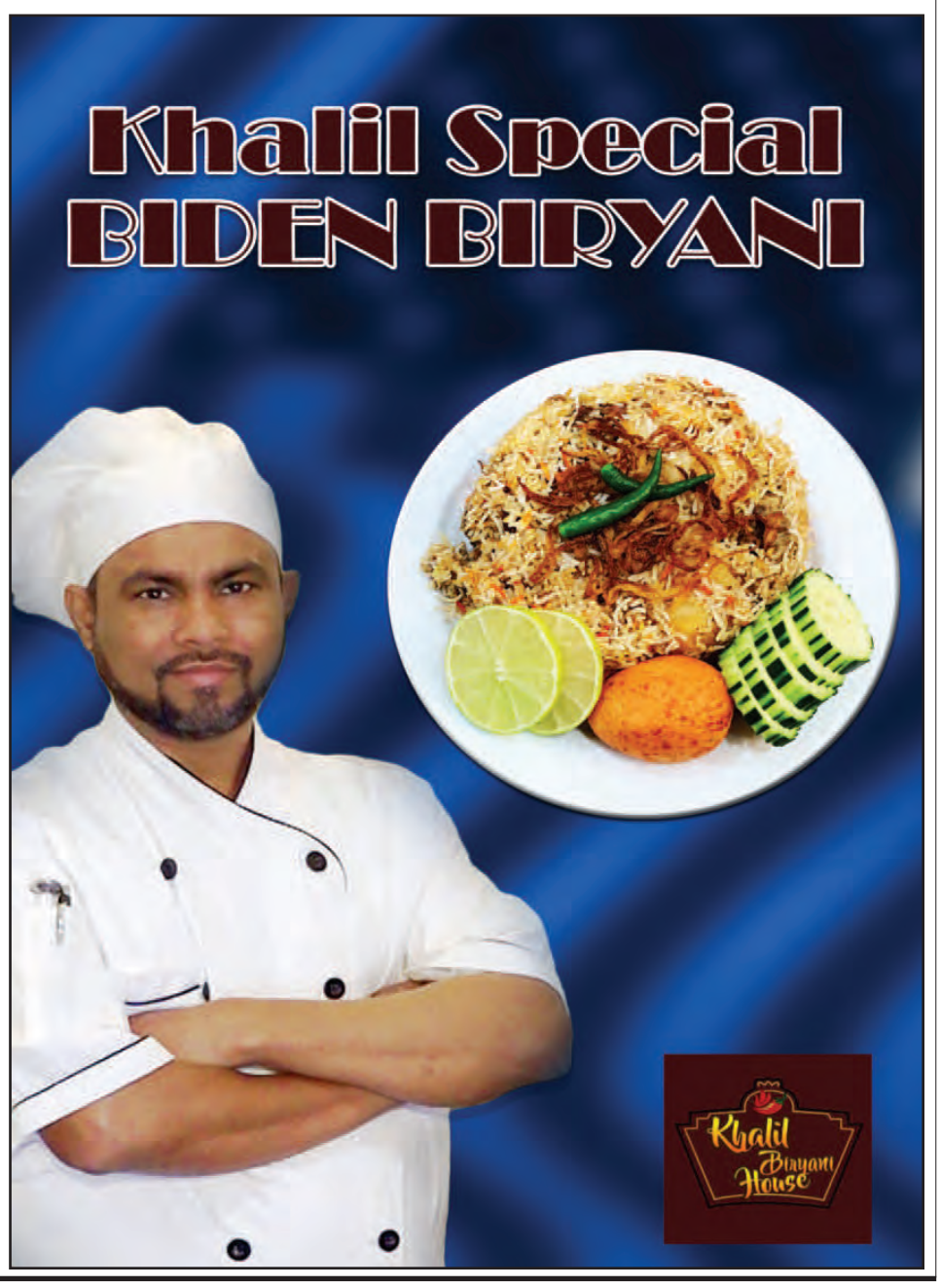
এদিকে রিপাবলিকান দলীয় প্রভাবশালী সিনেটর রয় ব্লুন্ট বৃহস্পতিবার বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জনপ্রতি যে ২০০০ ডলার প্রনোদনা দেয়ার প্রস্তাব করেছেন তা পাশ করা সম্ভব নয়। বরং কোভিড-১৯ এর এই সময়ে হাউস পাশকৃত বিলে স্বাক্ষর করার জন্য প্রেসিডেন্টর প্রতি অনুরোধ জানান।

অপরদিকে বিলটি পাশের জন্য সেটি ফ্লোরিডায় পাঠানো হয়েছে। বড়দিন উদযাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বর্তমানে সেখানে রয়েছে। পাশাপাশি হাউজ স্পীকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রস্তাবিত জনপ্রতি ২০০০ ডলার প্রনোদনা দেয়ার বিল পাশের বিষয়ে সোমবার (২৮ ডিসেম্বর) অধিবেশন আহ্বান করেছেন এবং এই অধিবেশনে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নিতে হাউসে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।











রাজশাহীতে সাবা'র শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র থেকে পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সোশ্যাল এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ এ্যাডভান্সমেন্ট-সাবা'র পক্ষ থেকে অসহায় মানুষের মাঝে শীতের কম্বল বিতরণ করেছে। গত ১৮ ডিসেম্বর শুক্রবার সকালে রাজশাহীতে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিবন্ধী, পথশিশু ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে শীত থেকে পরিত্রাণ পেতে কম্বল দেওয়া হয়। একইসাথে করোনা সচেতনতায় মাস্কও বিতরণ করা হয় সাবার পক্ষ থেকে।

ঐদিন সকালে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন, ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল হাসপাতাল, লক্ষিপুর, রাজশাহীর সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার বারিউল ইসলাম ও রাজশাহী কলেজের ভূগল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. জহিরুল ইসলাম ফারুক। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাবা'র রাজশাহী বিভাগীয় পরিচালক এস.এম. এমদাদুর রহমান সুমন, সাংবাদিক রুবেল, আব্দুল মুকিত, মাসুদ রানা তুষার, মুনু, নাদিম, জীবন, এস.এম. সোহানুর রহমান সোহান এবং প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধি ও সাবার নিবেদিত কর্মি শারমিন আক্তার দোলন সহ আরও অনেকে।

কনকনে ঠান্ডায় পদ্মা পাড়ের হতদরিদ্র মানুষ শীতের কম্বল পেয়ে মহাখুশি।

সাবা'র প্রতিষ্ঠাতা ও নিউজবিডিইউএস'র সম্পাদক এস এম জাহিদুর রহমান জানান, শীতে সারা দেশের অসহায় মানুষ খুবই কষ্টে দিনতিপাত করছে। শীতের কষ্ট লাঘবে কম্বলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করেছি। এসময় শীতার্তদের শীত বস্ত্র বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

চলতি বছরের মার্চে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক জাহিদুর রহমানের উদ্যোগে বেশ কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশী মিলে দুস্থ-অসহায় ও দেশ-জাতির কল্যাণের নিঃস্বর্থে কাজ করতে সাবা'র কার্যক্রম শুরু করে। বিশেষ করে সারা বিশ্বে করোনা মহামারীতে অসহায় মানুষের কথা ভেবে পথচলা শুরু করে তারা। খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশের মানুষের সহযোগিতা করে বেশ সাড়া ফেলে। বিশেষ করে উত্তারঞ্চলে সাব্বর কার্যক্রম দেখে অত্যন্ত খুশি সাধারণ মানুষ।

ইতোমধ্যে কয়েক হাজার দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করেছে। গত আগষ্টে যখন উত্তারঞ্চলে বন্যায় মানুষ বাড়িঘর, দোকানপাট, বসতভিটা, জমি-জিরাত ও ফল-ফসল হারিয়ে যখন দুর্বিষহ কষ্ট করছিল। তখন চাল, ডাল, আলুসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসমগ্রী নিয়ে শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে হাজারখানিক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সহযোগিতা করে সাবা। এছাড়া কর্মসংস্থানের জন্য মহিলাদেরকে সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছে সেবামূলক সংগঠনটি। করোনা দুর্যোগে কয়েক শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা ও খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে। এমনকি বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যয়ভর গ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছে তারা। আর করোনা সংকটকালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে দেশব্যাপী সাধারণ মানুষকে দিচ্ছে ফ্রি টেলিহেলথ সেবা।

যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগ ও আওয়ামী পরিবারের বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবার বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় এক অনলাইন জুম এর মাধ্যমে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় মিলিত হয়। আলোচনা সভা সঞ্চালন করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ড. প্রদীপ কর। সভার প্রারম্ভে ড. প্রদীপ কর কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ প্রদানের পর স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী পরিবারের পক্ষ থেকে দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে আত্মহুতি প্রদানকারী সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক যারা এখনো বেঁচে আছেন তাদের ও তাদের পরিবারের জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হয়। দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা শরীফ কামরুল আলম হীরা।



দোয়া অনুষ্ঠানের পর ভার্চুয়াল সভায় অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিতি সভাকে মুক্তিযোদ্ধাদের তারার মেলায় পরিণত করে। সভায় উপস্থিত সকলেই বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধ সময়ের গল্পে তাদের বক্তব্যগুলোকে উপভোগ্য ও প্রাণবন্ত করে তুলে। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার আলবদরদের তালিকা যথাযথভাবে প্রণয়ন তরান্বিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দূতাবাসগুলোকে তৎপর হওয়ার বিষয়ে আহবান জানান। সভায় প্রায় সকল বক্তাই তাদের বক্তব্যে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে কিছু স্বার্থান্বেষী ধর্ম ব্যবসায়ী মোর্চা কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য বিরোধী উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান ও তাঁর ভাস্কর্য ভাঙার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান এবং সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাদের অবিচল আস্থা ও ভালোবাসার কথা অবিস্বরণীওভাবে স্মরণ করার কথা উল্লেখ করেন। বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

ভার্চুয়াল সভায় অলোচনায় অংশগ্রহন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, আব্দুল মুকিত চৌধুরী, খুরশিদ আনোয়ার বাবলু, ফারুক হোসাইন, মকবুল হোসেন তালুকদার, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী, জুয়েল মোহাম্মদ জামাল ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সি বশির উদ্দিন, ছাদেকুল বদরুজ্জামান পান্না, এডভোকেট শাহ মো: বখতিয়ার, শরীফ কামরুল আলম হীরা, এমএ করিম জাহাঙ্গীর, অধ্যাপিকা শাহনাজ মমতাজ, আক্তার হোসেন, জামাল হোসেন, শাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় আরও সংযুক্ত ছিলন মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, হিন্দোল কাদির বাপ্পা, হাকিকুল ইসলাম খোকন, হেলাল মাহমুদ, মোহাম্মদ ইলিয়ার রহমান, সুবল দেবনাথ, রমেশ নাথ, মিজবাহ আহমেদ, ফরিদ আলম, জালালউদ্দিন জলিল, কায়কোবাদ খান, আশাফ মাসুক, জাকির হোসেন হিরু ভূইয়া, আশরাফ উদ্দিন, মোল্লা মাসুদ, মিজানুল হাসান, দেলোয়ার মোল্লা, টি মোল্লা, উৎফত মোল্লা, সেবুল মিয়া, নাদের আলী মাষ্টার, রহিমুজ্জামান সুমন, রিন্টু লাল দাস, ফরিদা আরভি, আতাউর রহমান তালুকদার, হেলেমউদ্দিন, ইফজাল চৌধুরী, জামাল বক্স, আলীমউদ্দিন, শারমিন তালুকদার, রাহিমুল হুদা, রুমানা আখতার, হাসান, মনজুর চৌধুরী, শেখ জামাল হোসেন, মো: মাঈনুদ্দিন ও মিজানুর চৌধুরী। পরিশেষে ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগকে আরও জোরদার ও সুসংগঠিত করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





সাহিত্য সাময়িকী

একা মানুষ একা নয়

দিলারা হাফিজ

একা মানুষ একা তো নয়,
সঙ্গে থাকে স্মৃতির বহর...
শৈশবের ঐ ডোবা থেকে উঠে আসে, বর্ষা-ব্যাঙ,
আনন্দে সে ডাক ছাড়ে যে ঘ্যাড়ং ঘ্যাং,
উড়ন্ত এক যৌবন নাচে শঙ্খ-মুদ্রা-আসন-জুড়ে
পরান্নজীব প্রেমগুলো যে দরোজায় এসে কড়া নাড়ে,
একা মানুষ একা তো নয়,
সঙ্গে থাকে স্মৃতির বহর...
কাল-প্রহরে ফিরে আসে অনঙ্গ এক দীর্ঘশ্বাস
ক্ষণবাদের তাৎক্ষণিকে ঝরে পড়ে অবিশ্বাস
গোপনে যে কেঁদেছিলো চোখের ভেতর জল-ঝরিয়ে
পড়ছে তাকে মনে যে হায় একাকী আজ ঘুম-সরিয়ে
একা মানুষ একা তো নয়,
সঙ্গে থাকে স্মৃতির বহর...
স্বপ্ন-ব্রতী দূরাভাষে দূরে দূরে ছিলো যারা
বৃষ্টি-ভেজা সন্ধ্যা-কূলে ঘুরে-ফিরে আসছে তারা
অশ্রুসজল বিরহ ব্যাকুল তাপদগ্ধ অভিমানে
শ্রাবণে তার বুকের ভেতর ঝড় তুলে যে অকারণে;
একা মানুষ একা তো নয়,
সঙ্গে থাকে স্মৃতির বহর.....

উহ্য ঋতুর সংগীত

বীরেন মুখার্জী



পৃথিবীর আহ্লাদী বিকালে আমি এক উহ্য
ঋতু; ক্ষীণকণ্ঠ, আলোচিত ভীড়ের ভেতর সংগুপ্ত
থেকে থেকে বিশীর্ণ রোদ্দুর ছুঁয়ে গড়িয়ে
নেমেছি উন্নয়ন হাওয়ায়; এভাবেই উপল ভূমির
দিকে যেতে যেতে ভেতরে জমিয়েছি
কানামাছি দিন, বিবর্ণ হেমন্ত আর ঘরহীন
মানুষের প্রতীতি-

চোখে আমার মুদ্রিত আছে সময়ের দারুণ
গরল; অনেক না-বলা কথা, ধূসর ও রুগ্ন
ইতিহাস; আছে- সময়ের কুণ্ঠনালী বেয়ে
গড়িয়ে পড়া স্বেদ; উজ্জ্বল আশাবাদও; তবুও হে
প্রান্তরের মানুষ- মনে রেখো, সৃজনের আঁধারে
শুধু তোমাদের গানই গেয়েছি; একদিন-
বহুদিন, সমষ্টির পরিসর ভেঙে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম
স্বর- নগর ও জনপদে-

স্মৃতি বিস্মৃতি

আদিল মাহমুদ

সুরমা নদীর স্তব্ধতায় একা। কিছু দূরে স্নেহরেখা জেগে ওঠে, জোছনা মাখানো মেঘে, বিন্দু বিন্দু শরীরে, কুয়াশা আবর্তিত স্বপ্নে।

বিষণ্ণ বেদনায় ছড়িয়ে রঙ-বেরঙের খন্ড খন্ড স্মৃতি। সেই বাড়ি যেখানে আছে আম্মার তাসবি পাঠের মঞ্চ। মায়াময় সুর ভেসে আসে জানালার ফাঁক গলে, পাখিরা জানায় বাসনার কথা, বাতাসে বাতাসে ধ্বনিত আত্মার নির্বাসিত দুঃখের গান।

এসব প্রেমময় স্মৃতির কাছে মৃত্যুও হারায় নিজ যৌবন!

হেমন্ত

জাহাঙ্গীর ফিরোজ

আজ ভোরে যখন দু'চোখে আসিয়া লাগিল সূর্যালোক
দেখিলাম চতুর্দিকে কেমন যেন শুধু কুয়াশা ভেজা আলো আলো আলো
বুঝিলাম হেমন্ত চারিদিকে
কুয়াশার মতো আলোছায়ার মতো অন্ধকারের শরীর বেয়ে
সে নেমে এসেছে গ্রামের পথে প্রান্তরে।



আমাদের এই শহরে কি হেমন্ত আসে?
কুয়াশার হালকা চাদরের মতো
ছড়িয়ে পড়ে জানালার খোলা বাতাসে
ভেজা ভেজা চৌকাঠে কার্নিশে
মাকড়সার ধূসর এলোমেলো জালে
শিশিরের কণাগুলো সব আন্দোলিত হতে থাকে শূন্যতায়।

হঠাৎ দেখিলাম
আমাদের গলিটার বিষণ্ণ শরীরে
কার সাজি থেকে যেন ঝরে পড়া
অসংখ্য ফুল আর পাতার সংলাপ

চেয়ে দেখি দেয়ালের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে একা শেফালিকা।

শরৎ চলিয়া গেছে ভাবিলাম আশ্বিনেরা কেন চলে যায়
কেন আলোঝলোমল দিনগুলো সব
ঘনিয়ে আসে গহন গভীর সব কার্তিকের সন্ধ্যা
আনে ক্রমাগত হেমন্তের ছায়া
কেন হেমন্ত বিছিয়ে দেয় পথে পথে ঝরাফুলদল

দেখিলাম আরো দু'টি ফুল ঝরিল তাহার অঞ্চল থেকে পথে।

হেমন্ত চলিয়া যাবে এই ভেবে ফিরিলাম গ্রামের বাতাসে
দেখিলাম খালের ওপারে এখনো রয়েছে বাঁধা ধর্মজাল
শীর্ণকায় জলস্রোত, ওপরে স্থির উড়িতেছে মাছরাঙ্গা ;

আমার শৈশব ওই ধর্মজালে ঝুলে থাকা মাছেদের মতো
বেরিয়ে আসতে চাইছে বিস্মৃতির শূন্যতা থেকে
ঠিক তখনি বিকেলের পড়ন্ত রোদে স্থির মাছরাঙাটির মতো
ঝুপ করে নেমে এলো অঘ্রাণ

জলের নিস্তব্ধতা ভেঙে ঠোঁটে তুলে নিলো আমার শৈশব।

সহসা প্রন্তরে দেখিলাম শন আর সরিষার ক্ষেতে হলুদ পতাকা
তারপর ক্রমাগত মাইল মাইল ঘন সবুজের বুকে নীল ফুল।

ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে
মাঠে জ্বলিতেছে নাড়া
স্থির ধোঁয়ার কুন্ডলি মন্থর বাতাসে
দিগন্তের দিকে উড়ে যেতে যেতে সন্ধ্যাকে ডেকে আনিতেছে
মনে হলো হেমন্তের পাখিরা সব ধীরে চলে যাচ্ছে
চারিদিকে শীতের পাখিরা
গাছে গাছে পাতা ঝরার শব্দ।



সে তো এক কবি

গোলাম কিবরিয়া পিনু



তাকে তুমি কতটুকু স্থান দিলে
না দিলে,
তা সে তোয়াক্কা করে না!
ভেবেছো
সে তোমাকে ছাড়া দাঁড়াতে পারবে না
চলতে পারবে না,
তা ঠিক নয়!
নিজের শরীর থেকে নিজের দু'পা ও হাত
খুলে রেখে দেয়নি কোথাও!
সে নিজে নিজের পায়ে হাঁটতে পারে
কিন্তু যেখানে সেখানে যায় না,
নিজের হাত দিয়ে ছুঁতে পারে বহুকিছু
কিন্তু যা তা ছোঁয় না!
বাটা ডালের পুর দেওয়া তেলে-সেঁকা পুরি
কিংবা ঘি ও মশলা দিয়ে ভাজা ছোলার ডালও
তার মুখে তুলে দিতে চাইলেও,
রুচিতে না মিললে সে মুখে তুলবে না!
স্বর্ণমুদ্রার লোভে
সে তো মেঝে মুছবার ছেঁড়া কাপড় হওয়ার জন্য
নেতিয়ে পড়ে না!
তার নেত্রপল্লব হতে অশ্রুজল পড়তে পড়তে
চোখের পিচুটি জমবে,
তবুও দেখবে আশপাশ,
চোখ দু'টো খোলা রাখে বরফ ঝড়েও!
সে পচে যায় না গলে যায় না বলেই
সে তো এক কবি,
তার রূপসৌন্দর্য ঠিকই অক্ষুণ্ন রাখে,
বোমার ভয় ও আতঙ্কে বোচকাবুচকি নিয়ে
দিকবিদিক পালায় না,
সে তো দাঁড়িয়ে রয়েছে নেড়া পাথরের পাহাড় হয়ে!

অশুভ- ১

চন্দনকৃষ্ণ পাল



স্তব্ধতার নিশব্দ বিলাপ শুনো ?
অলৌকিক সরীসৃপ হতে
খুব বেশী দেরী নেই তবে।

বিবর্তনের আগে যারা শুনে স্তব্ধতার গান
যে ধ্বনিতে আভূমি নত হয় অন্তঃমহীরূহ
সাগর পাড়ের হাওয়া নুন রাখে যার বঙ্কিম ভূরুতে
সে হয় অলৌকিক তারার ফসল।

তুমি বুঝি ছেড়ে যাবে বুকের গহন ?
শূন্যতার ধ্বনি তবে প্রতিধ্বনি হবে
হবে বুঝি অনন্ত কুহক
চোখেতে বিপুল মরিচিকা
দেখাবে অনিন্দ্য উদ্যান
মোহের সর্পিল পথে হাঁটি হাঁটি পা পা যাবে।

গমস্ত ফসলি মেঘ মরুযাত্রী হবে বর্ষায় ।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের বিজয় দিবসের সভায় বক্তারা

বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান ঠেকাতে হবে



নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বা বাঘা যতিনের ভাস্কর্য ভাঙ্গা শুধুমাত্র একটা উপলক্ষ, এই মৌলবাদী শক্তির মুল উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধিতা। গত ১৯ ডিসেম্বর অনলাইনে জুমের মাধ্যমে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী এবং সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন। সভায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনার শুরুতেই 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ২ লক্ষ মা বোনদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ নিয়ে নির্মিত 'Mukti-Birth of a Nation' স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা পাঠ করেন ডা. মুহাম্মদ আলী মানিক।

সভায় ড. দেলোয়ার হোসেন বলেন, একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বিনির্মাণে ১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধে জয়ী হলেও বার বার পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির প্রেতাত্মারা আমাদের জাতীয় পতাকাকে খামছে ধরেছে। বাংলাদেশের আরেক নাম বঙ্গবন্ধু, সেই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গার মত দুঃসাহস দেখিয়েছে এই মৌলবাদীরা। বাঘা যতিনের মত বিপ্লবীর ভাস্কর্যও তারা ভেঙ্গেছে। এতেই বুঝা যায়, ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলেও, পাকিস্তানের এই প্রেতাত্মারা নিমুল হয়নি, তাই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে এই স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে আমাদের আরও সংগ্রাম করতে হবে, করতে হবে কঠোর পরিশ্রম। আমাদের সকলের সজাগ থাকতে হবে, কোন মসজিদে বা উপসনালয়ে যদি কেউ উগ্র কথা বলে, দেশবিরোধি কথা বলে, তার প্রতিবাদ করতে হবে। আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, কোন মসজিদ, মন্দির বা ওয়াজ মাহফিলে কেউ যদি ধর্মীয় কথা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, দেশ বিরোধী, বঙ্গবন্ধু বিরোধী কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে যথাযত আইনি ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়।

ড. নুরুন নবী বলেন, বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক দেশ, সেই স্বপ্ন নিয়েই আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এই দেশকে স্বাধীন করি। আজকে মৌলবাদীরা দেশে যে স্পর্ধা দেখাচ্ছে, আসলে ভাস্কর্য কোন কিছু না, তাদের মূল্য লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া, বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। তাদের সাথে কোন প্রকার আপোষ নয়, এই মৌলবাদীরা রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ করেছে, তাই তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহি মামলায় গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে যথাযত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যেকোনো কিছুর বিনিময়ে এই মৌলবাদীদের থামিয়ে দিতে হবে, তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে, কারণ তারা বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চায়।

সভায় অন্যান্য বক্তারা বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া বাংলাদেশ কোন মুসলমানের নয়, কোন হিন্দুর নয়, কোন বৌদ্ধের নয়, কোন খ্রিস্টানের নয়, বাংলাদেশ হচ্ছে বাঙালীর, যারা বাংলাদেশকে মনে প্রাণে ভালবাসবে বাংলাদেশ তাদের। ধর্মান্ধ, ধর্ম ব্যবসায়ী, মৌলবাদীরা ভাস্কর্যে আঘাত করে বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট বাংলাদেশকে অস্বীকার করার কথা জানান দিয়েছে এবং এটা করার সাহস পেয়েছে আমাদের অসাবধানতার কারণে, প্রশ্রয়ের কারণে এবং অতীতের আপোষের কারণে। এখন সময় এসেছে তাদের উপযুক্ত জবাব দেবার। বক্তারা মনে করেন বাংলাদেশে বাংলা, ইংলিশ এবং ধর্মীয় শিক্ষা নীতিতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সজাগ হবে। বক্তারা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার জিরো পয়েন্টে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন করার দাবিও জানান।

সভায় অন্যনাদের মাঝে বক্তব্য রাখেন শহীদের সন্তান সাংবাদিক ফাহিম রেজা নূর (নিউইয়র্ক), বিজ্ঞানী ড. আশরাফ আহমেদ (ওয়াশিংটন ডিসি), বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রহমান, মূলধারার রাজনীতিবিদ মোরশেদ আলম (নিউইয়র্ক), কলামিস্ট শীতাংশু গুহ (নিউইয়র্ক), যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের উপদেষ্টা এম এ সালাম (নিউজার্সী), সহ সভাপতি আব্দুর রহিম বাদশা (নিউইয়র্ক) ও সাংগঠনিক সম্পাদক দস্তগির জাহাঙ্গীর (ওয়াশিংটন ডিসি), বঙ্গবন্ধু পরিষদ জর্জিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া, ক্যালিফোর্নিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক রানা মাহমুদ প্রমুখ। সভা শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাফায়েত চৌধুরী। সভাটি পরিচালনা করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বোস্টনে নিউ ইংল্যান্ড আ. লীগের মহান বিজয় দিবসে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা

বোস্টন: যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বোস্টনে নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের জন্য জীবন দেয়া শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে গত ২৩ ডিসেম্বর বুধবার নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান সভায় প্রধান অতিথী এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ প্রধান বক্তা হিসেবে সংযুক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইউসুফ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ইউসুফের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ড. সৈয়দ আবু হাসনাত এবং নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী মশিউর রহমান। সভায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, এক মিনিট নীরবতা এবং বিশেষ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করা হয়।

মহান বিজয় দিবসের আলোচনায় বক্তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুধু আমাদের বিজয়ের ইতিহাস নয়, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আমাদেরকে উজ্জীবিত করে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে ধারন করে দেশ বিনির্মাণের জন্য দরকার আমাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ দিয়ে নিজ অবস্থান থেকে কাজ করা। বক্তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে ধর্ম নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তারা বলেন এবারের বিজয় দিবস বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পাহাড়সম ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে বর্তমান সরকার বিজয়ের এই মাসে পদ্মাসেতু দৃশ্যমান করেছে।



সম্প্রতি ধর্মের নাম ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনে বিরোধিতা করছে কিছু ধর্মান্ধ। কখনো কখনো বিক্ষোভের নামে দেশকে অস্থিতিশীল করে জামাত-বিএনপির এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টাও করছে তারা। তবে তাদের এই অপচেষ্টা সফল হবে না এবং ধর্ম নিয়ে এই ধরনের অপরাজনীতি বন্ধ করা হবে।

ড. সিদ্দিকুর রহমান মুজিব বর্ষের সময় বৃদ্ধি করায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং সফলভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দিক নির্দেশনা দেন এবং এতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন। আব্দুস সামাদ আজাদ নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের অনুমোদিত কার্যকরী কমিটির কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন এবং করোনাত্তোরকালে অচিরেই বস্টনে সম্মলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ড. সৈয়দ আবু হাসনাত এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা গাজী মশিউর রহমান একাত্তরের রণাঙ্গনে তাঁদের স্বীয় এবং অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের বর্ণনা দেন এবং শ্রদ্ধাভরে শহীদদের আত্মত্যাগ স্মরণ করেন। আলোচনায় আরো অংশ নেন নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, রাতুল বড়ুয়া, সালাউদ্দিন চৌধুরী, বাংলাদেশ এসোসিয়েসন নিউ ইংল্যান্ডের বর্তমান সভাপতি আসিফ বাবু, তপণ চৌধুরী, মঞ্জুর আলম, মিন্টো কামরুজ্জামান, সেলিম জাহাঙ্গীর, আবু মনসুর, জিয়াউল হাসান, মোহাম্মদ মিয়াজী, মোঃ শহীদুল্লাহ, রবিউল আলম, দিলীপ দে, মিসেস শাহিদা আখতার প্রমুখ এবং মুক্তিযুদ্ধের কবিতা পাঠ করেন কবি ফজলুল হক রাজা এবং মিসেস রাজু বড়ুয়া। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউ ইয়র্কবাসীগণ মন দিয়ে শুনুন:
COVID-19 এর বিস্তার রোধ করুন



nyc.gov/health/coronavirus

NYC Health
Bill de Blasio মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc হেলথ কমিশনার

সিলেটে ‘কমিশন’ শেরীনকে নিয়ে বিপাকে আবাসনের পরিচালকরা

বিশেষ সংবাদদাতা: সিলেটের বৃহৎ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান আবাসন এসোসিয়েট এবং আবাসন ডেভলাপার্স এর পরিচালকরা এখন মহাবিপাকে কেম্পানী দুটির চেয়ারম্যানকে নিয়ে। শুধু কমিশন এর আশায় কোম্পানী জিম্মী হয়ে আছে চেয়ারম্যানের কাছে। প্রায় ৩০ কোটি টাকার সম্পদ বিক্রি করে বড় অংকের কমিশণ পাবেন এই মিশনে লিপ্ত রয়েছেন চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক শেরীন। ফলে কোম্পানীতে তার পরিচয় ‘কমিশন শেরীন’ হিসেবে। শেরীন আবাসনের জমি যাতে বিক্রি করতে না পারেন সে জন্য জেলা রেজিস্ট্রারী অফিসে আবাসনের পরিচালকদের পক্ষ থেকে আবেদন জমা দেয়া হয়েছে। এদিকে আবাসনের ৯৬ ডেসিমেল জমি কোন ব্যাংকে জমা দিয়ে শেরীন যাতে ব্যাংক লোন নিতে না পারেন সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন জানানো হয়েছে সাধারণ পরিচালকদের পক্ষ থেকে। আবাসনের সাথে জড়িত একাধিক সূত্র এসব বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করেছেন। শেরীনের এই অপতৎপরতায় দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা পরিচালকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে, রয়েছে উদ্বেগ। অধিকাংশ পরিচালক আবাসনের জমি নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিতে চাইছেন, তবে পরিচালকদের মতামত তোয়াক্কা করছেন না শেরীন।

জানা যায়, গত ২০ ডিসেম্বর আবাসন কোম্পানী দুটির এজিএম আহ্বান করেছিলেন শেরীন। তার ডাকা এজিএমে (সাধারণ সভা) কোন পরিচালক যোগ দেননি। পরিচালকদের একটি অংশ এজিএম জানুয়ারীতে আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেন। অনেকে এজিএম এর চিঠি না পাওয়ার অভিযোগ করেন। বিস্ময়কর হলেও একটি শীর্ষ কোম্পানীর এজিএম এর চিঠি একটি ওয়াটসআপ গ্রুপে পোস্ট করেন, ফলে এ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এদিকে ২০ ডিসেম্বর পরিচালকদের উপস্থিতি ছাড়াই শেরীন এজিএম সম্পন্ন করেছেন এবং জয়েন্ট স্টকে জাল স্বাক্ষরের কাগজ জমা দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আবাসের অন্যতম পরিচালক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক এমদাদ চৌধুরী দীপু তার বক্তব্য বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ২০০৪ সালে সাংবাদিকতার পাশাপাশি একটি অত্যাধুনিক মার্কেট নির্মাণের জন্য নিজের সঞ্চিত অর্থ, নিকটআত্মীয়ের সহযোগীতা এবং একজন ব্যাংকার শুভাকাংখীকে শরীক করে আবাসন এসোসিয়েটে যোগ দেই। আমি উদ্যোক্তাদের একজন এবং এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য ছিলাম। দেশে অবস্থানকালে এবং প্রবাসে এসে (অনলাইনে) আবাসনের সমস্যা সমাধানের জন্য শতাধিক বিভিন্ন ধরনের সভায় অংশ নিয়েছি। আজ চরম হতাশা নিয়ে সবার সাহায্য আশা করছি এবং সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে বিবেকের দায় হিসেবে নিম্নোক্ত দাবী তুলে ধরছি।

আমি আশা করছি এই দাবী বাস্তবায়িত হলে ৬৭জন পরিচালক এবং ২০/২৫জন শেয়ার হোল্ডার একধরনের জিম্মী অবস্থা এবং অন্তহীন অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাবেন।

আবাসনের বর্তমানে কোন বৈধ কমিটি নেই। ৫ বছর আগে এজিএম করে একটি কমিটি ঘোষনা করা হলেও বিস্ময়করভাবে তাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হয়নি। পরিচালকদের সম্মতি নেই অথচ প্রকল্প এলাকায় শোভা পাচ্ছিল জমি বিক্রির সাইনবোর্ড। সম্প্রতি সে সাইনবোর্ড উপড়ে ফেলেন দেশে অবস্থানরত পরিচালকরা। বর্তমানে যিনি এমডি দাবীদার ফতেহ আহমদ চৌধুরী শাহীন, তিনি সীমাহীন দায়িত্বহীনতা, অযোগ্যতা, অদক্ষতা, জবাবদিহীতা ছাড়াই আমেরিকায় অবস্থান করে এমডি দাবী করছেন। বর্তমানে তিনি দেশে অবস্থান করছেন এবং দফায় দফায় শেরীনের অপতৎপরতা বন্ধে করনীয় নির্ধারনের জন্য পরামর্শ করছেন। বর্তমান চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক শেরীন ১৩ বছর যাবত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন না, জমি বিক্রির ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন, কোম্পানীকে ব্যক্তি কেন্দ্রীক করেছেন। আবাসন এসোসিয়েট, আবাসন ডেভলাপার্সের ব্যানারে সবকিছু পরিচালিত হলেও ডেভলাপার্স কোম্পানীর নামে কোন জমি নেই। এ ব্যাপারে উদ্বেগ রয়েছে সংশ্লিস্ট পরিচালকদের মাঝে। আবাসনের সমস্যা, সংকট আর অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতার বিবরণ অনেক দীর্ঘ উল্লেখ করেন এমদাদ চৌধুরী দীপু। আবাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হবে। শান্তিপ্রিয় দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী উপকৃত হবেন। দেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি দীর্ঘমেয়াদী সংকটের আশু সমাধা হোক এই প্রত্যাশা করেছেন তিনি।

সিলেট মহানগরীর আম্বরখানায় আবাসন এসোসিয়েট এবং আবাসন ডেভলাপার্স এর সমস্যা সমাধানের জন্য এমদাদ হোসেন চৌধুরী দীপুর ১০ দফা দাবী হচ্ছে:

এক. আবাসন এসোসিয়েট নামক প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত ঘোষনা করা হোক আইনী প্রক্রিয়া অবলম্বন করে।

দুই. আবাসনের জমি বিক্রির সব তৎপরতা বন্ধ করা হোক।

তিন. আবাসনের জমি ভাগ-বাটোয়ারা করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে একটি তহবিলে টার্গেট নির্ধারণ করা হোক। পরিচালকদের উপর চাঁদা নির্ধারণ করা হোক।

চার. আবাসন ডেভলাপার্সের বিনিয়োগ নিরাপদ করার জন্য দ্রুত একটি চুক্তি করা হোক।

পাচ. আবাসনের জন্য ছোট্ট একটি অফিস এবং অফিস সচিব নিয়োগ দেয়া হোক। সব জরুরী কাগজ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে এনে একত্র করা হোক। একটি ইমেইল আইড চালু করা হোক।

ছয়. আবাসনের জমি ভাগ করার জন্য একটি অন্তবর্তী মূল কমিটি করা হোক।

সাত. আবাসনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানে কয়েকটি সাব কমিটি করা হোক।

আট. আবাসনের পরিচালকদের (বিনিয়োগের পরিমান, বকেয়ার পরিমান, সহায়তা দিয়ে থাকলে সেটির পরিমানসহ) তালিকা প্রকাশ করা হোক।

ইয়. আবাসনের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক না হলে চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক শেরীনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হোক। এবং

দশ. আবাসনের ১০ জন পরিচালক থেকে একজন পরিচালক নির্বাচিত করে ৭জনের একটি কমিটি করা হোক এবং এই কমিটির সিদ্বান্ত হবে চুড়ান্ত সিদ্বান্ত। এই ৭ সদসস্যের একজনকে প্রধান করে ৭টি উপকমিটি করা হোক।



ইউরোপ যাওয়ার পথে বরফে সিলেটের জামিলের মৃত্যু

(শেষের পাতার পর)

পূরণ হলো না নিজের সুখ, সেই সাথে পরিবারের দেশ ও দশের। ইউরোপ দেশে পাড়ি দেয়ার পথে বরফ সমাধি হতে হলো তাকে। হতভাগা এ যুবকের নাম জামিল। জামিল আহমদের ছোট ভাই মাওলানা কবির আহমদ নিশ্চিত করেছেন মৃত্যুর বিষয়টি।

তার বাড়ি গোলাপগঞ্জ উপজেলার শরীফগঞ্জ ইউনিয়নের খাটকাই গ্রামে। মাওলানা আব্দুল হান্নান কলা মিয়ার দ্বিতীয় ছেলে জামিল আহমদ (৩৮) ইরান থেকে তুরস্কে যাওয়ার পথে প্রচন্ড ঠান্ডায় মারা যায়। রোববার (২৭ ডিসেম্বর) সকালে তার মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে পৌছে। পারিবারিক সূত্র জানায়, জামিল প্রায় ৪ বছর পূর্বে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমান ওমানে। এরপর ইউরোপে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ওমান থেকে ইরান এবং ইরান থেকে সড়ক পথে তুরস্কে। কিন্তু সেখানে সমাধি হল জামিলের। বরফ পথে প্রচন্ড ঠান্ডায় ঘটে এ মৃত্যুর ঘটনা।



TIZARAH
★ Grocery
★ Flowers
★ Halal Meat
110-24 Merrick Blvd, Jamaica NY 11433
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
তিজারাহ্ গ্রোসারী এন্ড হালাল মিট
জ্যামাইকায়, ম্যারিক বুলেভার্ডে গ্রোসারীর জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম
প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ
Tel: 631-791-3072
BEST PRICE GUARANTEE
DELIVERY AVAILABLE
এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়
প্রতি সপ্তাহে প্লেনে আনা তাজা মাছ পাওয়া যায়
এখানে পাবেন সকল প্রকার মশলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ,
টাটকা শাক-সবজি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রোসারী সামগ্রী

নিউ ইংল্যান্ড আ. লীগের সভায়

অনতিবিলম্বে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠা'র দাবী

বোষ্টনঃ 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মজয়ন্তী এবং বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড আওয়ামী লীগ গত ২০ ডিসেম্বর এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল হক বাচ্চুর সভাপতিত্বে এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুহাস বড়ুয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি ওসমান গণি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ নিউ ইংল্যান্ডের সাবেক সভাপতি শাহীন খান, নিউ ইংল্যান্ড ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি মাহফুজুর রহমান, প্রাক্তন সিনিয়র সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।



সভায় বক্তারা বলেন, মৌলবাদের উত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে বাঁধা সৃষ্টি এবং স্বাধীনতার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বক্তারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গার দৃষ্টতা দেখানোর জন্য হেফাজতের আড়ালে বিএনপি-জামায়াতের এজেন্ডা বাস্তবায়নে নিয়োজিত মৌলবাদীদের বিষদাঁত ভেঙে দেয়ার জন্য জোরালো দাবী জানান এবং সর্বত্র তাঁদের প্রতিহত করার ঘোষণা দেন। প্রবাসে বসবাসকারী বক্তাগণ বলেন, যখনই দেশে যাই, প্রতিনিয়ত দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড দেখে বিস্মৃত হই। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে আরো সমুজ্জ্বল করেছে। দেশের ক্রমাগত উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তাগন বলেন, দেশে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই। তাঁরা শেখ হাসিনার দীর্ঘ জীবন কামনা করেন এবং দেশের ও জনগনের নিরবিচ্ছিন্ন কল্যাণে তাঁর হাতকে আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, নতুন সংসদ সদস্য হওয়ার সাথে সাথে মন্ত্রিত্ব পাওয়া এবং দীর্ঘদিন মন্ত্রিত্বে থাকার ফলে চট্টগ্রামের একজন মন্ত্রী ব্যক্তি স্বার্থে সংখ্যালঘুদের উপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতন শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেন। বক্তারা উক্ত মন্ত্রীর অপকর্ম বন্ধ করার আবেদন জানান।

ভার্চুয়াল সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা একেএম আব্দুল ওয়াহিদী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ খান আনন্দ, মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিশা রহমান, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংগঠক মহিতোষ পাল তাপস, মোরশেদা খাতুন, আওয়ামী লীগ নেতা যথাক্রমে নূর হোসাইন, মোহাম্মদ লোকমান, জাহিদুল ইসলাম আপু, টিপু চৌধুরী, অনুপম দেব, আব্দুল আহাদ, বি, এম, আজাদ, নজরুল কাদেরী ও শহিদুল ইসলাম রনি, বিশ্ব সনাতনী সভার রবিন দাস, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা এম, এ, জলিল, যুবলীগ নেতা যথাক্রমে সিরাজুম মুনির, সৈকত খান, মোহাম্মদ শহীদ, সবুজ বড়ুয়া, দীপন বড়ুয়া ও ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউ ইয়র্কবাসীগণ মন দিয়ে শুনুন:
আপনার মুখ ঢেকে রাখুন।
অন্যান্যদের নিরাপদ রাখার এটি একটি উপায়।
আপনার নিজের ভূমিকা পালন করতে থাকুন।
নিয়মিত পরীক্ষা করান এমন কি আপনার কোন উপসর্গ যদি নাও থাকে।
আপনার বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষিত রাখুন।
nyc.gov/health/coronavirus এ আরো জানুন
NYC Health
Bill de Blasio
মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc
হেলথ কমিশনার

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী'র শোক

জনপ্রিয় অভিনেতা আবদুল কাদের আর নেই

বিনোদন ডেস্ক: জনপ্রিয় অভিনেতা আবদুল কাদের আর নেই। শনিবার (২৬ ডিসেম্বর) সকাল ৮টা ২০ মিনিটে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে তিনি মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ..... রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে ছাড়াও নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আবদুল কাদেরের পুত্রবধূ জাহিদা ইসলাম জেমি।

জানা যায়, অসুস্থতা নিয়ে চিকিৎসার জন্য সম্প্রতি ভারতে গিয়েছিলেন এ অভিনেতা। সেখানে গিয়ে তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। গত ২০ ডিসেম্বর ভারত থেকে দেশে ফেরেন তিনি। শারীরিক অবস্থা সংকটাপূর্ণ হওয়ায় দেশে ফেরার পরই রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। সেখানে করোনার টেস্ট করা হলে গত ২১ ডিসেম্বর তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

এদিকে অভিনেতা আবদুল কাদেরের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে শোবিজে। রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোক প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ি থানার সোনারং গ্রামে অভিনেতা আবদুল কাদেরের জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর শেষ করার পর তিনি সিঙ্গাইর কলেজ ও লৌহজং কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। পরে জুতা তৈরিকারক প্রতিষ্ঠান বাটায় যোগ দেন ১৯৭৯ সালে; সেখানে ছিলেন ৩৫ বছর।

তার অভিনীত মঞ্চনাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'এখনও ক্রীতদাস', 'তোমরাই, স্পর্ধা', 'দুই বোন', 'মেরাজ ফকিরের মা'। টিভিতে তিনি তিন হাজারের মতো নাটকে অভিনয় করেছেন। তিনি বিটিভির জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'ইত্যাদি'র নিয়মিত শিল্পী ছিলেন।

প্রয়াত কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের বহু জনপ্রিয় নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা



করে নেন কাদের। তিনি হুমায়ূন আহমদের 'কোথাও কেউ নেই' নাটকে বদিভাই চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান। ২০০৪ সালে আবদুল কাদের অভিনয় করেন 'রং নাম্বার' চলচ্চিত্রে।

দীর্ঘ অভিনয় জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে টেনাশিনাস পদক, মহানগরী সাংস্কৃতিক ফোরাম পদক, অগ্রগামী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী পদক, জাদুকর পিসি সরকার পদক, টেলিভিশন দর্শক ফোরাম অ্যাওয়ার্ড, মহানগরী অ্যাওয়ার্ডসহ বেশ কিছু পদকও পেয়েছেন আবদুল কাদের।

শেষ ইচ্ছে পূরণ হলো না আবদুল কাদেরের

অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারে ভুগে অবশেষে না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন 'কোথাও কেউ নেই' নাটকের 'বদি' খ্যাত আবদুল কাদের। জনপ্রিয় এই অভিনেতা মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছা পূরণ করে যেতে পারেননি । তার আগেই ক্যান্সারের কাছে হার মানতে হলো তাকে। আত্মজীবনী নিয়ে বই প্রকাশের ইচ্ছা ছিল আবদুল কাদেরের। এমনটাই জানিয়েছেন সদ্য প্রয়াত এই অভিনেতার সহকর্মী, প্রকাশক ও অভিনেতা হাফিজুর রহমান সুরুজ। প্রকাশক সুরুজ বলেন, 'কাদের ভাইয়ের একটা শেষ ইচ্ছা ছিলে। আত্মজীবনী লিখতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমার জীবদ্দশায় তুই বইটা বের করে দে। তার এই ইচ্ছার কথা শুনে একটা লোক ঠিক করেছিলাম, তার কাছ থেকে শুনে শুনে আত্মজীবনীর পান্ডুলিপিটা করতে। পরে নানা কারণেই তা হয়ে ওঠেনি। এরপর আবদুল কাদের ভাই নিজেই তার আত্মজীবনী লেখা শুরু করেছিলেন।'

সুরুজ আরও বলেন, গত ২০ আগস্টে আব্দুল কাদেরের সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানিয়েছিলেন, আত্মজীবনীর বেশ কিছু অংশ লিখে ফেলেছেন। এই একুশে বইমেলায় বইটা বের করতে পারবেন বলে জানিয়েছিলেন। আর এখন তিনি পরপারে। আবদুল কাদেরের শেষ ইচ্ছা পূরণ হবে কিনা প্রশ্নে এই প্রকাশক বলেন, 'প্রয়াত অভিনেতার পরিবারের অনুমতির সাপেক্ষে অবশ্যই বইটি ছাপার ইচ্ছা আছে। যতটুকু তিনি লিখে গেছেন, সেটুকুই তার ভক্তদের সামনে আনতে প্রস্তুত আমি।'

সিনেপ্লেক্স দিয়ে চলচ্চিত্র বাঁচানো যাবে না -আলীরাজ

বিনোদন ডেস্ক: সিনেমা হল বাড়াতে হবে। আগে ১২০০ হল ছিল। এখন অন্তত ২০০ থেকে ২৫০ সিনেমা হল লাগবে। তার জন্য সমষ্টিগতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা জরুরি। বিশেষ করে সরকার যদি সহযোগিতা করে তাহলে বিষয়টা সুন্দরভাবে সম্ভব হবে। হলগুলোআবার চালু করা গেলে এই শিল্পটা ঘুড়ে দাঁড়াবে। অনেকে বলেন আধুনিক সিনেপ্লেক্স বাড়লে সিনেমার উন্নতি হবে। এটা ভুল ধারণা। শুধু ঢাকা শহরে কিছু সিনেপ্লেক্স খুলে দিলেই হবে না। আমি মনে করি সিনেপ্লেক্স দিয়ে চলচ্চিত্র বাঁচানো সম্ভব না। প্রান্তিক অঞ্চল ও মফস্বল এলাকায় সিনেমা হল দরকার। সেখানে অবশ্যই মানুষ বেশি টাকা দিয়ে সিনেমা দেখতে যাবে না। তাদের জন্য মোটামোটি রকমের সিনেমা হল বানাতে হবে। এভাবেই মানবজমিনের সাথে চলচ্চিত্রের উন্নতি কিভাবে করা যায় সে প্রসঙ্গে কথাগুলো বলছিলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গুণী অভিনেতা আলীরাজ। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে খাদে পড়া সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির সুদিন ফেরাতে এই পরামর্শ দেন তিনি। আলীরাজের কথায়, সবাই আশা নিয়ে আছে। ইন্ডাস্ট্রি এখন কারও হাতে নেই। যে যতই বলুক। একজন আরেক জনকে যতই দোষারোপ করুক। ইন্ডাস্ট্রি কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। তবে স্বপ্ন দেখছি। আমরা সিনেমার লোকজন স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করি। আশা রাখছি। আবার আগের সেই সোনালী দিন ফিরে আসবে। এদিকে এ বছর মোস্তাফিজুর রহমান মানিকের পরিচালনায় 'স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা' ছবিতে অভিনয় করেছেন আলীরাজ। পাশাপাশি নাটকেও অভিনয় করছেন। ৩৬ বছর পর তিনি বিটিভির 'পিছুটান' শিরোনামের একটি নাটকে অভিনয় করেছেন। যেটি পরিচালনা করেছেন জাহিদ হাসান। রবি, সোম ও মঙ্গলবার রাত ৯ টায় প্রচার হচ্ছে এটি। একই নির্মাতার 'হুলস্থুল টিভি' শিরোনামের আরেকটি নাটকেও আছেন অভিনেতা। যেটি আরটিভিতে প্রচার চলতি রয়েছে। সামনের পরিকল্পনা বা ইচ্ছা কী? উত্তরে আলীরাজ বলেন, আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখেন, যদি সুস্থ থাকি তাহলে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত অভিনয় করে যেতে চাই। এটাই আমার ইচ্ছা।



ঝড় তুললেন অমিতাভ নাতনি

বিনোদন ডেস্ক: তার বয়সি 'স্টার কিড'রা বহু দিন আগে থেকেই কাঁপাচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়া। কিন্তু, অমিতাভ বচ্চনের নাতনি নভ্যা নভেলি নন্দা এত দিন নিজের ব্যক্তিগত জীবন অনেকটাই গোপনে রেখেছিলেন। গত ২৩ ডিসেম্বর পর্দা তুলে ফেললেন। ইনস্টাগ্রামে ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে আত্মপ্রকাশ করলেন অমিতাভের মেয়ে শ্বেতা নন্দার একমাত্র কন্যা নভ্যা নভেলি নন্দা। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার ফলোয়ারের সংখ্যা পৌঁছে গেল প্রায় ৯০ হাজারের ঘরে। বয়সে শাহরুখ খানের বড় ছেলে আরিয়ানের সমান নভ্যা। সিনেমায়



অভিনয় না করলেও তিনি রীতিমতো 'পাবলিক ফিগার'। রাস্তায় বের হলে পিছু নেয় ছবি শিকারিরা।

মা শ্বেতা নন্দার সামাজিক পাতায় পোস্ট হতে না হতেই ভাইরাল হয় নভ্যার স্নাতক হওয়ার কিংবা নাচের আসরে যাওয়ার ছবি। ভক্তরা অনেক দিন ধরেই দাবি তুলছিলেন নভ্যার অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের। অবশেষে অনুরাগীদের আবদার মেটালেন নভ্যা। আর এসেই ঝড় তুললেন। তার থেকে বয়সে ছোট সুহানা খান তো রীতিমতো নিয়ম করে নিজের ছবি পোস্ট করেন ইনস্টাগ্রামের পাতায়। বহু দিন ধরেই। তার অনুগামীর সংখ্যা এক লক্ষ ৩০ হাজার। আর এসেই তার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন নভ্যা।



মাইকেল জ্যাকসনের আলিশান সেই বাড়ি বিক্রি হলো

বিনোদন ডেস্ক: প্রয়াত পপসম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের স্মৃতিবিজরিত বাগানবাড়িটি অবশেষে বিক্রি হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা মারিয়ায় অবস্থিত 'নেভারল্যান্ড র‍্যাঞ্চ' নামের বিলাসবহুল বাড়িটি সম্প্রতি ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে কিনে নিয়েছেন তারই বন্ধু রন বার্কল। খবর বিবিসি'র।

দুই হাজার ৭০০ একর (১১ শ' হেক্টর) জমির উপর বাড়িটি নির্মিত। ২০১৫ সালে বাড়িটির দাম উঠেছিল ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। সেই দামের তুলনায় বাড়িটি ন্যায্য দামের চার ভাগের একভাগ দামে বিক্রি করা হয়েছে। সবশেষ গত বছরও বাড়িটির দাম উঠেছিল ৩১ মিলিয়ন ডলার।

মাইকেল জ্যাকসন ১৯৮৭ সালে এই অট্টালিকাটি কিনেছিলেন সাড়ে ১৯ মিলিয়ন ডলারে। তখন এই টাকা পরিশোধ করতে তাকে বহু কষ্ট করতে হয়েছে। পপসম্রাট বাড়িটি তিল তিল করে মনের মত করে করে গড়ে তোলেছিলেন। এই কম্পাউন্ডে রয়েছে-রেললাইন, অগ্নিসহায়তা কেন্দ্র ও বিস্তীর্ণ বাগান। একটি চিড়িয়াখানাও ছিল, যেখানে শিশু-কিশোররা আসা যাওয়া করত। পরে জেএম ব্যারির পিটার প্যান গল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে এটিকে শিশুদের বিনোদন কেন্দ্রে রূপ দেন শিল্পি। পাশাপাশি এখানে বসবাসও করতেন। কয়েক বছর আগে বাড়িটির নাম পাল্টে 'সাইকামোর ভ্যালি র‍্যাঞ্চ' রাখা হয়। বাড়ির মূল ভবনে ৬টি শয়ন ঘর, ৯টি বাথরুম, একটি বড় বেডরুম ও দুটি বড় টয়লেটসহ একটি চিলেকোঠা রয়েছে। ভেতরে লেক, সুইমিং পুলসহ খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে একটি বিশাল থিয়েটার হল।

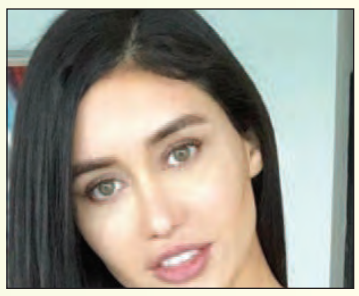
১৯৮২ সালে বাড়িটির স্থাপত্যশৈলীর নকশা করেছিলেন রবার্ট অলটেভার্স। মাইকেল জ্যাকসন বাড়িটিতে অবসরে একান্তে সময় কাটাতেন। এই বাড়িতেই তিনি শিশু যৌন নির্যাতন করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই বাড়িতে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ এনে তদন্ত করা করা হয়।

'লিভিং নেভারল্যান্ড' নামের একটি তথ্যচিত্র প্রচারের পর মাইকেল জ্যাকসনকে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। এটি একটি ব্রিটিশ-আমেরিকান ডকুমেন্টারি ফিল্ম। তথ্যচিত্রটি পরিচালনা করেছেন ব্রিটিশ চলচ্চিত্র নির্মাতা ড্যান রিড। এতে জ্যাকসনের বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয়। তবে মাইকেল জ্যাকসনের পরিবার তাদের অভিযোগ অস্বীকার করেন। তার বিরুদ্ধে মামলাও হয়। ২০০৫ সালে ওই মামলা থেকে খালাস পান মাইকেল জ্যাকসন। এ ঘটনার পর তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর কখনো নেভারল্যান্ডে ফিরে যাবেন না। ২০০৯ সালে ৫০ বছর বয়সে অতিরিক্ত ওষুধ গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পরই বিক্রির সিদ্ধান্ত হয় বিশাল এই বাড়িটি।

নিজেকে আবেদনময়ী করতে গিয়ে মডেলের মৃত্যু

বিনোদন ডেস্ক: নিজেকে আরও বেশি আবেদনময়ী করতে গিয়ে প্রাণটাই হারালেন এক আমেরিকান মডেল। তার নাম জোসলিন ক্যানো। সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয় এই তারকা একজন ফ্যাশন ডিজাইনারও ছিলেন।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গণমাধ্যম ডেইলি মিরর জানিয়েছে, নিজেকে বেশি আবেদনময়ী করে তুলতে নিতম্ব বড় করার পরিকল্পনা নেন এই মডেল। এর জন্য প্লাস্টিক সার্জারি করান। কিন্তু ভুল অস্ত্রোপচারের কারণে গত ৭ ডিসেম্বর মৃত্যু হয় ৩০ বছর বয়সী এই মডেলের। একই তথ্য প্রকাশ করে নিউইয়র্ক পোস্ট জানায়, কলম্বিয়াতে গিয়ে এই প্লাস্টিক সার্জারি করান জোসলিনা। কিন্তু ভুল অস্ত্রোপচারের কারণে এই মডেলের মৃত্যু হয়েছে। চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের

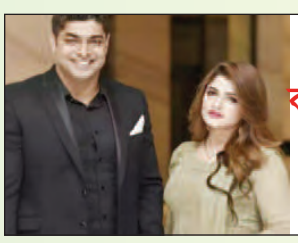


ক্যালিফোর্নিয়াতে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। যদিও জোসলিনার পরিবার তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। তবে লিরা মারসার নামে এক মডেল ও অভিনেত্রী নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে জোসলিনার মৃত্যুর বিষয়টি প্রকাশ করেন।

মঙ্গলবার (২২ ডিসেম্বর) লিরা মারসার টুইট করেন, ভুল অস্ত্রোপচারের কারণে কলাম্বিয়ায় মডেল জোসলিন ক্যানো মারা গেছেন। জোসলিন দেখতে খুবই সুশ্রী ও লাবন্যময়ী ছিলেন। তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা। ১৯৯০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার আনাহেইমে জন্মগ্রহণ করেন জোসলিন। তবে বেড়ে উঠেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার লেক এলসিনোরে। মাত্র ১৭ বছর বয়েসে স্থানীয় ম্যাগাজিনে প্রথম মডেল হন তিনি। এরপর অনেক বিখ্যাত ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে জায়গা পেয়েছেন তিনি। অভিনয় করেছেন বেশ কিছু মিউজিক ভিডিওতে।

শ্রাবন্তীর কাছে ফিরতে চাইছেন রোশন

বিনোদন ডেস্ক: ওপার বাংলার অভিনেত্রী অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার তৃতীয় স্বামী রোশন সিংয়ের সম্পর্কে নাকি ফাটল ধরেছে। গত একমাস ধরেই টলিপাড়ায় এমনই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে শ্রাবন্তী বা রোশন খোলাসা করে কেউই কিছু বলেননি। বহুদিন হল, দুজনেই সোশ্যাল মিডিয়া একে অপরের ছবি সরিয়ে দিয়েছেন। তবে এরপরেও বেশ-কিছুদিন যাবত, শ্রাবন্তী নিজের ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারে রোশনের সঙ্গে ছবি রেখে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি সেটাও সরিয়ে নেন। এসবের মাঝে শ্রাবন্তীর তৃতীয় স্বামী রোশনের সাম্প্রতিক ইস্টাগ্রাম স্টোরি নজর কেড়েছে। যেটি আবার কিছু অন্যরকম ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। এই ইঙ্গিতটা সম্পর্ক ভাঙার একেবারেই নয়, তবে কি সম্পর্ক জোড়া লাগার ইঙ্গিত? ফের কি তবে শ্রাবন্তীর কাছে ফিরতে চাইছেন রোশন? ইনস্টাগ্রাম স্টোরিটি দেখলে এভাবেই একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। কী রয়েছে রোশনের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে? গত ২০ ডিসেম্বও রোববার রোশন যে ৩টি ইনস্টাগ্রাম স্টোরি দিয়েছেন, তার একটিতে দেখা যাচ্ছে চারিদিকে প্রত্যেক যুবকই তাদের সঙ্গিনীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেখানে একজন একা দাঁড়িয়ে নিজেকেই নিজে জড়িয়ে রয়েছেন। এই ছবিটি পোস্ট করে রোশন লিখেছেন, 'মাই কন্ডিশন'। অর্থাৎ রোশন এখানে নিজের একাকীত্বকেই তুলে ধরেছেন বলে অনুমান করা যায়। তবে কি শেষ পর্যন্ত একে অপরের কাছে ফিরবেন শ্রাবন্তী-রোশন। অভিনেত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে অবশ্য এই মুহূর্ত এমন কোনও ইঙ্গিত মেলেনি।



বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম দুই ভাই জেলা

(৩ পাতার পর)

এক প্রজ্ঞাপনে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে উপসচিব পদমর্যাদার ১১ জন কর্মকর্তাকে পদায়ন করে আদেশ জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপনে লক্ষ্মীপুরের জেলা প্রশাসক হিসেবে আনোয়ার হোছাইন আকন্দের নামও রয়েছে। বিসিএস-২২ ব্যাচের এই কর্মকর্তা সর্বশেষ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপ সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিসিএস-২১ ব্যাচের কর্মকর্তা হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান তার আপন ভাইয়ের জেলা প্রশাসক হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম আপন দুই ভাইয়ের দুটি জেলার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার ঘটনা। তাঁদের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ সদরে। জেলা প্রশাসকদ্বয়ের বাবার নাম কাশেম আলী। তিনি প্রথম জীবনে শিক্ষক ও পরবর্তীতে রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার ছিলেন। মায়ের নাম সাজেদা খাতুন (রত্নগর্ভা)। তাঁরা ৫ ভাই ও ৪ বোন। তাদের মধ্যে ৬ জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। ভাই-বোনদের মধ্যে চারজনই সরকারি কর্মকর্তা (বিসিএস ক্যাডার)। বড় ভাই কামরুল হাসান হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক, তার পরের জন আনোয়ার হোসেন লক্ষ্মীপুরের জেলা প্রশাসক। এক ভাই রাজধানীর নিউরো সায়েন্স ইন্সটিটিউটের সহকারী রেজিস্ট্রার (বিসিএস ২৮তম ব্যাচ)। এক বোন মানিকগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের (এএসপি) দায়িত্বে আছেন (বিসিএস-৩১তম ব্যাচ)। আরো দুইজন বিসিএসের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক।

যে এক্সক্লুসিভ খবর খুঁজিনি

(৩১ পাতার পর)

মনে করলেও আমি শক্তিই জেনেছি। পেশাদারিত্বের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, অমর্যাদা জীবনে করিনি। যে স্বপ্ন নিয়ে এ পেশায় এসেছিলাম তাও এখন কূলকিনারাহীন। কখনোসখনো আপস করি। অনেক বড় বড় অনিয়ম। অপরাধ দেখি লিখতে পারি না। কেউ মানা করে না। চিকিৎসা শেষে যদি ফিরে আসি সুস্থ হয়ে মানুষের জন্য লিখব। আজন্ম যে স্বপ্ন নিয়ে লড়ছি তা নিয়ে লিখব। জীবন আমার আজন্ম যুদ্ধের, যুদ্ধেই তার ইতি ঘটবে। এটাই যেন হয় নিয়তি। জীবনে অপরাধ যদি করে থাকি নিজের সন্তানদের নিরাপদ নিশ্চিত জীবন দিতে পারিনি। কিন্তু অন্যায় করিনি। ভুল করলেও গ্লানিতে ভুগেছি। সংশোধন করেছি। আমার আট ভাই-বোনের পরিবার বড় সুখ ও আনন্দের। টানাপোড়েন থাকলেও উপচে পড়া সুখ।

তখন সমাজে ভারসাম্য ছিল। রাতারাতি একালের মতো আলাদিনের চেরাগে নবাব সলিমুল্লাহর নাতি তৈরি হতে দেখিনি। ব্যবসা নেই, বাণিজ্য নেই; ব্যাংক ডাকাতি। বিদেশে অর্থ পাচার। তদবির বাণিজ্যসহ মধ্যস্বত্বভোগী দালাল, সমাজে জঘন্য সব পেশা আর ঘুষ-দুর্নীতি, চুরি-চামারি, নির্লজ্জ লুটপাট। এত ধরা খায় তবু কারও শরম লাগে না। নিজেদের দস্যু বাহরাম মনে করে। তাদের স্বজনরাও গর্বে হাঁটে। চোরের মার বড় গলা। ডাকাতের এখন বড় কলিজা। লন্ডনে ভয়াবহ করোনার আঘাতে জনজীবন থেমে গেছে। অর্থনীতিতে দেশে দেশে মহাবিপর্যয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লড়বেন। প্রকৃত দেশপ্রেমিক শিল্পগোষ্ঠীর মালিকরা কঠিন চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন। এ যুদ্ধে জিততে হবে। সবাইকে মনে রাখতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন থামতে দেওয়া যাবে না। বিএনপিতেও ইতিবাচক ক্রিয়া শুরু হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর হাফিজ উদ্দিনের (অব.) শোকজকে বিএনপি দলের দেউলিয়াত্বই প্রকাশ করেনি, জবাবে হাজার হাজার নেতা-কর্মীর মনের ভাষা এসেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কোণঠাসা করে, চেতনা লালন না করে, জামায়াতের পাল্লায় উঠে আজ নেতৃত্বহীন বিএনপি কোথায় তা দৃশ্যমান হয়েছে। বিএনপি দলের নেতৃত্ব ও নীতিতে ব্যাপক সংস্কার এনে রণকৌশল নির্ধারণ না করলে আরও করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে। জটিল রাজনীতির কারণে চরম দুর্ভোগ থেকে মুক্তি ঘটছে না। রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিশালী দুই দল অনিবার্য।

অনেকে বলছেন, আমার অসুখের খবর কেনো লিখতে গেলাম

অনেকে বলছেন, আমার অসুখের খবর কেনো লিখতে গেলাম। আমি বলেছি, সত্য যতোই নির্মম হোক তা প্রকাশের পক্ষে আমি ছিলাম। লেবানিজ আমেরিকান কবি দ্যা প্রফেট খ্যাত কহলিল জিবরান, জেলখাটা বিপ্লবী কবি নাজিম হিকমত ইতিহাসে ঠাই নিয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করেছেন। আমাদের আবুল হাসান থেকে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ অমর সৃষ্টি রচনা করে বড় অকালে গেছেন। আরও কত স্বজন! আমার চারটি ভাইবোন হারিয়ে গেলো!

জীবনতো আমার পোড় খাওয়া, যুদ্ধের অবিরাম। দেশ বিদেশ থেকে যা ভাবিনি তাই আমাকে কত দূরে থাকা স্নেহশীল মানুষরা চমকে দিয়েছেন তাদের শিশুর মতোন কান্নায়, বাকরুদ্ধ কণ্ঠে। আমার প্রতি অগণিত মানুষের এতো ভালোবাসা, এতো টান আমাকে বাঁচার জন্য শক্তি যোগায়। আমিতো মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর অসীম করুনায় ও মানুষের দোয়ায় তিনবার হার্টে রিং পরিয়েছি। বেপরোয়া চলেছি। দেশ বিদেশে ৬ বার এনজিগ্রাম করেছি। নির্জিবের জীবন নেইনি। মানুষ ও দেশের স্বার্থে লড়েছি।

আমার 'মাল্টিপল মায়োলমা' নামের রোগ গোপনে বসত গড়েছে শরীরে। রবিবার যাচ্ছি মুম্বাই। সোমবার থেকে চিকিৎসা নেবো ভারতে যাকে অংকলজির ভগবান বলা হয় সেই পদ্মশ্রী ভূষণপ্রাপ্ত ডা. সুরেশ আদভানির কাছে। উন্নত হাসপাতাল, সার্ভিস সেবা আছে। আমার প্রবল বিশ্বাস আল্লাহর রহমতে মানুষের ভালোবাসায় হাসতে হাসতেই ফিরে আসবো। কত প্রিয়জন ফোন করেন, ইনবক্সে মেসেজ দেন, মোবাইলে বার্তা। আমি জবাব দিতে পারিনা। খারাপ লাগে।

আমার চন্দ্রস্মিতাকে বলি মুম্বাই আমার বড় মেয়ে সাইরা থাকে, সে রেগে যায়। রেখার বাংলো আমার জন্য সাজানো হয়েছে, মাধুরী অপেক্ষায়, প্রিয়াংকা অভিমানে নিকি জোনসের কাছে চলে গেছে! সে রাগে অর্ধবিশ্বাস করে। বুকভরে আরব সাগরের বাতাস নেবো। জুহু বিচে ঘুরবো। ডাক্তাররা আমাকে ১/২মাসের প্রস্তুতি নিয়ে যেতে বলছেন। এভাবে বাবা-মেয়ের খুনসুটি চলে!

আমি আজন্ম স্রোতের বিপরীতে সাতার কাটা মানুষ, আমি সোজা সাপ্টা মুখের উপর কথা বলা, রুখে দাঁড়ানোর, তর্কযুদ্ধের আবেগপ্রবণ সরল মানুষ। বোকা নই, মানুষকে বিশ্বাস করা। প্রতারণা অপরাধ নয়, মানুষের বিপদে ঝাঁপ দেয়া মানুষ। আমি ফের ফিরে আসবো প্রিয় প্রতদিনে, সহকর্মী, প্রিয় শহর, দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা মানুষের মাঝে। আমার ইবাদত অনেকটা বাকি রয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয় আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। মানসিক শক্তি কেউ হারাবেন না। প্রাণবন্ত সতেজ জীবন উপভোগ করুন। এক মুহূর্তের আনন্দই জীবনের অমূল্য সম্পদ। এ আমার বিশ্বাস। মৃত্যুই একমাত্র সত্য বাকি সব অনিশ্চিত। তাই বলে আমার এখনই নয়, আল্লাহ বাকি অনেক কাজ সমাধানে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমি তার কাছে মানে আমার বিবেকের কাছে অঙ্গিকারবদ্ধ। আমার সকল ভালোবাসার মানুষ ও গুণমুগ্ধ ভক্ত পাঠকের কাছে হৃদয় উজাড় করা দোয়া চাইছি। সবার জন্য আমারও অগাধ ভালোবাসা। আমার বিপদে আপদে যাদের কাছে পেয়েছি, তারাও পাশে আছেন। কত মানুষের ভালোবাসার কাছে আমি ঋণী। আমি সেই তারুণ্যের শক্তি নিয়ে ফিরছি। আল্লাহর রহমতে ফিরবো ইনশাল্লাহ।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুক্স
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal

❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.

Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218



বাংলাদেশ দূতাবাস ইতালিতে বিজয় দিবস উদযাপিত

ইতালী: ইতালীর রোমে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় মুজিব জন্মশতবর্ষে মহান বিজয় দিবসের ৪৯তম বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। ইতালিতে কোভিড-১৯ অতিমারীর সংকটময় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানটি ডিজিটাল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় দূতাবাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন এবং জাতির পিতাসহ মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব আয়োজন করা হয় দূতাবাসের সম্মেলন কক্ষে। শুরুতেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা সম্প্রচার করা হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাসহ কমিউনিটি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কমিউনিটির বক্তাগণ বঙ্গবন্ধু এবং শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় পুনঃব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূত শামীম আহসান তার বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সকল শহীদ, নির্যাতিতা নারী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপট ঐতিহাসিক তথ্যসহ তুলে ধরার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের "সোনার বাংলা"-র কথাও তিনি উল্লেখ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন "ভিশন-২০২১", "ভিশন-২০৪১" এবং "ডেল্টা প্ল্যান-২১০০" বাস্তবায়নেরলক্ষেও সবাইকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান তিনি। রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বৈশ্বিক স্বীকৃতির কথা তুলে ধরেন। বর্তমান সরকারকে তিনি প্রবাসী-বান্ধব সরকার হিসেবে অভিহিত করে প্রবাসীদের সেবার মান আরো বৃদ্ধির আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের শেষভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারবর্গ, মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং দেশের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসী নাগরিকবৃন্দ, সাংবাদিক এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

যে এক্সক্লুসিভ খবর খুঁজিনি নিয়তি তাই দিয়েছে



পীর হাবিবুর রহমান

রাজনৈতিক ও সংসদ বিষয়ক রিপোর্টার থাকতে আমি এক্সক্লুসিভ রিপোর্টের নেশায় থাকতাম। কোনো সিন্ডিকেট রিপোর্টিংয়ে জড়িত ছিলাম না। চোখ-কান খোলা রেখে সতর্ক থাকতাম। রিপোর্ট তন্ন তন্ন করে বের করতাম।

খবর পাঠকের সম্পদ। পাঠকের প্রতি পেশার প্রতি ইবাদত ছিল। পরিশ্রমী ছিলাম। সর্বত্র ছুটে বেড়াতাম। কত জায়গায় শোনা একটি লাইন আমার খবরের উৎস হতো। মিডিয়া-স্বীকৃত অব দ্য রেকর্ড আমি মানতাম না। ঘটনা সত্য মানেই রিপোর্ট।

সোর্স ক্রসিংয়ে এমনভাবে রিপোর্ট বের করতাম অনেকে বলতেন যেন আমি মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলাম- দল, লিয়াজোঁ কমিটি, মহাজোট বা কূটনীতিকদের সঙ্গেই হোক। জীবনের সেরা সময় রিপোর্টিংকাল শেষে কলাম লেখা শুরু। তাও প্রথাভাঙা। আমি গর্বিত একালের রাজনৈতিক রিপোর্টারদের চেয়ে। দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী জাতীয় নেতা থেকে কত রাজনীতিবিদের গভীর সান্নিধ্য পেয়েছি। কত বীরের সঙ্গে নাগরিক সমাজের পন্ডিতদের সঙ্গে সখ্য গড়েছি। জাতীয় নেতাদের সঙ্গে আমার যত তর্কযুদ্ধ হয়েছে তাদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গভীর হয়েছে। তাদের অনেক বড় অংশ নেই। হাতে গোনা কজন বেঁচে আছেন। অনেক বড় বড় নেতা সমালোচনা সইতে পারেন না।

তাই তারা আর বড় হতে পারেননি। জগদ্বিখ্যাত রাজনীতিবিদদের সবাই সমালোচনা সইতে পারতেন। তাই মহাকালের ইতিহাসে তঁারাই আলোকিত কিংবদন্তি হয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা জীবনের ২৭ বছর শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বর্বর কারা নির্যাতন সহ্য করেছেন। মুক্ত পৃথিবীতে তিনি প্রমাণ করেছেন ক্ষমতার লোভ নয়, জাতীয় ঐক্যে শত্রুকেও আলিঙ্গন করতে হয়। তিনি বলেছিলেন, আমি গান্ধীর ভক্ত কিন্তু নেহেরু আমার আইডল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরু উদার গণতন্ত্রী ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। দলে বল্লভভাই প্যাটেলের পাল্লা ভারী হলেও গান্ধী নেহেরুকেই এ কারণে প্রধানমন্ত্রী করেন। গান্ধীর প্রতি ভক্তিতে প্যাটেলসহ সবাই মেনেও নেন। আমাদের 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই একক ক্যারিশমায় নেতা ও দল তৈরি করে জীবনের ১৩ বছর জেল খেটে জনগণকে এক মোহনায় মিলিত করে স্বাধীনতা, নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয় এনে দেন। তাঁর মতোন বিশাল হৃদয়ের আরেক উদার গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদ শত বছরে আসবে না। কিন্তু তাঁর প্রতি যে অপরাধ করা হয়েছে তার খেসারত জাতিকে দিয়ে যেতে হবে। কত দিন জানি না।

তাঁর বই পড়ি সবাই। হৃদয়ে চেতনায় আদর্শ জীবনবোধে লালন করি না। দেশটাই তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত।

তাঁর নীতিবোধ, জীবনবোধ, দর্শন কোথাও মেলে না তাঁর স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে। এর মধ্যে আদর্শহীন রাজনীতিতে গণমানুষ-সম্পৃক্ত গণমুখী রাজনীতিবিদ-শূন্য হয়েছে রাজনীতি। ক্ষমতার প্রাসাদে নানা পেশার মুখ ভাসে। এটা রাজনীতির মরুকাল হলেও রাজনীতির জন্য সর্বনাশা। লোভের সর্বনাশা পথে ভেসেছে দেশ। একসময় যে আদর্শিক রাজনীতির সমাজ ছিল আজ বিলীন হওয়ার পথে।

আমরা মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ ও শক্তির সর্বনাশ করেছি '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে পরিবার-পরিজনসহ নৃশংস হত্যায়। সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রের জমানায় নানা অশুভ শক্তির সঙ্গে আপস করে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সম্মান নিয়ে আলেমদের সঙ্গে সখ্য রাখবেন। কিন্তু দেশকে মানসিকতায় ধর্মান্ধ উগ্র স্বাধীনতাবিরোধী মোলাতন্ত্রের হাতে দেওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক শোষণমুক্তির অঙ্গীকার থেকে দেশকে সরিয়ে নেওয়া যাবে না। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করতেই হবে।

মানুষের ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র রাষ্ট্রের মালিকানা দিতে হবে। কিন্তু নিয়তি আমার জীবনে এমন এক্সক্লুসিভ আকস্মিক ব্যাধির খবর জানাবে আমি তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ছেলেটি এক বছরের বেশি কাটিয়ে বার অ্যাট ল শেষ করে কঠিন লকডাউন করোনার ছোবলের ভিতর থেকে কীভাবে আসবে ৩০ ডিসেম্বর ফ্লাইটে আমি জানি না। তার কান্না শুনেও আমাকে বলতে হয়েছে ২৭ ডিসেম্বর আমি মুম্বাই চলে যাব। তুমি প্রয়োজনে পরে যেও। ছয়বার এনজিওগ্রাম করে তিনবার হার্টে রিং পরিয়েছি। কিন্তু মাল্টিপল মায়োলমা নামের রোগটির কথা আগে কখনো শুনিনি। সেটিই কিনা একান্ত গোপনে আমাকে আক্রমণ করে বসল।

আমি বলতাম, নির্জীবের দীর্ঘ জীবনের চেয়ে বীরের স্বল্পজীবন উত্তম। কিন্তু বীরত্বের জীবন আমি রাখতে পারিনি। নোয়াম চমস্কি থেকে অরুন্ধতী রায়ের মতো সমাজে লিখতে বা রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ দিতে যে সুযোগ দিয়েছে গণতন্ত্রের খোলা জানালা আমাকে তা দেয়নি। গণমাধ্যম কারও রক্ষিতা হতে পারে না। দলবাজির অন্ধকার থেকে যেমন মানুষের জন্য আলোর ধারায় আনতে হবে, তেমনি রাজনীতিকে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদার গণতন্ত্রের পথে আনতে হবে যেখানে জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, গ্রেনেড বোমার বীভৎস চিত্র ফিরে আসতে পারবে না।

বেঁচে থাকলে দেশ ও মানুষের কল্যাণে লড়াইটা আরও শানিত করব। আমি ধর্মান্ধ রাজনীতির স্বাধীনতাবিরোধী বাজিকরদের বিরুদ্ধে কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি মনেপ্রাণে নত। আমার বাবা-মার চেয়ে পরহেজগার আমি দেখিনি। মহান আল্লাহ নিশ্চয় আমাকে নিরাশ করবেন না। দেশের মানুষ অন্তর থেকে দোয়া করবেন- এমনটা আশা করতেই পারি।

ডা. সুরেশ হরিরাম আদবানি একজন অনকোলজিস্ট যিনি ভারতে হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন প্রবর্তন করেছিলেন। তিনিই আমার চিকিৎসা করবেন। আট বছর বয়সে পলিওমিলাইটিসে আক্রান্ত, হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ডাক্তার মুম্বাইয়ের গ্রান্ট মেডিকেল কলেজ (যেখানে তিনি এমবিবিএস এবং এমডি মেডিসিন ডিগ্রি অর্জন করেছেন) থেকে পড়াশোনা করেছেন, এর পরে তিনি টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারে মেডিকেল অনকোলজিস্ট হিসেবে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন। এখন তিনি ফোরটিস গ্রুপের রাহেজা হাসপাতালে চিকিৎসা করেন। ওয়াশিংটনের সিয়াটেলের ফ্রেড হাচিনসন ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র থেকে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

তাঁর অক্ষমতার জন্য আগে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে আদবানি মুম্বাইয়ের গ্রান্ট মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য কর্তৃপক্ষকে রাজি করান। তিনি সেখান থেকে ১৯৬৬ সালে তাঁর মেডিসিন ডিগ্রি অর্জন করেন। মুম্বাইয়ের গ্রান্ট মেডিকেল কলেজের জে জে হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা এবং হেমাটোলজি-অনকোলজির প্রশিক্ষণের পরে তিনি সিয়াটেলের ফ্রেড হাচিনসন ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রে অনকোলজির আরও প্রশিক্ষণ নেন। সেখানে তিনি নোবেলজয়ী ডা. এডওয়ার্ড ডোনাল থমাসের সঙ্গে কাজ করেন, যিনি আমেরিকায় হাড়মজ্জা প্রতিস্থাপনের জনক হিসেবে পরিচিত। ভারতে পদ্মশ্রীভূষণ-প্রাপ্ত এ বিখ্যাত চিকিৎসকই আমার চিকিৎসা করবেন।

আমাদের সমাজে অনেকে অসুখ-বিসুখ গোপন রাখেন। জীবনে কত গোপন ঘটনা ফাঁস করেছি, আর নিজের অসুখের খবর বলব না তা কি হয়? যারা বিকৃত হিংস্র উল্লাস করবেন, করুন। আমার প্রিয় স্বদেশের মানুষ, স্বজনেরা দোয়া করুন। আল্লাহ মহান। মানুষের কল্যাণ ছাড়া তো কোনো কাজ নেই আমার। যখন যারা সাহায্যে এসেছে চেয়েছি সাহায্য করতে। অন্যায়কে অন্যায় বলেছি। সাদাকে সাদা, কালোকে কালো। যেখানে ভালোবাসা পেয়েছি বারবার গেছি। কেউ অপছন্দ করলে বা কাউকে অপছন্দ করলে ভুলেও সে পথে যাইনি। মানুষের শক্তির চেয়ে বড় শক্তি নেই যেমন বিশ্বাস করি, তেমনি মানুষের ভালোবাসার চেয়ে বড় প্রাপ্তিও নেই। এ ভালোবাসা জীবনের অর্জন।

কলকাতার স্বজন তপনদা আর আমাদের রাসেল এ সমন্বয় করেন। ছোট ভাই আসাদুজ্জামান সেন্টু আমার সঙ্গে যাবে। দেশে চিকিৎসার জন্য বহু পাঁচ তারকা হাসপাতাল হয়েছে। কিন্তু কার্যকর ডায়াগনস্টিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা দাঁড়ায়নি। প্যাকেজ চেকআপ ও চিকিৎসায় বড় ঘাটতি। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্ররা রাসেলকে কল করতে থাকে। যদি আমার কোনো অসুবিধা, আমার প্রতি গাফিলতি হয় তাহলে যেন তাদের জানানো হয়। বিদেশি রোগী এমনিতেই তারা পাচ্ছে না। মানুষ ভিটেমাটি বিক্রি করে এমনি দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য যায় না। মাল্টিপল মায়োলমো এক ধরনের ক্যান্সার হলেও এখানে জীবন ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমি আগে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী হিসেবে বেড়ে উঠেছি। আমার আত্মাজুড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাস। মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত বাংলাদেশ আমার আজন্মের স্বপ্ন। পেশার তারে জীবন জড়িয়ে রিপোর্টিং একরকম আনন্দ দিয়েছে। কলাম দিয়েছে আরেক ধরনের আনন্দ। প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র সমাজ মায়ামহব্বতহীন, সৌহার্দ্যরে স্বাধীন মত প্রকাশের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কি জঘন্য ভাষায় আক্রমণ সয়েছি। বেঁচে থাকলে আরও সইতে হবে। কিন্তু লাখো লাখো পাঠকের ভালোবাসাও কম জোটেনি কপালে। মানুষের ভালোবাসা আমার শক্তি। কত বরেণ্য নেতা ও মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক হয়েছে। তৃণমূলের সঙ্গে আমার প্রেম শাশ্বত। জীবনে খুব বেশি চাইনি আমি। তবু জীবনের অনেক স্বপ্ন ভেঙে গেছে। পূরণ হয়নি। আমার কোমল প্রেমিক হৃদয়ে মানুষেরই বাস। '৯৬ সালে কারামুক্ত এরশাদ করমর্দন করে বলেছিলেন, তোমার হাত এত নরম অথচ লেখা এত কঠিন? বলেছিলাম কবিগুরুর সত্য যে কঠিন, কঠিনেরেই ভালোবাসিলাম আমি।

জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতা, মেধা সৃজনশীলতা দেশের জন্য কাজে লাগাতে দেওয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুর সাহসের উৎস থেকে জন্ম নেওয়া আমার জীবন ছেলেবেলা থেকেই রুখে দাঁড়াবার, ঘুরে দাঁড়াবার। প্রথা ভাঙার। ব্যক্তিত্ব মর্যাদা নিয়ে হাঁটার। আমার আবেগ-অনুভূতি সারল্যকে অনেকে আমার শত্রু (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



KAKATUA AGENCY
Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁময় জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিনোভ কভিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

কবি দিলওয়ার ও লোদী'র জন্মদিন ১ জানুয়ারী

(শেষের পাতার পর)

সাথে জড়িয়ে ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ দশকের অন্যতম প্রধান কবি। জীবদ্দশায় তিনি বাংলা একাডেমি ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কার লাভ করেন। কবি দিলওয়ার ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে-
জিজ্ঞাসা (১৯৫৩), ঐকতান (১৯৬৪), পূবাল হাওয়া (১৯৬৫), উদ্ভিন্ন উল্লাস (১৯৬৯),স্বনিষ্ঠ সনেট (১৯৭৯), রক্তে আমার অনাদি অস্থি (১৯৮১), নির্বাচিত কবিতা (১৯৮৭) অন্যতম।

কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কবি তমিজ উদ্দীন লোদীর জন্ম ১ জানুয়ারী ১৯৫৯। সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামে। পেশায় প্রকৌশলী। দীর্ঘদিন বাংলাদেশ রেলওয়েতে সরকারি কাজ করার পর স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাস জীবন যাপন করছেন। তিনি বাংলা পত্রিকা'র সাহিত্য সম্পাদক।

তার প্রকাশিত গ্রন্থ

কবিতা
কখনো নি:সঙ্গ নই (১৯৮৫)
এক কণা সাহসী আগুন (১৯৯২)
নানা রঙের প্যারাশূট (১৯৯৭)
চাঁদভস্ম (২০০৪)
আমাদের কোনো প্লাতেরো ছিল না (২০১২)
অনিবার্য পিপাসার কাছে (২০১৬)
আনন্দময় নৈরাশ্য ও ইস্পাত মানুষেরা (২০১৭)
নির্বাচিত কবিতা (২০১৭)
দৃশ্যকল্প ও কতিপয় রাতের রমণী (২০১৮)

গল্প
হেষাধ্বনির বাঁকবদল (২০০৩)
নিরুদ্দিষ্টের জলাবর্ত (২০০৫)
হাডসন স্ট্রিটের সুন্দরী এবং (২০১১)
নির্বাচিত গল্প (২০২০)

অনুবাদ
শতাব্দীর সেরা আমেরিকার নির্বাচিত গল্প (২০০৩)

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন?

প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।

ভন্ডামি!

(শেষের পাতার পর)

গুরুদায়িত্ব পালনে রত। সর্বহারা বিপবে ব্যর্থ হয়ে বা ক্ষ্যান্ত দিয়ে ক্ষমতার মধ্যলেহনে ব্যস্ত। 'কমরেড' বলা হয় মার্ক্সবাদী বা মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাষীদেরকে। সাধারণে এরা বামপন্থী হিসেবে পরিচিত হন। মার্ক্সবাদে ইশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। ধর্মবিশ্বাষকে এতে আফিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফলে যারা মার্ক্সবাদী হন তাদেরকে নাস্তিক হতে হয়। কথিত এই দুই কমরেড সম্পর্কেও জানা ছিল তারা নাস্তিক বা কোন ধর্মে বিশ্বাষ করেন না, প্রগতিশীল। সেই এরা যখন 'প্রতিক্রিয়াশীল'দের দলে শামিল হয়ে হজ্বব্রত পালন করেন ধরে নেয়া যায় তাদের একটা ভন্ডামী। হয় মার্ক্সবাদী হওয়া, অথবা ধর্মীয় আচার পালন করা। কেউ বলতে পারেন দু'টোই। হতে পারে। কারন মার্ক্সবাদী আর ধর্মবিশ্বাষী- দু'টো একসাথে হওয়া যায় না।

(খ) '৭২ থেকে '৭৫- প্রচন্ডরকম 'মুজিববিরোধী' বা 'মুজিববিদ্বেষী'দের একটি অংশকে দেখা যায় আওয়ামী লীগের চেয়েও বেশী 'মুজিবভক্ত' বা 'মুজিবপ্রেমী' হয়ে যেতে। হাল আমলে এই প্রবণতাটা একটু বেশীই যেন। মাঝেমাঝে বিভ্রান্ত হয়ে যাই, কারন আসল মুজিবপ্রেমীদেরকে দেখেছি '৭৬ থেকে '৯৭- যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল না। এখনকার এই এত এত মুজিবভক্ত যে তখন কোথায় ছিল!

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

রাসেল-স্বপনসহ করোনায় আক্রান্তদের

(শেষের পাতার পর)

কল্যাণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন স্বপনের সুস্থতা কামনা এবং দেশ ও প্রবাসে আক্রান্ত সকলের রোগমুক্তি কামনায় ও প্রয়াত সকলের রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাহফিলে সিডিসি'র গাইড লাইন মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়। খবর ইউএনএ'র।

রোববার অপরাহ্নে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সঞ্চালনায় জুম দোয়া মাহফিলের বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের খতিব ও ইমাম মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সন্তান ডা. মাসুদুল হাসান, আইটিভি'র সিইও মওলানা শহীদুল্লাহ, ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা নাসির আলী খান পল, উপদেষ্টা যথাক্রমে আব্দুল আওয়াল সিদ্দিকী, মনজুর আহমেদ চৌধুরী, সালেহ আহেমদ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, ফারুক হোসেন তালুকদার, অধ্যাপক শাহাদৎ হাসান ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সংগঠনের সাবেক সহ সভাপতি সৈয়দ আতিকুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা আফরোজা রোজী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জুম সভায় সৈয়দ আল আমীন রাসেল তার ও পরিবারের সদস্যদের কভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষাপট ও করনীয় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, করোনায় আক্রান্ত হলে ভয় না পেয়ে সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলার আহ্বান জানান এবং স্বাস্থবিধি নেমে চলার অনুরোধ করেন। দোয়া মাহফিলে ফ্রেন্ডস সোসাইটির মাহিন রহমান সহ কমিউনিটি নেতা মাকসুদুল হক চৌধুরী, বদিউল আলম, মোহাম্মদ আকরাম, সাংস্কৃতিক বক্তিত্ব আরতী শিকদার প্রমুখ যোগ দেন।

সবশেষে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ফ্লোরিডা তাউহীদ মসজিদের ইমাম কারী মওলানা ফখরুল ইসলাম আমমগীর দোয়া পরিচালনা করেন।

কোম্পানীগঞ্জ সমিতির নির্বাচন-২০২১

(শেষের পাতার পর)

ঘটেছে। অবশেষে সমিতির অফিস থেকে নির্বাচন কমিশনকে বের করে দিয়ে পুলিশ দরজায় তালা মেরে সমিতির বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন সবুজের হাতে চাবি দিয়ে যান।

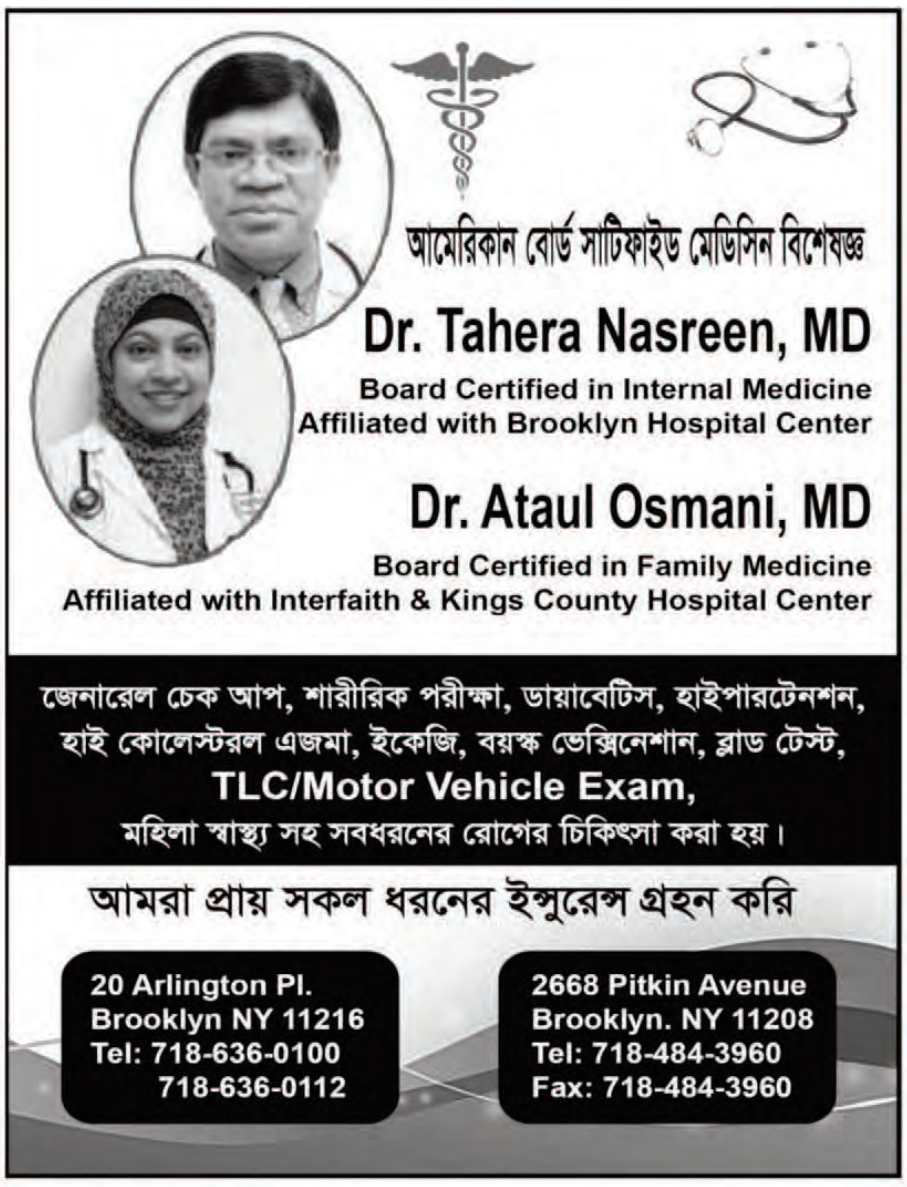
উল্লেখ্য, গত এক বছরের অধিক সময় ধরে কোম্পানীগঞ্জ সমিতিতে সভা, পাল্টা সভা, বহিষ্কার, নির্বাচন কমিশনের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ,ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বিধাবিভক্তি সহ নানান জটিলতায় মামলার ফাঁকে আটকে ছিল এই নির্বাচন। সম্প্রতি আদালত নির্বাচন কমিশনকে নিয়ম মেনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আংশিক আদেশ দেন এবং মামলার পূর্ণাঙ্গ শুনানি আগামী ফেব্রুয়ারীতে ধার্য করেন।

এদিকে আদালতের এই আংশিক রায়-কে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন এবং ট্রাষ্ট্র বোর্ডের কয়েকজন স্থগিত নির্বাচন শুরু করতে গিয়ে নানান জটিলতা সৃষ্টি হয়। দুই পক্ষ সেখানে মনোনয়ন ফরম গ্রহণ করলেও একটি পক্ষকে কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক চিঠিপত্র না দিয়ে তাদের সাথে কোনরকম যোগাযোগ রক্ষা না করে নির্বাচন কমিশন একতরফাভাবে একটি পক্ষ থকে এক বৎসর আগে বিতরণকৃত মনোনয়ন পত্র জমা নেন। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ নির্বাচন জমা দিতে গেলে শুরু হয় বাদানুবাদ, তর্ক বিতর্ক। পরবর্তীতে আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন অপর পক্ষের দাবি এবং তাদের আচরণবিধি সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিলে সমাধানের কাছাকাছি পৌঁছে সমিতির নির্বাচন। ওই মুহূর্তে বাইর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কয়েকজন লোক অফিসে প্রবেশ করে এই সমঝোতা কে ভেস্তে দেন। এক পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পুলিশ ঢাকা হলে পুলিশ এসে নির্বাচন কমিশনকে সহ অপর প্যানেল জমা দিতে আসা সবাইকে অফিস থেকে বের করে দেন। এদিকে মহামারী করনায় এ পর্যন্ত করোনায় ১২ জন সদস্যের মৃত্যু কার্যকরী কমিটির তিনজন সদস্য করোনা পজেটিভ এবং অর্ধ শতাধিক সদস্য করোনার ভয়াবহতার শিকার। লাশ দাফন কাফনের এই সমিতি কিন্তু লাশের পাশে দাবিদার শুধু কার্যকরী কমিটির একটি পক্ষ। অপরদিকে সমিতির দাবিদার ট্রাষ্টি বোর্ড লাশ এবং সদস্যদের পাশে না থেকে মহামারীর এই ভয়য়াবহ তারমধ্যে নির্বাচন করা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। যে মুহূর্তে দরকার মানুষের অধিক সর্তকতা ভাইরাস থেকে রক্ষার জন্য বিধিনিষেধ মেনে চলা সেই মুহূর্তে সমিতির ট্রাস্টি বোর্ড এবং নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কর্তৃক খোলামেলাভাবে নির্বাচনী কর্মকান্ড পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য বিধি না মানায় করোনার সংক্রমণের পথ প্রশস্ত হচ্ছে বলে সচেতন প্রবাসীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সংগঠনটির অধিকাংশ সদস্যই মনে করে করোনার এই মহামারীর মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা না করে মানুষকে স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে না ফেলে স্বাভাবিক কার্যক্রম অবস্থা ফিরে আসা পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখাই উত্তম।

পাশাপাশি একতরফা নির্বাচন অথবা যেকোনো ধরনের দ্বিধাবিভক্তি এড়িয়ে সংগঠনটিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য দুই পক্ষকে নিয়ে বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার আহ্বান জানান সাধারণ সদস্যরা।

এসোসিয়েশনের নির্বাচন-কে কেন্দ্র করে উদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে মোশারফ হোসেন সবুজ বলেন, আমরা যেকোন সময় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করার পক্ষপাতী। আমরাও নির্বাচন চাই তা স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সমিতির দুই পক্ষকে নিয়ে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে। একতরফা নির্বাচন সমিতির জন্য কোন সুখবর নয় এবং আমি সংশ্লিষ্টদেরকে এই ধরণের কর্মকান্ড না করে সমিতির বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানাই।

নির্বাচন বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিমনার আশীষ রঞ্জন ভৌমিক বলেন, আমরা এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র মেনে নির্বাচন পরিচালনা করছি। আর সবাইকেই গঠনতন্ত্র ও নির্বাচনী বিধি মেনে চলতে হবে। আমরাও চাই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে।







এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

আইসিসি'র দশক সেরা দলে যারা

(শেষের পাতার পর) করেছে। টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির এই তিন ফরম্যাটের দলে জায়গা পেয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তিন ফরম্যাটের দুই দলে জায়গা পেয়েছেন- মহেন্দ্র সিং ধোনি, রোহিত শর্মা, ডেভিড ওয়ার্নার, বেন স্টোকস, এবি ডি ভিলিয়ার্স, লাসিথ মালিঙ্গা।

ভারতকে আইসিসির তিনটি শিরোপা উপহার দেয়া সাবেক সফল অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে আইসিসির দশক সেরা ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্বে রাখা হয়েছে।

আইসিসির দশক সেরা টেস্ট দল: অ্যালিস্টার কুক, ডেভিড ওয়ার্নার, কেন উইলিয়ামসন, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), স্টিভ স্মিথ, কুমার সাঙ্গাকারা, বেন স্টোকস, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ডেল স্টেইন, স্টুয়ার্ড ব্রড ও জেমস অ্যান্ডারসন।

আইসিসি দশক সেরা ওয়ানডে দল: রোহিত শর্মা, ডেভিড ওয়ার্নার, বিরাট কোহলি, এবি ডি ভিলিয়ার্স, সাকিব আল হাসান, মহেন্দ্র সিং ধোনি (অধিনায়ক), বেন স্টোকস, মিসেল স্টার্ক, ট্রেন্ট বোল্ট, ইমরান তাহির ও লাসিথ মালিঙ্গা।

আইসিসি দশক সেরা টি-টোয়েন্টি দল: রোহিত শর্মা, ক্রিস গেইল, অ্যারন ফিঞ্চ, বিরাট কোহলি, এবি ডি ভিলিয়ার্স, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মহেন্দ্র সিং ধোনি (অধিনায়ক), কায়রন পোলার্ড, রশিদ খান, জশপ্রিত বুমরাহ ও লাসিথ মালিঙ্গা।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS e file Provider
Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER
যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম
৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'
ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট
ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭
এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।
* Immigration
* Asylum Cases
* Divorce
* Title Insurance
* Real Estate Closing
* Investment Visa E2 EB5
* Deportation Defense
* Criminal Defense Cases
* Citizenship Tests
JUSTICE law firm
Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC
SERVICES
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX
ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান
দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider
অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ আবুল কালাম
T: 718-274-1908, F: 718-728-2293
email: primebrokerage34@gmail.com
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

করোনা, যুদ্ধ, বিক্ষোভ ও বিস্ফোরণ

(৪ পাতার পর)

আগামী ৬ জানুয়ারী আনুষ্ঠানিক গণনা হবে। এটাই আগামী ২০ জানুয়ারী জো বাইডেনের শপথ নেয়ার পথ তৈরি করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন একজন নারী। শুধু নারী হিসেবেই নয় কমলা হ্যারিস কৃষ্ণাঙ্গ এবং দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভুত ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েও ইতিহাস তৈরি করেছেন।

ইসরাইল ও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে নতুন মোড়: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ১৩ অগাস্ট ইসরাইল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ঘোষণা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

নিউইয়র্ক টাইমসের বিখ্যাত কলামিস্ট টমাস এল ফ্রিডম্যান এই ঘোষণাকে ব্যাখ্যা করেন 'মধ্যপ্রাচ্যের একটি ভূ-রাজনৈতিক ভূমিকম্প'। ডোনাল্ড ট্রাম্প এই চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছিলেন। পুরো আলোচনাটি চলেছিল এতটাই গোপনে যে, ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত নাকি এ বিষয়ে কিছু জানতেন না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে এই ঘোষণা দেয়ার পরপরই ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু হিবরুতে টুইট করেন, 'এক ঐতিহাসিক দিন ।'

এক যুক্ত বিবৃতিতে ইসরাইল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত জানায়, 'এই ঐতিহাসিক অগ্রগতি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির অগ্রযাত্রায় সাহায্য করবে' বলে তারা আশা করেন। তারা জানায়, দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের বিনিময়ে ইসরাইল পশ্চিম তীরের বিশাল ফিলিস্তিনি এলাকা ইসরাইলের অংশ করে নেয়ার কাজ আপাতত স্থগিত রাখবে। এর এক মাস পরেই ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ঘোষণা দেয় বাহরাইনও। ইসরাইলের জন্য এই দুটি আরব রাষ্ট্রের সাথে হাত মেলানো ছিল সত্যিকার অর্থেই এক বিরাট অর্জন। তবে, গত অর্ধ শতাব্দী ধরে ইসরাইলি দখলদারিত্ব ঘুচিয়ে স্বাধীন একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের প্রতি পুরো আরব বিশ্বের যে ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ছিল, এই ঘোষণা আসে তার প্রতি একটা বড় আঘাত হিসেবে।

ফিলিস্তিনীরা সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই পদক্ষেপকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে মন্তব্য করেন। ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এর নিন্দা করে বলেন, 'এটি জেরুসালেম, আল-আকসা ও ফিলিস্তিনীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।'

এই দুই আরব রাষ্ট্রের ঘোষণার পর সৌদি আরবও ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে যাচ্ছে কিনা তা নিয়ে ছিল ব্যাপক জল্পনা। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পর বাহরাইন ও আরব আমিরাত তৃতীয় ও চতুর্থ উপসাগরীয় দেশ হিসেবে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিল। এর আগে মিসর ১৯৭৯ সালে এবং জর্ডান ১৯৯৪ সালে ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

যুদ্ধের দামামা: নাগোর্নো-কারাবাখ পূর্ব ইউরোপে দক্ষিণ ককেশাসের বিরোধপূর্ণ এলাকাটিকে কেন্দ্র করে ২৭ সেপ্টেম্বর আবার যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে। এই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয় দুই দেশের মধ্যে এর আগেও সংঘর্ষ হয়েছে। সমঝোতার মাধ্যমে ছয় বছর ধরে চলা যুদ্ধ ১৯৯৪ সালে থেমে গেলেও তাদের মধ্যে কখনো শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। আন্তর্জাতিকভাবে এই এলাকাটি আজারবাইজানের অংশ বলে স্বীকৃত হলেও, আর্মেনিয়ার সরকারের সমর্থনে জাতিগত আর্মেনিয়রা এটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দুটি দেশই এলাকাটিকে তাদের নিজেদের অংশ বলে দাবি করে। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় নভেম্বরে একটা শান্তি চুক্তি হলেও তা কার্যকর হয়নি। ছয় সপ্তাহের বেশি চলা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দু'পক্ষের পাঁচ হাজারের বেশি সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে।

ইথিওপিয়া- দেশটির সরকারি বাহিনীর সাথে উত্তরে টিগ্রে'র ক্ষমতাসীন দল টিগ্রে পিপলস লিবারেশন ফ্রন্টের (টিপিএলএফ) মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয় নভেম্বর মাসে। ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যাবি আহমেদ টিগ্রের আঞ্চলিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেন, টিগ্রেতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সৈন্য ঘাঁটিতে টিপিএলএফের হামলার জবাবে তিনি সামরিক আগ্রাসনের নির্দেশ দিয়েছেন।

টিপিএলএফ: এর নেতাদের সাথে অ্যাবি আহমেদের তিক্ত সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের। সাম্প্রতিক সংঘর্ষে কয়েক শ' মানুষ মারা গেছে এবং কয়েক হাজার মানুষ ঘড়ছাড়া হয়েছেন। সরকারি বাহিনী টিগ্রের ওপর স্থল ও বিমান আক্রমণ চালিয়েছে।

লিবিয়া: এই দেশটিতেও দীর্ঘ দিন ধরে চলা অশান্তির আগুনে ভাঁটা পড়েনি। বর্তমানে লিবিয়ায় জাতিসংঘের সমর্থন পুষ্ট সরকার, বিদ্রোহী নেতা জেনারেল খালিফা হাফতারের বিদ্রোহী বাহিনীর সাথে লড়ছে। লিবিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের বড় অংশ এই মুহূর্তে খালিফা হাফতারের বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। লিবিয়া নিয়ে নেটো জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে মতভেদ এবং লিবিয়ার বিবদমান দু'পক্ষের পেছনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এই সঙ্কটকে আরো জটিল করে তুলেছে।

জেনারেল হাফতারের বাহিনীকে সহায়তা করছে রাশিয়া, মিসর, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। অন্যদিকে ত্রিপলি সরকারের পেছনে রয়েছে তুরস্ক ও তার মিত্র দেশ কাতার। লিবিয়ার যুদ্ধেও প্রাণ হারিয়েছে কয়েক হাজার মানুষ, বাস্তহারা হয়েছে কয়েক লাখ। দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এখনো চলছে এবং লিবিয়া বিষয়ে জাতিসংঘের দূত নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ জানিয়েছেন, দু'পক্ষ একটা নির্বাচনের রূপরেখা নিয়ে প্রাথমিকভাবে একমত হয়েছে।

হংকং: হংকংয়ে গণতন্ত্রকামীদের অব্যাহত চীন বিরোধী বিক্ষোভ দমন করতে কর্তৃপক্ষ নতুন জাতীয় নিরাপত্তা আইন আনার প্রস্তাব করলে হংকংয়ে এর বিরোধিতা করে ব্যাপক প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ চলে প্রতিবাদকারীদের। গ্রেফতার হয় শত শত মানুষ। এরপর ৩০ জুন চীন দেশদ্রোহিতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও নাশকতা নিষিদ্ধ করে নতুন জাতীয় নিরাপত্তা আইন পাশ করে। সমালোচকরা বলছেন, হংকংয়ের সংক্ষিপ্ত সংবিধানে দেশটিকে যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এই আইন তা খর্ব করবে।

থাইল্যান্ড: জুলাই মাস থেকে হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছে থাইল্যান্ডের রাজতন্ত্র আর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানোর দাবিতে। থাইল্যান্ডের রাজার অসীম ক্ষমতা খর্ব করার দাবি জানাচ্ছে তারা, রাজার জন্য জনগণের অর্থ ব্যয়েরও সীমা বেঁধে দিতে চায় তারা। থাইল্যান্ডের আধুনিক ইতিহাসে রাজাকে এরকম প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করার উদাহারণ আর নেই। বিক্ষোভ দমনে সরকার সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, জারি করেছে জরুরি অবস্থা। তরুণ প্রজন্ম যেভাবে রাজতন্ত্র এবং এর প্রতিনিধিত্বকারী সবকিছুকেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে তাতে এটি এক দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের শুরু বলেই অনেকে মনে করছে।

বেলারুশ: বেলারুশে ৯ অগাস্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল প্রত্যাখান করে বিক্ষোভ শুরু করে বিরোধীরা। ২৬ বছর একনাগাড়ে ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট লুকাশেঙ্কোর পদত্যাগের দাবিতে এই বিক্ষোভে যেভাবে দেশটির মানুষ অংশ নেয় তা ছিল অভূতপূর্ব। অনেক নগরী, শহর ও গ্রামে পর্যন্ত এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। করোনার ঝুঁকি উপেক্ষা করে লাখ লাখ মানুষ পথে নামে। তারা নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী সেভৎ-লানা তিখানোভস্কায়াকেই বিজয়ী ঘোষণার দাবি জানায়। বিক্ষোভে আটক হয় হাজার হাজার মানুষ। বেলারুশে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশি নির্মমতার ব্যাপক অভিযোগ ওঠে। সাত ঘণ্টা আটক অবস্থায় থাকার পর মুক্তি পেয়েই মিস তিখানোভস্কায়া পালিয়ে যান লিথুয়ানিয়ায়। নভেম্বরের শেষে লুকাশেঙ্কো প্রথমবারের মতো ইঙ্গিত দেন তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন। তবে কবে তা তিনি বলেননি।

লেবানন: লেবাননের রাজধানী বৈরুতের বন্দর এলাকায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য সরকারের অবহেলাকে দায়ী করে সরকারের বিচারের দাবিতে পথে নামে বৈরুতবাসী। বিস্ফোরণ পরবর্তী সরকার বিরোধী এই বিক্ষোভ ছিল নজিরবিহীন। নিহতের সংখ্যা বাড়ার পটভূমিতে গণ অসেন্তোষের মুখে পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী হাসান দিয়াব। ইতোমধ্যেই দেশের রুগ্ন অর্থনীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বেকারত্ব, দুর্নীতির অবসান ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবিতে দেশে বিক্ষোভ চলমান ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে ক্ষমতার ভাগাভাগির ব্যবস্থারও পরিবর্তন চাইছিল দেশের মানুষ।

সাধারণ মানুষের অভিযোগ, সরকারের অব্যবস্থাপনা এবং দেশের অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণীর বলি হিসেবে তারা ভোগান্তি পোহাচ্ছে। জিডিপি ও বৈদেশিক ঋণের অনুপাতের হিসাবে লেবানন এই মুহূর্তে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ ঋণগ্রস্ত দেশ।

করোনার টিকা- আশার আলো: বছরের শুরুতে অচেনা এক জীবাণু সারা বিশ্বে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল, তার দাপট চলেছে সারা বছর ধরে। সংক্রমণ ঠেকাতে সারা বছর ধরে হিমশিম খেয়েছে দেশগুলো। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, একমাত্র একটা কার্যকর টিকাই পারে এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে।

কিন্তু নভেম্বরের ৯ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি ফাইজার ও জার্মানির বায়োনটেক যৌথভাবে টিকা উদ্ভাবনে তাদের সাফল্য ঘোষণা করে জানায়, তাদের টিকার ক্লিনিকাল ট্রায়ালে প্রমাণ হয়েছে করোনার আক্রমণ থেকে লোকজনকে রক্ষা করতে তাদের টিকা ৯০ শতাংশের বেশি কার্যকর। তারা বলে, 'বিজ্ঞান ও মানবতার জন্য এটি অনেক বড় একটি দিন।'

ছয়টি দেশে ৪৩ হাজার ৫০০ জনের শরীরে এই টিকার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে এতে ঝুঁকিপূর্ণ কিছু দেখা যায়নি বলে তারা জানায়। ডিসেম্বরের গোড়ায় বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ফাইজার/বায়োনটেকের করোনাভাইরাস টিকার অনুমোদন দেয় ব্রিটেন এবং শুরু হয় তাদের টিকাদান কার্যক্রম। টিকা তৈরির যেসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে এক দশকের বেশি সময় লেগে যায়, সেখানে মাত্র ১০ মাসে এই টিকা আবিস্কারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটা নজিরবিহীন অর্জন।

যুক্তরাষ্ট্রেও ডিসেম্বরে ফাইজার/বায়োনটেক এবং দ্বিতীয় আরেকটি প্রতিষ্ঠান মডার্নার ভ্যাকসিনের অনুমোদন দিয়ে ওই টিকাদান কার্যক্রম শুরু করেছে। তবে যে টিকাটির দিকে বিশ্বের অনেক দেশ তাকিয়ে আছে তা হলো ব্রিটেনের অক্সফোর্ড ও অ্যাস্ট্রা জেনেকার ভ্যাকসিন। তাদের টিকাটি আরো সহজলভ্য, দামে কম এবং বিতরণ ও মজুদ সহজ। এই টিকাটি খুব শিগগিরই অনুমোদিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া রাশিয়া গত অগাস্ট মাসে স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের জন্য স্পুটনিক ভি নামের তাদের টিকাকে লাইসেন্স দিয়েছে এবং এখন তা ব্যবহারও শুরু হয়েছে। এই টিকা ৯২% নিরাপদ বলে বলা হচ্ছে। এবং তাদের ট্রায়ালের ফলাফলও অল্প দিনের মধ্যেই প্রকাশ করার কথা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরো অনেক কোম্পানিই এখন করোনার টিকা তৈরির কাজ করছে এবং তাদের ট্রায়াল বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। মানুষ আশা করছে সফল ও কার্যকর টিকাই একমাত্র এই ভয়াবহ রোগের আতঙ্ক কাটিয়ে উঠে মানুষকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে পারবে। সূত্র: বিবিসি বাংলা।

মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন

(শেষের পাতার পর)

এ্যাসিস্টেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আহম্মাদ আবু ওবায়দা ও আনিসুর রহমান। উল্লেখ্য, মুনা'র সংগঠনের গঠণতন্ত্র অনুযায়ী সিনিয়র সদস্য ও সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে দুই বছরের জন্য ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও মজলিশে শুরার সদস্য নির্বাচন করেন সদস্যরা। সুষ্ঠভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য মোহাম্মদ এম সুজনকে প্রধান করে তিন সদস্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। নির্বাচন কমিশনের অপর সদস্যরা হলেন দিদারুল আলম ও মো: ফারুক আহমেদ। গত ২০ ডিসেম্বর মজলিশে শুরা ও সিনিয়র সদস্যদের উপস্থিতিতে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহণ করেন।

মুনা'র ২০২১-২০২২ সেশনের নবনির্বাচিত মজলিশে শুরার সদস্যরা হলেন- আহম্মাদ আবু ওবায়দা, আবুসামীহাহ সিরাজুল ইসলাম, আরমান চৌধুরী, মোহাম্মদ এম সুজন, আবদুল্লাহ আল আরিফ, এম তোয়াহা আমিন খান, ডা. আতাইল গণী ওসমানী, এটর্নী আব্দুল আজিজ, নাসির উদ্দিন, ড. মোহাম্মদ নকিবুর রহমান, আশরাফ হোসাইন আকবর, খায়রুল হাসান রফিক, প্রফেসর মো: নজরুল ইসলাম। এদিকে নবনির্বাচিত ন্যাশনাল প্রেসিডন্ট ২০২১-২০২২ সেশনের জন্য ন্যাশনাল কমিটি ও জোনাল সভাপতিদের মনোনয়ন প্রদান করেন। নিউইয়র্ক জোন নর্থ-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আরিফ, নিউইয়র্ক জোন সাউথ-এর সাফায়াত হোসাইন সাফা। নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের জোন সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেন ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট। ওয়েষ্ট জোন সভাপতি আশরাফুল হাসান আকবর, ইষ্ট জোন সভাপতি নাছির উদ্দীন, সাউথ জোন সভাপতি প্রফেসর নজরুল ইসলাম, নর্থ জোন সভাপতি খায়রুল হাসান রফিক।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

কমিউনিটির ক্ষমতায়নের বছর ২০২০

(শেষের পাতার পর)



হেলাল শেখ

ইতিহাসে রেকর্ড সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী-আমেরিকান সরাসরি ভোট যুদ্ধে অংশ নিয়ে আশার আলো জাগিয়েছেন। ইউএস কংগ্রেস থেকে শুরু করে সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকানের অংশগ্রহণ আমেরিকান রাজ-নীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গত বছরের বিভিন্ন নির্বাচনে অংশ নিয়ে যারা কমিউনিটিকে আশার আলো দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্যরা হলেন- ড. নিনা আহমেদ, শেখ রহমান, আবুল খান, ডোনা ইমাম, নাবিলা ইসলাম, বদরুন্নাহার খান মিতা, শানিয়াত চৌধুরী, মাহফুজুল ইসলাম, মেরী জোবায়দা, জয় চৌধুরী, মুফাজ্জল হোসেন, শাহীন খালিক, মোহাম্মদ আখতারুজাজামান, হেলাল শেখ, মৌমিতা আহমেদ, মোহাম্মদ টি রহমান, জামিলা আকতার, মাহতাব খান প্রমুখ।

আগামী দিন নির্বাচনী ভোট যুদ্ধে লড়তে যাচ্ছেন- মুজিব উর রহমান, ড. দিলীপ নাথ, এটর্নী সোমা সাঈদ, মিসবা আবদীন, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, মোহাম্মদ এন মজুমদার, মামনুল হক, শাহানা হানিফ প্রমুখ।

গত বছর নির্বাচনে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে জর্জিয়ার ষ্টেট সিনেটে পুনরায় বিজয়ী হয়েছেন শেখ রহমান, নিউহ্যাম্পশায়ার ষ্টেট হাউজ অব রিপ্রেজেন্টিটিভসে পুন নির্বাচিত হন আবুল খান আর নিউজার্সীর পেটারসন সিটি কাউন্সিলে পুনরায় বিজীয় হয়েছেন শাহীন খালিক। অপরদিকে পেনসেলভেনিয়া ষ্টেটের অডিটর জেনারেল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দলের অভ্যন্তরীন রাজ-নীতির শিকারে পরাজিত হন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রশানের অন্যতম উপদেষ্টা ড. নিনা আহমেদ। জর্জিয়া থেকে নাবিলা ইসলাম আর টেক্সাস থেকে ডোনা ইমাম ইউস কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আলোচিত হন। অপরদিকে তুলনামূলকভাবে আলোচিত এবং ভালো ফল করে অল্প ভোটের ব্যবধানে নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীতে পরাজিত হন মেরী জোবায়দা, কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট ডেমোক্রেটিক লীডার পদে পরাজিত হন আমেরিকান রাজ-নীতিতে সম্ভবনাময় তরুনী এবং নিউইয়র্কের ডিষ্ট্রিক্ট ২৪-এর আসন্ন সিটি কাউন্সিলের বিশেষ নির্বাচনে প্রার্থী মৌমিতা অহমেদ ও নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি মাহতাব খান।

মুলধারার রাজনীতিে বাংলাদেশী আমেরিকানদের সরাসরি ভোটে অংশগ্রহণকে আগামী নিনে কমিউনিটির ক্ষমতায়নকেই বড় করে দেখছেন সচেতন প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

সালাত শ্রেষ্ট ইবাদাত

(শেষের পাতার পর)

কয়েকটি অঙ্গ তথাঃ মাথা, কপাল, কান ও নাককে মান-ইজ্জত ও মর্যাদার প্রতীক মনে করে থাকে। যেমন আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত কিছু উক্তি এ রকম শোনা যায় যে, মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির বেলায় 'লোকটি সমাজ ও বংশের মাথা, অপমানিত হলে 'তার জন্য লোকটির মাথা হেট হয়ে গেছে' অথবা সম্ভ্রমহানি হলে 'মাথা কাটা গেছে' কেহ পরাজিত হলে 'শেষ পর্যন্ত লোকটি নাকে খত দিতে হলো, অহংবোধ থাকলে 'লোকটি নাক উচুঁ করে চলে' মর্যাদাহানি হলে 'লোকটির কপাল পুড়েছে' ইত্যাদি। মর্যাদার এ কয়টি প্রতীককে মর্যাদাবান ব্যক্তিরা সর্বস্ব দিয়ে হলেও কখনো মর্যাদার হানি হতে দেয় না। যেমন বলা হয় 'জান দিয়েগা মগর শির নেহি দিয়েগা।' অর্থাৎ জীবন দিবো তবু মাথা নোয়াবো না। যেহেতু মানুষ আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার কোন ব্যক্তি বা অন্যান্য সৃষ্টি জীবের সামনে এ গুলোকে নত করে দেয়না, সেজন্যই মানুষের এত মর্যাদা। অবশ্য যারা নিজের পরিচয় জানতে পারিনি বা নিজের মর্যাদা সম্পর্কে বেখেয়াল, একমাত্র তারাই আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য সৃষ্টির সামনে নিজের মস্তক অবনত করে দেয়। অথচ এগুলোও তার মতই আল্লাহর সৃষ্টিকুলের অন্তর্ভূক্ত। মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য তার অনুগত করে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহর কাছে মাথা নত করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:- আকাশ ও জমিনে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহর সেজদা করে।"(রা'আদ ঃ ১৫)

আল্লাহর দেয়া ইবাদাতগুলোর মধ্যে সালাত শ্রেষ্ট ইবাদত। কারণ মানুষ সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে আপাদমস্তক অবনত করে দেয় এবং তাঁরই শাহী দরবারে গোটা অবয়বই লুটিয়ে দেয়। আগেই বলা হয়েছে, সৃষ্টির সার্থকতা এখানেই পরিস্ফুট হয় বিধায় মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীবে পরিণত হয়েছে। অপর দিকে যেহেতু একমাত্র সালাতের মাধ্যমেই এর প্রতিফলন ঘটে অর্থাৎ একমাত্র সালাতের মাধ্যমেই মানুষ তার মর্যাদার এই প্রতীকগুলোকে আল্লাহর সামনে বিনা দ্বিধায় নত করে দেয়, সে জন্য অন্যান্য ইবাদাতের তুলনায় সালাত শ্রেষ্ট ইবাদাতে পরিণত হয়েছে। আল-কুরআনের কোন কোন স্থানে শুধুমাত্র রুকু ও সাজদাকেই সালাত বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তুমি সাজদা করো এবং (তোমার রবের) নৈকট্য অর্জন করো।" (সুরা আলাক ঃ ১৯) "তোমরা রুকু করো এবং সাজদা করো।"(সুরা হাজ্জঃ৭৭) দু'টি আয়াতেই রুকু ও সাজদা করা মানে সালাত পড়া।

আমরা নিয়মিত যে স্থানটিতে সালাত আদায় করে থাকি সেটিকে মাসজিদ তথা সাজদার স্থান বলা হয়। অর্থাৎ মাথা অবনত করার স্থান। অথচ সালাতের স্থান হিসাবে এর নাম মুসাল্লাহ প্রচলিত হতে পারতো। প্রকৃত পক্ষে গোটা নামাযে সাজদা এমন একটি কর্ম যার মাধ্যমে মানুষ তার সকল প্রকার অহংবোধ, অযথা সব মর্যাদা, আভিজাত্য, আমিত্ব, গর্ব-অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, মান-অভিমানকে এক পেশে ঠেলে দিয়ে সারা জাহানের প্রভূ, পরম দয়ালু মনিব, সার্বভৌম ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক, পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ, ইজ্জত-অপমানের একমাত্র মালিকের সামনে মর্যাদার প্রতিক তথা মাথা, কপাল ও নাক মাটিতে লুটিয়ে দেয়। আনুগত্যের এ সুন্দর দৃশ্যটি সালাত ব্যতিত অন্য কোন ইবাদাতে এভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি সালাতের অন্যান্য কর্মেও সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয় না বিধায় সালাত শ্রেষ্ট ইবাদাতে পরিণত হয়েছে। সাজদার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ রাবুল আলামীনের সমীপে আরজ করি "তুমি সকল প্রকার দুর্বলতা, অক্ষমতা. অপারগতা, অংশীদারিত্ব থেকে পবিত্র। আমি দুনিয়ার সকল কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র তোমারই সামনে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে আমি তোমার মহানত্ব ও শ্রেষ্টত্বের পবিত্রতা ঘোষনা করছি।' আমার সকল অহংবোধ, আভিজাত্য, মর্যাদা সকল কিছুকে তোমার সমীপে লুটিয়ে দেয়াকে নিজের অপমাণ নয় বরং সম্মানবোধ করছি, এ জন্য যে, আমি আমার মর্যাদার এই প্রতীকগুলো যথার্থ সৃষ্টিকর্তার সামনেই লুটিয়ে দিতে পেরেছি। সাজদার মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটে চলে যায়। এর মাধ্যমে মুসল্লী আল্লাহর রহমতের সব চাইতে নিকটবর্তী হয়ে যায়। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী নামায পড়ার সময় দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সাজদায় পড়ে থাকতেন। হযরত আবু হোরায়রা রাঃ বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছেঃ "বান্দা সাজদায় থাকা অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়।"(মুসলিম: কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ: রুকুতে যা বলতে হবে)

সর্বোপুরি, ইসলামের গোটা রূপটিই এখানে দৃশ্যমান হয়। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন। সাজদা হলো, এ আত্মসমর্পনের বাস্তবরূপ বা দৃশ্য। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হলো মনিব-গোলাম। মনিব-গোলামের এ সম্পর্কের বাস্তব অনুশীলন দেখার জন্য সাজদাই হলো উপযুক্ত কর্ম। কপাল-নাক মাটিতে রেখে গোটা দেহ সম্পুর্ণরূপে সমর্পণ করে দিয়ে গোলাম তার মহান মনিবের নিকট ধরনা দেয়ার এ সত্যিই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই গোলামী করো এবং আমার কথা সর্বদা মনে রাখার জন্য সালাত কায়েম কর।"(ত্বাহা ঃ ১৪) এ আয়াতটিতে প্রথমেই আল্লাহর উলুহিয়াত ও উবুদিয়াত এর সার্বক্ষণিক স্বরণ রাখার জন্য সালাতের কথা বলা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহকে ইলাহ তথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথে এ কথা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, মানুষ আল্ল-াহকে মালিকরূপে মেনে নিয়েছে, আজীবন তাঁর আবদ বা বান্দাহ্ বা গোলাম হয়ে থাকবে। আর উবুদিয়াতের বাস্তব প্রতিফলন বা প্রদর্শনী বা গোলাম হিসাবে বেঁচে থাকার নামই সালাত। সালাতের মধ্যে রুকু ও সেজদাই সবচেয়ে বেশী উবুদিয়াতের প্রতিফলন ঘটায়। সালাতের মাধ্যমে আনুগত্যের এ প্রশিক্ষণ ব্যক্তির সালাতের বাইরের সকল প্রকার কাজকে ইসলামের আলোকে সুসংহত করে। একজন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করে ইসলামের চৌহ-দ্দির মধ্যে প্রবেশ করার পর পরই তার প্রথম ও প্রধান বাধ্যতা-মুলক কাজ হলো, সালাত আদায় করা। ঈমান গ্রহনের পর যে সালাতই তার সামনে আসবে তা তাকে আদায় করতেই হবে।

দুনিয়ার যাবতীয় কাজ আল্লাহর বান্দাহ্ হিসাবে করতে হবে। এ অনুভূতিকে বার বার জীবন্ত ও প্রানবন্ত করে তুলে সালাত। আল্ল-াহ তা'আলা বলেন, "সালাত আদায় করার পর জমিনে ছড়িয়ে পড়ো আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে ব্যাপৃত হও এবং আল্লাহকে খুব স্বরণ করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"(সুরা জুমাঃ ১০) সালাত প্রতিদিন ধনী-দরিদ্র, রাজা-ফকির সকলকে একই সত্তার সামনে নিজের নাক-কপাল ও মাথা লুঠিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদকে নিচ্ছিন্ন করে দেয়। সকলেই এখানে একই কায়দায় নিজেদের সকল প্রকার গর্ব-অহংকার, আভিজাত্য ও মর্যাদার উচুঁ-নিচুকে সমান করে একই রাজাধিরাজের কাছে ধরনা দিয়ে থাকে। যে রাজাধিরাজ কোন ব্যক্তির প্রভাব প্রতিপত্তি, বিশেষ মর্যাদা ও উচুঁ নীচুর শ্রেনী বিন্যাস করেন না। এবং তাঁকেও কোন ব্যক্তি কখনো তার বিশেষ মর্যাদার প্রভাবে প্রভাবিত করতে পারেন না।

কুরআন ও হাদীসে সালাতের কথা এত বেশী উদ্ধৃত হয়েছে যা অন্য কোন ইবাদতের বেলায় দেখা যায় না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"সালাত মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করে।" আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তারা যদি কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে খাঁটিভাবে ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই হিসাবে গণ্য হবে।"(সুরা তাওবা-১১) এই সালাতের কথা বলে বলে মানবতার মহান বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সুতরাং নামাযের সকল আহকাম বিশেষত রুকু ও সাজদার সময় যদি আমরা মনে রাখতে পারি যে, আমরা কার সামনে মর্যাদার এই প্রতীকগুলো লুটিয়ে দিচ্ছি। তাহলে আমাদের সালাতের সার্থকতা সর্বকাজে প্রতিফ-লিত হবে। সালাতের প্রতিটি দু'আর অর্থ বুঝে মনের আবেগ মিশিয়ে পড়তে পারি তাহলে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন কল্যাণে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

লেখক: ম্যানেজার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:। জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট।

দ্বিতীয় স্টীমুলাস বিল পাশ

(প্রথম পাতার পর)

বিল স্বাক্ষর না করে প্রনোদনা বিলের আকার বাড়াতে বলেন এবং নগদ ৬শ ডলারের স্থলে প্রনোদনার অর্থ ২ হাজার ডলারে উন্নীত না করলে তিনি স্বাক্ষর করবেন না বলে জানান।

প্রেসিডেন্ট এরপর বড়দিনের ছুটি কাটাতে ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো চলে যান বিলে স্বাক্ষর না করেই।এই প্রস্তাব ডেমোক্রাটরা লুফে নিলেও প্রেসিডেন্টের নিজের দল রিপাবলিকানরা সিনেটে এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। বাংলাদেশী মুদ্রায় ১ ডলার সমান ৮৬ টাকা হিসেবে এই ৯ শ বিলিয়ন ডলার সমান ৭৭ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা। এই প্রনোদনার আওতায় যেসব আমেরিকানদের বার্ষিক আয় ৭৫ হাজার ডলার পর্যন্ত তারা জনপ্রতি ৬শ ডলার করে পাবেন এককালীন। এই প্রণোদনার অর্থ সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে চেকের মাধ্যমে আমেরিকান নাগরিকদের কাছে যাবে। বেকার ভাতার আওতাভূক্তরা ফেডারেল সরকার থেকে ৩শ ডলার করে অতিরিক্ত সহায়তা পাবেন আরো ১১ সপ্তাহ।যা ২০২১ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুরু হবে।

এই দ্বিতীয় প্রণোদনা নিয়ে ডেমোক্রাট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের স্পিকার ন্যান্সি প্যালোসি ও রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ সিনেটের মেজরিটি নেতা মিচ ম্যাককণেল মধ্যে রশি টানাটানি চলছিল। প্যালোসি ২ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার প্রণোদনা প্যাকেজ চাইলেও ম্যাককণেল এই বিশাল আকারের প্যাকেজ নিয়ে আপত্তি তোলেন। ফলে সদ্য অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগ থেকেই এই প্রণোদনা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা চললেও এবিষয়ে কোন সুরাহা হয়নি।

ডেমোক্রাট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের স্পীকার ন্যান্সি প্যালোসি,সিনেটের ডেমোক্রাট মাইনোরিটি লিডার চক শুমার (নিউইর্য়ক) ও সিনেটের রিপাবলিকান মেজরিটি লিডার মিচ ম্যাককনেল (কেন্টাকি) যৌথ ভাবে এই বিলের সমঝোতার কথা জানান। এর বাইরে এই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় রয়েছে ব্যাবসীদের পে চেক প্রটেকশন প্রোগ্রাম,স্কুল-কলেজ, ক্ষুদ্র ব্যাবসীদের ঋণ,করোনার টেষ্ট,স্বল্প আয়ের নাগরিকের খাদ্য সহ-ায়তা সহ অন্যান্য ফেডারেল প্রোগ্রাম।

ডেমোক্র্যাটরা এই দ্বিতীয় পেন্ডামিক প্রণোদনা ২ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু রিপাবলিকান আইন প্রণেতা বিশেষ করে সিনেটের মেজরেটি নেতা মিচ ম্যাককনেল এই বিশাল অংকের প্রণোদনা পাশে রাজি হননি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বিলের আকার নিয়ে দুপক্ষের টানা হেঁচড়া চলছিল।

উল্লেখ্য,পেন্ডামিক শুরু হওয়ার পর গত মার্চে ২ লক্ষ কোটি ডলারের প্রথম প্রণোদনা প্যাকেজ পাশ হয়। প্রথম প্যাকেজের আওতায় মার্কিন নাগরিকরা জন প্রতি ১২ শ ডলার ও ১৮ বছরের নীচে এমন সন্তানের জন্য ৬ শ ডলারের সরাসরি চেক পান।বেকার ভাতা সপ্তাহে ৬ ডলার করে দেয়া হয় ফেডারেল থেকে। এই অর্থ রাজ্যের অতিরিক্ত।এছাড়াও সব ধরনের ব্যাবসায় দেয়া হয় বিরাট প্রণোদনা। আধুনিক ইতিহাসে এত বিশাল আকারের প্রণোদনা প্যাকেজ এটিই প্রথম ও একমাত্র।

করোনায় পিতা-পুত্র, সহদরের মৃত্যু আর ফাহিম খুন

(শেষের পাতার পর)

অলোচিত বিষয় ছিলো মহামারী করোনায় পিতা-পুত্র ও সহদরের মৃত্যু আর ফাহিম সালের মর্মান্তিক খুনের ঘটনা। নিউইয়র্কে মাত্র ৩ ঘন্টার ব্যাবধানে নিউইয়র্কে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পিতা-পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। চট্টগ্রামের হালিশহর এ ব্লক ৮ নং লেনের স্থায়ী বাসিন্দা এবং সন্দ্বীপের বাউরিয়া কাছিম মাঝির বাড়ি নিবাসী, কমিউনিটির পরিচিত মুখ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ খাইরুজ্জামান (৬৭) এবং তার একমাত্র ছেলে আবুল বাশার পান্না সিপিএ (৪৫) গত ১৯ ডিসেম্বর শনিবার সকালে নিউইয়র্ক এ ইন্তেকাল করেন। তারা নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে বসবাস করতেন। মৃত্যুকালে মোহাম্মদ খাইরুজ্জামান স্ত্রী সহ দুই কন্যা (বাংলাদেশে বসবাসরত) এবং আবুল বাসার স্ত্রী ও তিন কন্যা রেখে যান। বাবা-ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আছে।

এদিকে মরহুম পিতা মোহাম্মদ খাইরুজ্জামান ও পুত্র আবুল বাশার পান্না'র নামাজে জানাজা গত ১২ ডিসেম্বর রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ব্রুকলীনের মসজিদ ইমামুল বুখারীর (১৮৬৩ ফ্ল্যাটবুশ এভিনিউ, ব্রুকলীন) সংলগ্ন খোলা রাস্তায় অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন এই মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ রেজাউল কাদের। পরে তাদের মরদেহ নিউজার্সীর মালবরো কবর স্থানে একই কবরে পিতা-পুত্রকে দাফন করা হয়।

ছোট ভাইয়ের পর বড় ভাইও চলে গেলেন

মরণঘাতি করোনাভাইরাসে আক্রন্ত হয়ে ছোট ভাইয়ের পর এবার বড় ভাইও চলে যান না ফেরার দেশে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাই-লবাসীদের সামাজিক সংগঠন টাঙ্গাইল জেলা সমিতি ইউএসএ'র সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ খান রাজেস-এর বড় ভাই সফি হায়দার খান (৫৪) গত ২১ এপ্রিল মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেছেন। তিনি করোনা ভাইরাস-এ আক্রান্ত হয়ে গত গত ৩০ মার্চ থেকে ম্যানহাটানের মাউন্টসিনাই হাসপাতালের আই-সিসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার ছোট ভাই সাইফুর হায়দার খান আজাদ (৪৭) করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ৪ এপ্রিল, শি-নববার দিবাগত রাত ১টা ৩০ মিনিটে জ্যামাইকা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

মোহাম্মদ খান রাজেস জানান, অসুস্থ্য হয়ে তার ভাই সফি হায়দার খান বিগত ২১ দিন ধরে ম্যানহাটানের মাউন্টসিনাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানে তার করোনা ভাইরাস পজেটিভ সনাক্ত হওয়ার পর চিকিৎসা চললেও শেষ পর্যন্ত আর রক্ষা হয়নি। ২১ এপ্রিল সকাল ৯টার দিকে এই হাসপাতালেই তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে (২১) ও এক মেয়ে (১৩) সহ অরেক আত্নীয়-স্বজন রেখে যান। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর ধরে নিউইয়র্কের রীচমন্ড হিলে সপরিবারে বসবাস করছিলেন।

এদিকে মরহুম সফি হায়দার খানের স্ত্রী মাসুমা পারভীন এলি তার ছোট মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়ে আটকা পড়ায় চরম অসুস্থতা এমনকি মৃত্যুর সময়ও স্বামীর পাশে স্ত্রী, পিতার পাশে কন্যা থাকতে পারলেন না। ফলে স্ত্রী তার স্বামীকে আর আদরের কন্যা তার বাবাকে শেষ দেখা দেখতে পেলো না।

মোহাম্মদ খান রাজেস আরো জানান, তারা ৫ ভাই ও এক বোন নিউইয়র্কে বসবাস করেন। মৃত্যুবরণকরী তার দুই ভাই নিউইয়র্ক সিটির রিচমন্ডহীলে দুই ফ্যামিলির একই বাসায় বসবাস করতেন। উল্লেখ্য, মোহাম্মদ খান রাজেসরা টাঙ্গাইল শহরের ছয়আনী বাজারের স্থায়ী বাসিন্দা এবং তাদের গ্রামের বাড়ী টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার চকতৈল।

আটলান্টিক সিটিতে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

মরণব্যাধী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ৪ এপ্রিল শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটির একটি হাস-পাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন বাংলাদেশী ইকবাল হক ভূঁইয়া প্রিন্সের।

তার মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে প্রিন্সের বড় ভাই শিপন আহমেদও একটি হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তারা দু'জনই নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। তাদের বাড়ি ঢাকার গোপীবাগে।

ফাহিম সালেহ হত্যা

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে নির্মম খুনের শিকার হন পাঠাও-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ফাহিম সালেহ। ঘাতক তার ব্যক্তিগত সহকারী টাইরেস ডিভন হাসপিল গত ১৪ জুলাই ফাহিমকে তার অ্যাপার্টমেন্টে শিরশ্ছেদ ও হাত-পা কেটে ফেলার অভিযোগ আনা হয় হাসপিলের বিরুদ্ধে ।

হাসপিলের বিরুদ্ধে সেকেন্ড ডিগ্রি এবং পরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। পরবর্তীতে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং আদালতে তার বিচার চলছে।

অভিযুক্ত হাসপিলের বিরুদ্ধে সালেহের কয়েক হাজার ডলার অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

স্থানীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে তখন বলা হয়, হাসপিল নিনজা মাস্ক, স্যুট এবং টাই পরে সালেহকে বারবার বুকে ছুঁড়ি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে এবং পরে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে তার লাশ টুকরো করে।

পুলিশের তথ্য মতে, ফাহিমের ব্যক্তিগত সহকারী থাকাকালীন মোটা অংকের অর্থ আত্মসাৎ করেন হাসপিল। বিষয়টি জানার পরও তার বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ না করে কিস্তিতে টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করেন ফাহিম। কিন্তু আত্মসাৎ করা ওই টাকা ফেরত না দেয়ার উদ্দেশ্যেই ফাহিমকে হত্যা করা হতে পারে বলে নিউইয়র্ক টাইমসকে জানিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট এক পুলিশ কর্মকর্তা।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে বাংলাদেশী বাবা-মায়ের সংসারে জন্ম নেয়া প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ফাহিম সালেহ পরবর্তীতে পরিবারের সাথে নিউইয়র্কে চলে যান। সেখানেই তার বেড়ে ওঠা ও পড়া-শুনা। পড়াশুনা শেষে ফাহিম সালেহ নিউইয়র্কেই বসবাস করতেন।

২০১৪ সালে ঢাকায় এসে প্রযুক্তি-ভিত্তিক বেশ কিছু ব্যবসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ফাহিম। অনেকগুলো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও 'পাঠাও' উদ্যোগটি তাকে সফলতা এনে দেয়। শুরুতে শুধুমাত্র পণ্য পরিবহন সার্ভিস নিয়ে কাজ করলেও পরবর্তীতে রাইড শেয়ারিং সেবা চালু করে পাঠাও।

যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ হচ্ছে চীন!

(শেষের পাতার পর)

আত্মপ্রকাশের এই তথ্য প্রকাশ করে। একইসঙ্গে সিইবিআর জানিয়েছে, তারা আগে যে ভবিষ্যতবাণী করেছিল তার চেয়ে ৫ বছর আগেই চীন যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে যাবে। খবর দ্য গার্ডিয়ান ও রয়টার্সের।

অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে শীর্ষ স্থান চীন দখল করবে- এমন ভবিষ্যতবাণী বিভিন্ন সংস্থা করে আসছে কয়েক বছর থেকে।

সিইবিআরের সর্বশেষ ভবিষ্যতবাণীর এক বছর আগেই চীন যুক্তরাষ্ট্রকে ২০৩৩ সালে টপকাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু এখন সংস্থাটি বলছে মহামারীতে চীনের দক্ষ ব্যবস্থাপনা, কঠোর লক-ডাউন ও পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদি আঘাত বেইজিংয়ের উন্নয়ন ঘটাবে দ্রুততার সঙ্গে।

২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চীনে গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০২৬ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত এই লক্ষ্যমাত্রা কমে ৪ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

ব্রিটেনভিত্তিক সিইবিআরের প্রকাশিত ১৯৩টি দেশের বার্ষিক সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি লিগ টেবিলের তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও চীনের প্রবৃদ্ধি হবে ২ শতাংশ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি কমে যাবে ৫ শতাংশ।

এ কারণে বিশ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যকার দূরত্ব কমে আসবে। এছাড়া এ বছর করোনা মহামারীর কারণে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কমে যাবে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এক বছরে সবচেয়ে বড় প্রবৃদ্ধি সংকোচন।

চীনের বিপরীতে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা একেবারে ভিন্ন। মহামারীর কারণে ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৯ শতাংশ কমতে পারে। তারপর কমতে পারে ১ দশমিক ৬ শতাংশ।

ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলা প্রতিপক্ষের উত্থানের পাশাপাশি নিজের অবনমনের কারণে যুক্তরাষ্ট্র অবস্থান হারাবে চীনের কাছে।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আরও কিছু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থানে পরিবর্তন আসবে ২০৩০ সালের মধ্যে। ওই বছরের শুরুতে অর্থনৈতিক সূচকে জাপান হবে বিশ্বের তৃতীয় দেশ ।

অবশ্য একই সময়ে ভারত টপকে যেতে পারে জাপানকে। সেটি হলে জার্মানি হবে চতুর্থ বা পঞ্চম দেশ।

সিইবিআরের মতে, অর্থনৈতিক সামর্থ্যে ব্রিটেন বর্তমানে পঞ্চম। ২০২৪ সালে এটি ষষ্ঠ স্থানে চলে যেতে পারে। ইউরোপীয় ইউ-নিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় ২০২১ সালে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে নেতিবাচক পড়তে পারে। অবশ্য ২০৩৫ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকবে ব্রিটেন।

সম্প্রীতির আবেশে বড়দিন উদযাপন

(শেষের পাতার পর)

আয়োজন করে ইউনাইটেড লুথা

রেন চার্চ অব আমেরিকা। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ আয়োজন ছিল প্রার্থনা সভা। বড়দিনের অনুষ্ঠানে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পাস্টার জেমস রায়। প্রার্থনায় অংশ নেন ডা. টমাস দুলু রায়, নির্মল সরকার, নথনিয়েল হালদার, ড. বিজিএস হালদার, মিনা রয়, রনি রয়, ডা. হেলেন রয় প্রমুখ। করোনা পরিস্থিতির কারণে অনুষ্ঠানটি সংক্ষিপ্ত করা হয়।

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৮ স্ট্রীট এবং ২৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৮৪ স্ট্রীট এবং ২৫ এভিনিউতে বেসমেন্টে থাকার জন্য একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬৪-২০ ৮৬ রোডে এফ ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে প্রাইভেট হাউসের দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুম, এক লিভিংরুম এক বাথ এবং কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৯৬-৭০০০
ডি-২১/২৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউ-তে ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং এবং লিভিং রুম (১১০০ স্কয়ার ফুট) ফাস্ট ফ্লোর বাসা এবং ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন, লিভিং রুম (১১০০ স্কয়ার ফুট) সেকেন্ড ফ্লোর বাসা এবং বিশাল ২ বেডরুম, কিচেন, লিভিং রুম, বিশাল বাথরুম-এর সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। ই ট্রেন সাবওয়ে থেকে ৮মিনিটের দূরত্ব। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬২৪-৮৮০০ অথবা ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১
ডি-২১/২৮

বাসা ভাড়া

কুইন্সে একটি প্রাইভেট বাসার ৩ বেড, ২ বাথ, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং ও বেলকলি সহ ফাস্ট ফ্লোরের বাসা ভাড়া হবে। প্রাইভেট এনট্রেন্স, একটি গাড়ী পার্কিং-এর সুবিধা, সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি, কুইন্স কলেজ, সাবওয়ে/বাস ষ্টেশন, গ্রোসারী, এলিমেন্টারী হাই স্কুলের দূরত্ব ওয়াকিং ডিসটেন্স। ভাড়া ২৭০০ ডলার। যোগাযেগ: ৭১৮-৬৫৭-৩৭০৯
ডি-২১/২৮

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

সানিসাইডের ৫০-৩৯ ৪৫ স্ট্রীট, নিউইয়র্ক-১১৩৭৭ ঠিকানায় এক বেডরুমের নতুন রেনোভেটেড অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: রফি অহমেদ।
ফোন: ৩৪৭-৯৭২-৩৮৪৯ অথবা ৩৪৭-৩৩৫-৮০৫৪
ডি-২১/২৮

ফারনিশড বেডরুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সংলগ্ন তিন তলা এপার্টমেন্টের সম্পূর্ণ ফারনিশড এক বেডরুম-বাথরুম (শেয়ার কিচেন-লিভিং) স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন অধুমপায়ী স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া হবে। অবশ্যই রেফারেন্স লাগবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২৯-৩৫৪৯.
ডি-২১/২৮

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্স্টের ৯৪ স্ট্রীটে দুই বেডরুম, ওয়ান বাথরুম, কিচেন-ডাইনি রুম সহ একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। ইউটিলিটি সংযুক্ত। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩৫-১৭৯০
ডি-১৪/২১

বাসা ভাড়া

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো, ২ বেডরুম ১ বাথরুম। এষ্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

কন্ডো বিক্রয়

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো ২ বেড রুম ১ বাথরুম, এষ্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় E, J, LIRR, Air Train এর নিকটে 107 Ave. এবং Inwood St. এ প্রাইভেট হাউজের দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং রুম, বেলকনি ও কিচেনসহ ১লা জানুয়ারি থেকে বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৫৮-৪২৮৪।

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীট-এর উপরে দ্বিতীয় তলায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-০৭/১৪/২১/১৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউড-এর ডেনিয়েলস স্ট্রীট ও ৮৪ এভিনউ এর কর্ণারে দুই রুমের একটি রেনোভেটেড ঝলমলে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ২ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। এফ ট্রেন সাবওয়ে সাতফিন বুভেভার্ড থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
যোগাযোগ: ৭১৮-২১৯-৮১৭৮
ন-৩০/ডি-০৭

বাসা ভাড়া

সানিসাইডের ৪৬ স্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউতে অধুমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য সেকেন্ড ফ্লোরে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরী দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ২০০০ ডলার।
যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬২-১৩৬৮
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

বেসমেন্ট ভাড়া

উডসাইডের ব্রডওয়ে ও নর্দার্ন বুলেভার্ড এলকায় সাবওয়ের কাছে বেসমেন্ট (বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত) একটি, দুই (২) রুমের বাসা এবং অন্য একটি এক রুমের বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯
ন-২৩/৩০/ডি-০৭

বাসা ভাড়া

উডসাইডের সাবওয়ের পাশে ৫৮ স্ট্রিট ও নর্দান বুলুভারডে ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম সম্বলিত বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত বেসমেন্টের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯.
ন-০৯/১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একজন কর্মজীবি মা'র (বাসা থেকে কাজ করে) চার বছরের বাচ্চা-কে সঙ্গ দেবার জন্য সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারী-কে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। অতিরিক্ত হাত খরচ ৩০০ ডলার দেয়া হবে। সাহায্যকারীকে অতিরিক্ত কিছু সাহায্য করতে হবে। কাজের ধরন, হাত খরচ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন। বাসা ব্রঙ্কসের কাছে উইনচেষ্টার কাউন্টির হোয়াইট প্লেইনস।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-২৩/২৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানের ৯১, ফাস্ট এভিনিউতে একটি হারবাল স্টোরের জন্য একজন সেলসপার্সন আবশ্যক। আগ্রহীকে ইংরেজী ভালোভাবে জানা এবং কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪৫-০৩৬৫
ন-২৩/৩০

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

90-39 181 St. Jamaica, Queens, New York. 1 family house, 2 block from F Train subway. 917-523-4451 or 718-813-9262.
Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

HOUSE FOR SALE

115-57 200 St. Albans, Jamaica, Queens, New York. 1 family house, Good condition.
917-523-4451
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

বাড়ি বিক্রয়

Jamaica Hills: 2F family walkup 3 family brick 3 bed rooms 2 bath rooms 3 apartments also full finished basement 1320 Sq.ft প্রতি ফ্লার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার থেকে ১ ব্লক। Close to Park, Hospital. St. Hhons College, Subway. Price $1.3 millions. Call: 917-749-4143.

এপার্টমেন্ট ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক

টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।
যোগাযোগঃ মাসুদ হাসান তুর্ন।
ফোনঃ ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫
ডি-১৪/২১

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৩২ বছর বয়সী, জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি থেকে বিজন্যাস এন্ড ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েট। বর্তমানে নিউইয়র্কে একটি নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে সুপারভাইজার লেভেলে কর্মরত। পাত্রীকে জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক, গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে থাকতে হবে। পাত্রীর গড়ন হাল্কা পাতলা এবং সুন্দরী হতে হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭ ২৮৮ ১৮৩৫
(সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা)

হাউজ কিপিং জব চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)। **ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ স্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর)

নিজের ছায়াকেও ভয় পায় আজকাল। করোনা আমাদের এই মায়াবী ডুহের রূপই পাল্টে দিয়েছে। আমাদের চলাফেরা সীমিত, সবকিছু সীমাবদ্ধ। মনটা অস্থির, বিষন্ন। নিজেও গৃহবন্দী নয় মাস। নিয়মের মধ্য দিয়েই যেতে হচ্ছে। নানা অসুখ-বিসুখের জন্য ডাক্তার এবং পরিবারের কিছু কঠোর বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। এড়িয়ে চলতে হয় জনসমাগম সংগত কারনেই। আত্মীয় স্বজনদের সাথেও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ প্রায়। তবে এই সময়ে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দেয় একান্ত আপনজনদের বিপদে, রোগে শোকে পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারিনা। মুমুর্ষু রোগীর হাতে হাত রেখে তাঁর শিয়রে বসতে না পারার কষ্ট। এটা ভুলা যায়না। সামনা সামনি চোখের দেখা, মন খুলে কাছে বসে আলাপ করা যায়না। এমন কি অতি আপনজনদের যানাজায় শরিক হওয়া রীতিমত মুশকিল হয়ে পড়েছে। একমুঠো মাটি আর দু ফোঁটা অশ্রু দিয়ে চির বিদায় জানাতে পারিনি অনেক প্রিয়জনকে। পারিনি কবরস্থ করতে! অথচ এসব সুহৃদ সহচরদের ঋণ ছিল অপরিসীম।

বলছিলাম মন খারাপের কথা। কোন সুখবর নেই। চারদিকে দুঃসংবাদ, মৃত্যু তাড়া করে ফিরছে! আদরের ছোট বোন সায়মা দুটি ছোট ছোট অবুঝ ছেলেমেয়েকে বাড়ীতে একা রেখে ঢাকায়। দীর্ঘ দেড় মাস ধরে তাঁর স্বামীর চিকিৎসা চলছে সেখানে। রুহেল আমার ভগ্নিপতি তাঁর গলায় টিউমারের কারণে দেয়া হচ্ছে রেডিও থেরাপি। এক অজানা আতংক তাড়া করছে গোটা পরিবারকে! জানিনা ওদের কি অবস্থা। কেমোন আছে ওরা। ফোনে কতটা সান্তনা দেয়া যায়। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন যাচ্ছে। কি হচ্ছে, কি হবে ?

আরেক ছোট বোন নাজমা কিডনির অসুখে ভূগছে অনেক দিন। প্রায় দুই বছর আগে চেন্নাইতে অপারেশন করিয়েছিল। আরেকটি অপারেশন করার কথা থাকলেও কোভিডের কারণে ভারতে যাওয়া হয়নি। শুনেছি খুব কষ্ট পাচ্ছে। ঔষধে কাজ দিচ্ছনা তেমন। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে বাংলাদেশে শেষ পর্যন্ত অপারেশন করা গেছে। কিন্তু কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। এখন একজন ডাক্তার নাকি নিজের আরেক সহকর্মীর চি-কিৎসা দিতে চান না ভয়ে! দেশের হাসপাতালগুলোতে যন্ত্রণায় মানুষের ছটফটানি। আর্তনাতে ভারি হয়ে উঠছে বাতাস। অথচ এমোনটি হবার কথা ছিলনা।

এদিকে মেজো মেয়ে শামিয়া থাকে দুরে লসএঞ্জেলস ক্যালিফোর্নিয়ায়। অনেক দিন দেখা হয়না। তাঁর কাজের ক্ষেত্র মেডিকেল ফিল্ড। ফাইজারের কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ গ্রহন করেছে বুধবার। এখনও আমরা জানিনা টিকার কি প্রতিক্রিয়া হবে। মায়ের মন, মেয়ের চিন্তায় অস্থির। কি হয় না হয়। মিথ্যা সান্তনা দেই, মনকে বোঝানোর জন্য। আসলে কে কাকে সান্তনা দেব।

তবুও দুঃসংবাদ থেমে নেই, আসছে। লন্ডনে ভাগিনা আলমের পরিবার করোনা আক্রান্ত। ভাগিনা বউ শেলী ফোনে কথাই বলতে পারছেনা। ১৪ বছরের নাতনি সারা। তাকেও ছাড়েনি সবগ্রাসী কোভিড।

প্রিয়ভাজন কবি দিলু নাসের ও কবি আহমদ ময়েজ আক্রান্ত হয়েছিল। আশার কথা দিলু সেরে উঠছে। ময়েজ পুরোপুরি সুস্থ হয়েছে ইতিমধ্যে। দেশে বিদেশে অনেক প্রিয়জনের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর পাচ্ছি। দেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক মিজানুর রহমান খাঁন ঢাকার হাসপাতালে নীবিড় পরিচর্চায় রয়েছেন কয়েক সপ্তাহ ধরে।

মানুষ হলে আবেক অনুভূতি থাকে, থাকতে হয়। সকলের কম বেশী আছে। ২৬ বছরের বেশী অভিবাসী জীবন। এই দীর্ঘ সময়ে সুখে-দুখে কেটে গেছে কত বসন্ত। কেটেছে রক্তজমা করা তুষারাবৃত শীত। বোহেমিয়ান জীবনে কত অচেনা মানুষ হয়ে উঠেছেন একেবারে আপনজন, এসেছেন কাছ থেকে কাছে। সম্পর্কের পরিধি ছাড়িয়েছে সকল সীমারেখা। ব্যক্তি থেকে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে দুটি পরিবার। আত্মার-আত্মীয় উঠা এসব মানুষেরা স্বশরীরে নাহলেও মননে-চেতনায় দীপ্তমান। মরণব্যাধি করোনা সব তছনছ করে ফেলছে। একে একে সংকোচিত হয়ে আসছে চারপাশ। ভরসা করতে পাচ্ছিনা কিছুতেই। আসলে যে কে কাকে ভরসা দেব সেটাই বুঝে আসছেনা! এই ভয়াবহ করোনা কালে আমাদের আশ্রয় কোথায়?

হ্যাঁ, তবে আশার কথা ভরসার জায়গা শেষ হয়ে যায়নি। কেউ না শুনলেও একজন সব দেখেন, সব শুনেন। তাঁর উপর ভরসা রাখছি। তিনি সব ঠিক করে দেবেন আবার। নিশ্চই সব ঠিক হয়ে যাবে। এটাই যে সকলের প্রত্যাশা।

জেএমসি'র ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ করোনায় আক্রান্ত

(শেষের পাতার পর)

সোসাইটি আয়োজিত এক ভার্চ্যুয়াল দোয়া মাহফিলে ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ তার বাসা থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আমি আরগের ছেয়ে অনেক ভালো আছি। তিনি নিজের জন্য সবার দোয়া কামানা এবং সকলেল জন্য দোয়া করছেন বলে জানান।

অপরদিকে মহামারী করোনার দ্বিতীয় দফা সংক্রমনে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কমিউনিটিতে আতংক বৃদ্ধি পেয়েছে। অতি সম্প্রতি জ ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল-আমিন রাসেল (সপরিবারে) ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন স্বপন সহ গেলো সপ্তাহে শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

TASLIMA MARRIAGE MEDIA
বিয়ের জন্য বাংলাদেশী বা প্রবাসী সিটিজেন পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের সিটিজেন পাত্র-পাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, ডক্টরেট, বিসিএস ক্যাডার, ডিফেন্স কর্মকর্তা, মাল্টিন্যশনাল কোম্পানীর কর্মকর্তা, প্রফেসর, ফার্মাসিস্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সহ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ১নং ম্যারেজ মিডিয়া।



তাসলিমা ম্যারেজ মিডিয়া
হেড অফিসঃ উত্তরা বিএনএস সেন্টার, রুম- ৯২৩, সেক্টর- ৭, ঢাকা
কর্পোরেট অফিসঃ বাসা নং- ৫৯, হুদা এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, রোড নং- ৪, ব্লক- সি, বনানী, ঢাকা
ব্রাঞ্চ অফিসঃ 9 Crescent Pl East York ON M4C 5L8 Toronto
মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপঃ ০১৯৭২০০৬৬৯৪ ০১৭৮২০০৬৬১৫
ই-মেইলঃ taslimamedia@gmail.com
ওয়েবঃ www.taslimamarriagemedia.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :
516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**
ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

"House For Sale, As-is"
ON CLOSE BITS
39 Ashley St. Buffalo, NY 14212
6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. **Duplex House.**
Need : 716-544-3646

Marriage Media
পাত্র-পাত্রী খুজছেন সন্ধান দাতা
আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?
সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।
৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।
আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।
খান ভাই
646-637-7590
E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

যুক্তরাষ্ট্রে ক্যামেরায় ধরা পড়ল 'উড়ন্ত মানব'



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের অচেনা 'উড়ন্ত মানব' অবশেষে ভিডিওতে ধরা পড়েছে। তিনি একটি জেটপ্যাক নিয়ে কাতালিনা দ্বীপের নিকটে পালোস ভার্ডেসের ৩ হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ছিলেন। এর আগে এই রহস্যময় উড়ন্ত মানবকে অন্তত দু'বার দেখা গিয়েছিল। তবে এই প্রথম তাকে ক্যামেরায় ধারণ করা গেছে। একটি স্থানীয় বিমান চালনা স্কুল 'স্প্রিং পাইলট একাডেমির' ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এই ভিডিওটি শেয়ার করা হয়েছে। স্কুলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভিডিওটি তাদের একজন ফ্লাইট প্রশিক্ষক সোমবার ধারণ করেছেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে একা একজন মানুষ ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে পানির উপরে আকাশে উড়ে

নিউইয়র্কে ইয়াবার চালান গ্রহণকারী কে এই মিল্টন

সাহাদাত হোসেন পরশ: বাংলাদেশের গন্ডি পেরিয়ে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশ যুক্তরাষ্ট্রেও এখন যাচ্ছে ইয়াবা। জিপিও (জেনারেল পোস্ট অফিস) থেকে ফরেন পার্সেলের মাধ্যমে নিউইয়র্কে ইয়াবার তিনটি চালান গেছে বলে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে। এবার চতুর্থ চালান পাঠানোর সময় গত ৬ ডিসেম্বর পাচারকারী চক্রের ৪ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দুই দিনের রিমান্ডে নিয়ে গত ১৯ ও২০ ডিসেম্বর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এতে বেরিয়ে আসে এসব চমকপ্রদ তথ্য। একই চক্র এর আগে অন্তত তিনবার নিউইয়র্কে ইয়াবার চালান পাঠিয়েছে বলে স্বীকার করেছে। নিউইয়র্কে প্রতিবারই মিল্টন শিকদার নামে এক ব্যক্তি ইয়াবার এই চালান গ্রহণ করেন। তবে পার্সেলে প্রাপক হিসেবে লেখা থাকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মিল্টনের স্ত্রী অরিন মেহজাবিনের নাম। জানা গেছে, মিল্টন শিকদারের আপন ভাই মোস্তফা জামাল মিলন শিকদার বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়রের একান্ত সচিব। এই ঘটনায় মিলন শিকদারের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে গত ২২ ডিসেম্বর রাতে মোস্তফা জামাল মিলন শিকদার জানান, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। পুলিশও তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। তবে তিনি স্বীকার করেন, তার ছোট ভাই মিল্টন শিকদার স্ত্রীসহ নিউইয়র্কে থাকেন প্রায় দশ বছর ধরে। তবে মিল্টন তার ভাইয়ের ডাক নাম। আর শিকদার বংশের পদবি। ঢাকা মহানগর পুলিশের খিলগাঁও জোনের সহকারী কমিশনার জুলফিকার আলী সমকালকে বলেন, বিদেশে ইয়াবার চালান পাঠানোর নেপথ্যে আরও কারা রয়েছে তা বের করার চেষ্টা চলছে। খোঁজা হচ্ছে অর্থের জোগানদাতাদেরও।



তদন্ত-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, এই চক্রটি অভিনব কায়দায় কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকা থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট সংগ্রহ বিদেশে পাচার করে। যার কাছ থেকে এই ইয়াবা সংগ্রহ করা হয় তার নাম দ্বীন মোহাব্বত। তিনি টেকনাফের চিহ্নিত একজন ইয়াবা কারবারি। তারা শুধু দেশের অভ্যন্তরে ইয়াবা বিক্রি করেন না, সরকারি প্রতিষ্ঠান জিপিওর মাধ্যমে পার্সেল আকারে বিভিন্ন দেশে পাঠান। এই চক্রের কারণে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। গ্রেপ্তার আসামিরা মাদক কারবার ছাড়াও আর কী ধরনের অপরাধে জড়িত তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্তের সঙ্গে যুক্ত একজন কর্মকর্তা জানান, এ ঘটনায় জড়িতদের জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে কতগুলো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে তা সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপককে (ফিন্যান্সিয়াল ইউনিট) নির্দেশ দিতে আদালতের কাছে আবেদন করেছে পুলিশ। মামলা-সংক্রান্ত আসামিদের জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে কতগুলো মোবাইল সিম রেজিস্ট্রেশন করা আছে তাও সরবরাহ করতে এলআইসিকে আদেশ প্রদানের জন্য আদালতে আবেদন করা হয়। এছাড়া অরিন মেহজাবিনের ঠিকানা যাচাইয়ের জন্য এআইজি (এনসিবি) বরাবর আবেদন করা হয়েছে। জিপিও তথ্য দিয়ে যাতে সহযোগিতা করে সে বিষয়েও আদালতের সহায়তা চাওয়া হয়েছে। এছাড়া জব্দ করা ৪টি মোবাইল ফোন সেটের ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য অনুমতি চাওয়া হয় আদালতে।

গত ৬ ডিসেম্বর রাজধানীর খিলগাঁও থেকে চার মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছে পাওয়া যায় ৮০ পিস ইয়াবা। তবে জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র থেকে জিপিওর মাধ্যমে পাঠানো নিউইয়র্কগামী একটি পার্সেল আটকে দেওয়া হয়। ওই পার্সেল খুলে পাওয়া যায় তিনটি ফুল প্যান্ট, একটি থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট ও শিশুদের একটি জুতা। তবে তখনও ইয়াবা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এক পর্যায়ে সেলাই খুলে দেখা যায়, অভিনব কৌশলে সরু পলিথিনের ভেতর একটির পর একটি ইয়াবা সাজিয়ে বেল্টের মতো তৈরি করা হয়েছে। একে একে এমন ৬৮টি ইয়াবার বেল্ট পাওয়া যায়। শিশুর এক পাটি জুতা কোনো কোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের। চালানটি খুলে পাওয়া যায় মোট দুই হাজার ৪০ পিস ইয়াবা।

এখন পর্যন্ত যে চারজন বিদেশে ইয়াবা কারবারি হিসেবে শনাক্ত হয়ে বাংলাদেশে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন তারা হলেন- নাহিদ পারভেজ তাহিন, মিজানুর রহমান জুয়েল, এনাম হোসেন খান রাহাত ও রাজিব শিকদার। মূলত দেশে এই চারজনের মূল হোতা হিসেবে পরিচিত রাজিব। মিল্টন শিকদার ও মিলন শিকদারের চাচাত ভাই এই রাজিব শিকদার।

রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো পার্সেলে প্রেরকের নাম লেখা রয়েছে রাজিব শিকদার। তার ঠিকানা দেওয়া হয়েছে মতিঝিলের এজিবি কলোনি। অন্যদিকে পার্সেলের প্রাপক অরিন মেহজাবিন। তার ঠিকানা ৪৩ স্ট্রিট উডসাইড, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র। নিয়ম অনুযায়ী পার্সেলে দু'জনেরই ফোন নম্বর দেওয়া ছিল।

একাধিক সূত্র জানায়, জিপিও থেকে কৌশলে ইয়াবার পার্সেল পাঠানো হলেও কেন তা স্ক্যানারে ধরা পড়েনি সেই অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। স্ক্যানার মেশিনটি ইচ্ছে করেই অকেজো করে রাখা হয়েছিল কিনা তারও তদন্ত শুরু হয়েছে। হয়তো মাদক কারবারিদের সুযোগ করে দিতেই এই আয়োজন। ইয়াবা কারবারের মাধ্যমে নিজেরা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত ডাক ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার রাষ্ট্রবিরোধী কোনো গভীর ষড়যন্ত্রে এই সিন্ডিকেট জড়িত কিনা তারও তদন্ত করছে পুলিশ।



বিস্ফোরণের পরের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রে বড়দিনে 'ভয়াবহ বিস্ফোরণ'

হককথা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে টেনেসী অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ন্যাসভিল শহরে বড় ধরণের বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত তিন জন আহত হয়েছেন। এছাড়া বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বহু ঘরবাড়ি। এটি পরিকল্পিত বোমা হামলা বলে জানিয়েছেন স্থানীয় মেয়র। স্থানীয় কর্মকর্তাদের ধারণা, এটি 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিস্ফোরণ'। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল ৬টার দিকে বড়দিনে এই বিস্ফোরণ হয়। এসময় একটি আরভি গাড়িতে (রিক্রিয়েশনাল ভেহিকল) বিস্ফোরণ ঘটে। সেসময় ওই এলাকায় কাল ধোঁয়া দেখা গেছে। বিস্ফোরণের পর আশপাশের এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে।

ন্যাশভাইলের ভাইস মেয়র জিম শুলমান জানান, মোটর হোমটি বিস্ফোরিত হওয়ার আগে একটি গাড়ি থেকে নারীকণ্ঠে সতর্কবার্তা আসছিল। সেটি শুনে সবাইকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু সতর্কবার্তায় যে সময়ের কথা বলা হয়েছিল, তখন বিস্ফোরণ না হওয়ায় কয়েকজন ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময়ই ঘটে প্রচন্ড বিস্ফোরণ। এতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। তবে তাদের কারো অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে এর প্রভাবে আশপাশের সবকিছু কেঁপে ওঠে। এসময় পাশে থাকা তিনটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। বিস্ফোরণে টেলিকম জায়ান্ট এটিঅ্যান্ডটি'র ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিস্ফোরণে হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারত। কিন্তু একটি গাড়ি থেকে 'বোমা বিস্ফোরণ হতে চলেছে' এমন সতর্কবার্তা শুনে পুলিশ সদস্যরা আশপাশের বাসিন্দাদের সরিয়ে নেন।

মেট্রো ন্যাসভিল অফিসের জরুরি ব্যবস্থাপনা বিভাগ জানিয়েছে, বিস্ফোরণে অনেক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্রুরা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করছে।

ন্যাসভিল পুলিশ বিভাগের মুখপাত্র ডন অ্যারন এক সংবাদ সম্মেলনে এই বিস্ফোরণকে ইচ্ছাকৃত বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে ওই এলাকা তদন্তের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ন্যাসভিলের পুলিশ প্রধান জন ড্রেক জানিয়েছেন, বিস্ফোরণস্থলের পাশ থেকে ছিন্নভিন্ন দেহের অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে সেগুলি মানবদেহের অংশ কী না তা জানতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ন্যাসভিল আগুন নির্বাপকের মুখপাত্র বলেন, আহত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তবে কারো অবস্থা গুরুতর নয়। ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বাক ম্যাকয় নামে এক ব্যক্তি সিএনএনকে বলেন, বিস্ফোরণটি আমার বাড়ির সামনে হয়েছে। এতে আমার বাড়ির জানালা উড়ে গেছে। এছাড়া তিনি বলেন, বিস্ফোরণে গাছ ভেঙ্গে পড়েছে এবং সবখানে জানালা ভেঙ্গে গেছে। এই ঘটনায় দেশটির বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগ তদন্তে নেমেছে।

সূত্র: সিএনএন, নিউজউইক

নিউইয়র্কে দুর্বৃত্তের হামলায় গুরুতর এক বাংলাদেশী আহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে এক কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্তের হামলায় গুরুতর আহত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বাংলাদেশী মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (৪১)। ৯ দিন চিকিৎসা শেষে তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে হামলার ঘটনাটি প্রতিবেশীসহ আত্মীয়দের কাছে বর্ণনা করেন। গত ৫ ডিসেম্বর ভোরে কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে হামলার শিকার হন তিনি। ওই দিন ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

জানা গেছে, ৫ ডিসেম্বর ভোরে কুইন্সের ৩২ এভিনিউয়ের ৭০ স্ট্রিটে গাড়ি পার্কিং করছিলেন আজাদ। এ সময় অপর একটি গাড়ি তার গাড়ির পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির ক্ষতি হয়েছে কিনা দেখছিলেন। এমন সময় ধাক্কা দেয়া গাড়ি থেকে কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্তরা বের হয়ে গালি দিয়ে তার মুখে ধারালো কিছু একটা ছুড়ে মারে। এলোপাতাড়ি মারধরের ফলে তিনি মারাত্মক জখম হন। এতে তার বুকের পাঁজরের ৫টি হাড় ভেঙে যায়। ঘটনাস্থলের পাশের বাসার লোকজনের সহযোগিতায় পুলিশ এসে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে এলমহার্স্ট হাসপাতালে ভর্তি করে। আবুল কালাম আজাদ জানান, ওই উগ্রবাদীর হামলায় তার বুকের পাঁজরের ৫টি হাড় ভেঙে গেছে। সে কারণে বড় ধরনের অপারেশন করতে হয়েছে। হামলার পর তার গাড়ির চাবি ও সামান্য কিছু ডলার পাওয়া যায়নি।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited
Approved Travel Agent
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
AUTHORIZED e-file PROVIDER

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টার শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়



শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

বিমানে প্রবাসীদের মরদেহ বিনামূল্যে বহনের উদ্যোগ নেবে সংসদীয় কমিটি

(শেষের পাতার পর)

স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, 'রেমিট্যান্সযোদ্ধা প্রবাসীদের মরদেহ দেশে আনার ক্ষেত্রে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে বিনামূল্যে বহনের সুবিধা পুনরায় চালুর জন্য সংসদীয় কমিটি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। মানবিক বিবেচনায় অসহায় প্রবাসীদের জন্য এই সুযোগ অব্যাহত রাখা জরুরি বলে আমরা মনে করি।'

শনিবার রাতে চট্টগ্রামে নিজ বাসভবনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের শীর্ষ সংগঠন এনআরবি সিআইপি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য বৈঠকে তিনি এ সব কথা বলেন।

অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক ওমান প্রবাসী মোহাম্মদ ইয়াছিন চৌধুরী সিআইপির নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে প্রবাসীর মরদেহ বিনামূল্যে বহন সুবিধা পুনরায় চালু, ওয়েজ আর্নাস বন্ডের বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ১ (এক) কোটি টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা, ওমান ও লেবাননে সাধারণ ক্ষমার আওতায় নিবন্ধিত অবৈধ হয়ে যাওয়া প্রবাসীদের দেশে ফিরতে স্বল্পমূল্যে বিমান বাংলাদেশের বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থাসহ করোনাকালে প্রবাসীদের নানা সমস্যা নিরসনে সহযোগিতা কামনা করেন।

তারা বলেন, 'এইসব সমস্যাগুলো নিয়ে সর্বস্তরের প্রবাসীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ, অভিমান, হতাশা বিরাজ করছে। যা প্রবাসীদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নেওয়া যুগান্তরী অনেক উদ্যোগও ম্লান করে দিচ্ছে বলে আমাদের ধারণা। তাই, বিশেষ বিবেচনায় এইসব বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিয়ে রেমিট্যান্সযোদ্ধো প্রবাসীদের সকল হতাশা দূর করার ব্যাপারে সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করছি।'

ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এই সব সমস্যার বিষয়ে খুব দ্রুত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক ডাকা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স। বর্তমানে করোনাভাইরাস মহামারির চলমান সংকটের মধ্যেও প্রবাসীদের আয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে, যা সত্যিকার অর্থে অবিশ্বাস্য। কাজেই তাদের এইসব সমস্যা নিরসনে সরকার ও সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো উদ্যোগী হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

বৈঠকে এনআরবি সিআইপি অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি আমিরাতপ্রবাসী সেলিম উদ্দিন, অর্থ সম্পাদক ওমানপ্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক দুবাইপ্রবাসী জসীম উদ্দিন এবং সদস্য ওমানপ্রবাসী তৌহিদুল আলম ছাড়াও কাতারের বাংলাদেশ কমিউনিটির (বিসিকিউ) সাধারণ সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নুর মোহাম্মদ, চট্টগ্রাম সমিতির ওমানের অর্থ সম্পাদক নাসির মাহমুদ, উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মঞ্জরুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates | ETIHAD | SAUDIA | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

কমিউনিটির ক্ষমতায়নের বছর ২০২০

বিশেষ প্রতিনিধি: বর্ষ পরিক্রমায় ইতিহাসের অতলে ঠাই নিলো বিদতায় বছর ২০২০, আর যোগ হলো নতুন বছর ২০২১। মহামারী করোন-াভাইরাস ছাড়াও নানা ঘটানার ইতিহাসের বাহক ২০২০ বছরে প্রবাসী বাংলাদেশের জন্য ছিলো মূলধারার রাজনীতিতে কমিউনিটির ক্ষমতায়নের বছর। এই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়


শেখ রহমান


শাহীন খালিক


নিনা আহমেদ


মেরি জোবায়দা


শামিয়াত চৌধুরী

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

এক অন্য রকম পৃথিবী আজ। চেনা জানা সব কিছু কেমোন অচেনা অজানা মনে হয়! মানুষ যেনো (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বসনিয়ার জঙ্গলে মৃত্যুর মুখে বহু বাংলাদেশী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তাপমাত্রা হিমাঙ্কর নিচে। তুষারে ঢেকে গেছে বসনিয়ার সীমান্ত এলাকা। ঠান্ডা হাওয়ায় (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

ভন্ডামি!



(ক) বেশ কয়েক বছর আগে দেশের দুই 'আলোচিত' 'কমরেডে'র একত্রে হজব্রত পালন করার কিছু ছবি দেখেছিলাম। এনারা তখন রাষ্ট্রের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ইউরোপ যাওয়ার পথে বরফে সিলেটের জামিলের মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বরফে কেড়ে নিল সিলেটের এক স্বপ্নবাজ যুবকের প্রাণ। (বাকি অংশ ২৫ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

কোম্পানীগঞ্জ সমিতির নির্বাচন-২০২১

আবার হট্টগোল বিশৃঙ্খলা পুলিশ ডাকাডাকির ॥ নির্বাচনী জটিলতা

বিশেষ প্রতিনিধি: কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার সমিতি ইউএস ইনক'র নির্বাচন ঘিরে জটি-লতা কমছে না। বরং নির্বাচনী কর্মকান্ড ঘিরে আবার অঘটন ঘটেছে। গত ২৬ ডিসেম্বর শনিবার সমিতির অফিসে স্থগিতকৃত নির্বাচনের পুনরায় মনোনয়নপত্র জমাদান-কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা, পুলিশ ডাকাডাকির মতো ঘটনা(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

জেএমসি'র ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ করোনায় আক্রান্ত



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বিশিষ্ট আলেম, কমিউনিটির পরিচিত মুখ, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের খতিব ও ইমাম মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে অনেকটা সুস্থ্য রয়েছেন। তার পরিবারের সদ্যরাও করোনায় আক্রান্ত বলে জানা গেছে। এদিকে রোববার জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ হচ্ছে চীন!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ হবে চীন। ২০২৮ সালেই এটি ঘটবে বলে ভবিষ্যতবাণী করেছে সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড বিসনেজ রিসার্চ (সিইবিআর)। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি শনিবার চীনের বৃহৎ অর্থনেতিক শক্তি হিসেবে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

বছরের সবচেয়ে আলোচিত

করোনায় পিতা-পুত্র, সহদরের মৃত্যু আর ফাহিম খুন





সাইফুর হায়দার খান ও শফি হায়দার খান



ফাহিম

বিশেষ প্রতিনিধি: বিদায় বছর ২০২০ সালে কমিউনিটিতে সবচেয়ে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

সম্প্রীতির আবেশে বড়দিন উদযাপন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মহামারী করোনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দী-পনার মধ্য দিয়ে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির আবেশে যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বড়দিন উদযাপন করেছে। নিউইয়র্কের উডসাইডের খ্রিস্ট লুথারেন চার্চে প্রতিবছর বড়দিন উপলক্ষে নানান অনুষ্ঠানের (বাকি অংশ ৪২পাতায়)

মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান





নিউইয়র্ক (বিএনিউজ): উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সর্ববৃহৎ ইসলামিক সংগঠন মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)'র ন্যাশনাল ও জোনাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ সেশনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন হারুন অর রশীদ, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মনোনীত হয়েছেন আরমান চৌধুরী। নতুন কমিটির ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন মাওলানা আবুল ফয়জুল্লাহ, ন্যাশনাল (বাকি অংশ ৪১ পাতায়

কবি দিলওয়ার ও লোদী'র জন্মদিন ১ জানুয়ারী





বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কবি দিলওয়ার এর জন্ম ১ জানুয়ারী, ১৯৩৭। সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমার ভার্থখলার খান মঞ্জিল-এ। সাংবাদিকতা পেশায় তিনি অধুন-লুপ্ত দৈনিক গণকণ্ঠ ও সোভিয়েত দুতাবাসের 'উদয়ন'-এ স্বল্প সময় কাজ করেন। জীবনের বাকি সময়টুকু তিনি নিষ্ঠার সাথে লেখালেখির (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সালাত শ্রেষ্ট ইবাদাত

আল্লাহর তামাম সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মর্যাদা সর্বোচ্চ। কারণ মানুষ তার মর্যাদার প্রতীক মাথা আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে নত করে দেয় না। আল্লাহ ছাড়া নিজের কপাল ও নাক অন্য কারো সামনে লুটিয়ে দেয় না। আমরা জানি, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ তাদের শরীরের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

রাসেল-স্বপনসহ করোনায় আক্রান্তদের জন্য ফ্রেন্ডস সোসাইটির দোয়া

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): কোভিড-১৯ আক্রান্ত জ ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল-আমিন রাসেল ও সমাজ (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

বিমানে প্রবাসীদের মরদেহ বিনামূল্যে বহনের উদ্যোগ নেবে সংসদীয় কমিটি

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

খেলার খবর

আইসিসি'র দশক সেরা দলে যারা

স্পোর্টস ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সেরা পারফর্ম করে যাওয়া ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা ৬৪৯+ Tax নিউইয়র্ক
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে গুলশানপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
Kuwait Airways
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com